প্রথম বর্ষ
অষ্টম সংখ্যা

الله نزل احسن الحديث

القرآن الحكيم: ٣٩: ٢٣

ترجمان الحديث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক:- মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়
পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি সংখ্যা ।।০ আনা
বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

শা'বানুল মুকার্‌রম—১৩৬৯ হিঃ।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—১৩৫৭ বাং।

বিষয়—সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত্ আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছির ...	... ...	৩২৭
২। নাহি ভয় (কবিতা)	আবুল হাশেম	৩২৪
৩। পাকিস্তানের শিক্ষানীতি বনাম প্রচলিত পাঠ্য পুস্তক— ...	মোহাম্মদ আবদুর্‌রহমান, বি, এ, বি, টি	৩২৫
৪ 'তারাবীহ'র নমায ও জামাআৎ	... ...	৩৩৩
৫। মোহাজের ...	মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী	৩৪৪
৬। এছ্‌লামে সাম্যবাদের স্বরূপ ...	... ...	৩৪৫
৭। সাময়িক প্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়) ...	... ...	৩৫৩

T

O

T O L E T

E

T

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদিছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র।

প্রথম বর্ষ | শা'বানুল-মুকার্‌রম—১৩৬৯ হিঃ। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়—১৩৫৭ বাং। | অষ্টম সংখ্যা

تفسيرالقرآن العظيم –

কোর্‌আন-মজিদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ ফাতিহার তফ্‌ছির

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৪)

দ্বিতীয় আয়ৎ : আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে রব্বিল আলামিন।

الحمد لله رب العلمين –

সকল বিশ্বের প্রতিপালক ও প্রভু আল্লাহর জন্য সর্ব্ববিধ উত্তম প্রশস্তি।

'বিছ্‌মিল্লাহ'র অন্তর্গত অব্যয়পদ 'বে' (ب) সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উহা 'সূচনা' বা 'আরম্ভ' (ابتداء) শব্দের সহিত যুক্ত রহিয়াছে কিন্তু উহা উহ্য রাখা হইয়াছে। সুতরাং 'বিছ্‌মিল্লাহ'র পরেই 'আল্‌হাম্‌দ'—সর্ব্ববিধ উত্তম প্রশস্তি উল্লেখ-করার তাৎপর্য্য এই যে, মহিমান্বিত আল্‌কোর্‌-আনের আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে 'হাম্‌দ' বা প্রশস্তির স্থান সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম। কোর্‌আন অবতীর্ণ হইবার মুখ্যতম উদ্দেশ্য মানুষকে তাহার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের সন্ধান দান করা এবং তাঁহার পরিচয় ও সন্ধান লাভকরার যে সাধনা তাহার প্রথম সোপান হইতেছে জগতস্বামীর প্রশস্তি ও বন্দনাগীতি।

শাব্দিক আলোচনা।

হাদ—(حمد)—উত্তম প্রশস্তি

(ক) 'হাম্‌দ' এরূপ প্রশংসাকে বলা হয় যাহা রসনার দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে। আল্লামা তফ্‌তাযানি বলেন :— প্রশংসিতের গৌরব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে রসনার সাহায্যে উচ্চারিত প্রশংসার নাম 'হাম্‌দ'। যে প্রশংসা মুখে

هو الثناء باللسان على قصد التعظيم ومورد الحمد لايكون الا اللسان –

www.ahlehadeethbd.org

উচ্চারিত হয় না, তাহা 'হাম্‌দ' নয়। * ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাযি প্রশংসালোচনাকে 'হাম্‌দ' বলিয়াছেন। শাইখ মোহাম্মদ আব্দুহু রসনা দ্বারা উচ্চারিত প্রশংসাকীর্ত্তনকে 'হাম্‌দ' নামে অভিহিত করিছেন। অতএব কৃতজ্ঞতা বা 'শোক্‌র' (الشكر) 'হাম্‌দ'নয়, কারণ মুখে উচ্চারণ না করিয়া আন্তরিক ভাবে অথবা কার্য্যদ্বারাও কৃতজ্ঞ হওয়া সম্ভবপর। ক

(খ) 'হাম্‌দ' এরূপ স্তুতি (ثناء) কে বলা হয় যাহা উৎকৃষ্ট ও উত্তম, কারণ মিথ্যাস্তুতি—'হাম্‌দ' নয় অথবা যাহা বিদ্রূপাত্মক এবং নিন্দনীয় তাহাকেও 'হাম্‌দ' বলা হইবে না। আরাবী সাহিত্যে স্তুতি বা 'ছনা' প্রশংসার ন্যায় নিন্দার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কোর্‌আনে উক্ত হইয়াছে যে, নারকীদিগকে বলা হইবে, শাস্তির (আস্বাদ) ভোগ কর, নিশ্চয় তুমি শক্তিমান ও মহৎ,—আদ্‌দুখান, ৪৯ আয়ৎ। এস্থলে নারকীর সম্মানার্থে শক্তিমান ও মহৎ বলিয়া তাহার স্তুতি করা হয় নাই, সুতরাং উহা হাম্‌দ নয়। মোটকথা, যে প্রশংসা উত্তম—এবং যাহা সম্মানার্থে করা হয় সেই 'ছানায়ে জমিল' (الثناء الجميل) কে 'হাম্‌দ' বলে। খ

ذق انك انت العزيز الكريم –

(গ) প্রশংসিতের গৌরব প্রকাশার্থে তাঁহার ইচ্ছাকৃত ভাবে সম্পাদিত মহৎকার্য্যের জন্য যে প্রশংসা, তাহাকে 'হাম্‌দ' বলা হইবে। ইচ্ছাকৃত ভাবে সম্পাদিত মহত্ত্বের তাৎপর্য্য এই যে, অকর্ম্মক গুণাবলী (Indispensable), যথা রূপের প্রশংসাকে হাম্‌দ বলা হইবে না। এরূপ স্তুতিকে 'মদ্‌হ' (مدح) বলে। অধিকন্তু অনুগ্রহ লাভের পূর্ব্বেও স্তুতি বা 'মদ্‌হ' করা যাইতে পারে কিন্তু 'হাম্‌দ' এর জন্য অনুগ্রহলাভ করা বা অন্ততঃ অনুগ্রহের অনুভূতি থাকা আবশ্যক। গ

ইমাম রাগেব বলেন, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞাপক প্রশংসাকে 'হাম্‌দ' বলে। উহার ভাব স্তুতির (মদ্‌হ) তুলনায় সীমাবদ্ধ এবং কৃতজ্ঞতা (শোক্‌র) অপেক্ষা ব্যাপকতর। মানুষের স্বেচ্ছাকৃত ও স্বভাবসিদ্ধ উভয়বিধ গুণরাজির প্রশংসা বা স্তুতি করা যাইতে পারে, যথা দৈহিক-গঠন ও গাত্রবর্ণের সৌন্দর্য্য এবং দয়াদাক্ষিণ্য ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি মহত্ত্ব—উভয়বিধ গুণের স্তুতি—(মদ্‌হ) করা চলিতে পারে কিন্তু 'হাম্‌দ' শুধু শেষোক্ত শ্রেণীর গুণাবলীর জন্য সম্ভবপর। আর অনুগ্রহলাভের বিনিময়েই কেবল কৃতজ্ঞতা (শোক্‌র) প্রকাশ করা যাইতে পারে, অথচ স্বয়ং অনুগ্রহলাভ না করিয়াও অনুগ্রহকারীর ব্যাপক কৃপা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া তাহার 'হাম্‌দ' (প্রশংসা) কীর্ত্তন করা সম্ভবপর। অতএব সকল প্রকার কৃতজ্ঞতা (শোকর) 'হাম্‌দে'র পর্য্যায়ভুক্ত কিন্তু সর্ব্বশ্রেণীর 'হাম্‌দ' কৃতজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়, আবার সর্ব্ববিধ 'হাম্‌দ' স্তুতির (মদ্‌হ) অন্তর্গত হইলেও সকলপ্রকার স্তুতি (মদ্‌হ) 'হাম্‌দে'র পর্য্যায়ভুক্ত নহে। *

الحمد لله تعالى الثناء عليه بالفضيلة وهو اخص من المدح واعم من الشكر فان المدح يقال فيما يكون من الانسان باختياره ومما يقال منه وفيه بالتسخير فقد يمدح الانسان بطول قامته و صباحة وجهه كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه – والحمد يكون في الثاني دون الاول – والشكر لايقال الا في مقابلة نعمة فكل شكر حمد وليس كل حمد شكرا وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا –

অন্যদিক দিয়া বিচার করিলে 'হাম্‌দ' অপেক্ষা শোক্‌রের ভাবে অধিকতর ব্যাপকতা অনুমিত হয়। কারণ 'হাম্‌দ' বা প্রশস্তি কেবল রসনার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে কৃতজ্ঞতা রসনার মত দেহ ও মন দ্বারাও প্রকাশ করা যাইতে পারে।

* মুখ্‌তাছারুল মাআনি, ৫ পৃঃ।

ক কবির, (১) ১৭০ পৃঃ; তফ্‌ছির আল্‌মানার (১) ৪৯ পৃঃ; ইব্‌নেকছির (১) ৩৮ পৃঃ।

খ বয়যাভি (১) ২১ পৃঃ; আলমানার. (১) ৪৯ পৃঃ।

গ ঐ ঐ ; কবির, (১) ১৬৯-১৭০ পৃঃ।

* মুফ্‌রদাতুল কোর্‌আন, ১৩০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আল্লামা তাফ্‌তাযানি বলেন, রসনা কর্ত্তৃক উচ্চারিত গৌরব প্রকাশার্থে যে প্রশংসা, তাহার নাম 'হাম্‌দ', অনুগৃহীত হইয়াই হউক, বা বিনা অনুগ্রহেই—হউক। আর 'শোক্‌র' বা কৃতজ্ঞতার ভিত্তি অনুগ্রহকারীর প্রতি সম্মানবোধ, কারণ তিনি স্তাবকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। 'শোক্‌র' হৃদয় রসনা ও আচরণ দ্বারা প্রকাশ হইয়া থাকে আর 'হাম্‌দ' কেবল রসনার সাহায্যেই সম্পাদিত হয়, অনুগৃহীত হইয়া এবং না হইয়াও—

الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة او بغيرها، والشكر ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما سواء كان باللسان او بالجنان او بالاركان فمورد الحمد لايكون الا اللسان ومتعلقه يكون النعمة وغيرها ومتعلق الشكر لا يكون الا النعمة ومورده يكون اللسان وغيره فالحمد اعم من الشكر باعتبار المتعلق واخص باعتبار المورد والشكر بالعكس —

'হাম্‌দ' করা যাইতে পারে কিন্তু অনুগ্রহের অবিদ্যমানতায় 'শোক্‌র'—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাইতে পারেনা এবং উহার অভিব্যক্তি রসনা ছাড়াও—সম্ভবপর। অতএব উদ্ভবের দিক-দিয়া 'হাম্‌দ' এর ভাব 'শোকর' অপেক্ষা ব্যাপকতর এবং অভিব্যক্তির দিকদিয়া সীমাবদ্ধ এবং 'শোকর' এর অবস্থা 'হাম্‌দ' এর বিপরীত। *

প্রশস্তি (হাম্‌দ) বনাম কৃতজ্ঞতা (শোক্‌র)।

কতক হাদিছে 'হাম্‌দ'কে 'শোকর'এর তাৎপর্য্য প্রদান করা হইয়াছে। ইব্‌নেজরির হাকাম বিনে উমায়রের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যখন তুমি আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে রব্বিল আলামিন বলিলে, اذا قلت الحمد لله رب العلمين فقد شكرت الله — তখন তুমি আল্লাহর শোক্‌র করিলে। † আবদুর-রয্‌যাক স্বীয় মুছান্নফে, হাকিম তির্‌মিযি নওয়াদিরুল অছুলে, খত্তাবী তদীয় গরীবে, বয়হকি আপন আদবে এবং দয়লমি মছ্‌নাদুল ফিরদওছে, আবদুল্লাহ বিন আম্‌র বিনুল আছের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : 'আল্‌হাম্‌দো' শোক্‌রের মস্তক, যে ব্যক্তি الحمد رأس الشكر ماشكر الله عبد لا يحمده — আল্লাহর প্রশংসা করিল না, সে তাঁহার শোক্‌রও আদা করিলনা। *

'আল্‌হাম্‌দ'কে কৃতজ্ঞতার মস্তকরূপে অভিহিত করার কারণ সম্পর্কে ছৈয়দ শরিফ কাশ্‌শাফের টীকায় বলেন, যেমন দেহের মধ্যে মস্তক সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ্য, উন্নত ও মূল এবং দেহের স্থায়িত্বের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সেইরূপ কৃতজ্ঞতার বিভিন্ন অভিব্যক্তির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ্য ও বিদিত হইতেছে——'হাম্‌দ'।

كما ان الرأس اظهر الاعضاء واعلاها وهو اصل لها وعمدة لبقائها، وكذلك الحمد اظهر انواع الشكر واشهرها واشملها على حقيقة الشكر والابانة عن النعمة حتى لو فقد لكان ما عداه بمنزلة العدم —

উহাতে কৃতজ্ঞতার প্রকৃত স্বরূপ নিহিত এবং ন্যামতের স্বীকারোক্তি বিদিত রহিয়াছে। এমনকি 'হাম্‌দে'র অবিদ্যমানতায় কৃতজ্ঞতার কোন অস্তিত্বই বোধগম্য হয়না। †

ইব্‌নো আবিহাতিম আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের (রাযিঃ) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ' শোক্‌রের বাক্য; বান্দা যখন বলে, সকল উত্তম প্রশস্তি আল্লাহর জন্য, আল্লাহ বলিয়া থাকেন,—আমার বান্দা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে। ‡

الحمد لله كلمة الشكر، واذا قال العبد : الحمد لله قال : شكرني عبدي —

ইব্‌নো আবিহাতিম ও ইব্‌নে জরির

---

* মুখ্‌তাছারুল মাআনি, ৫ পৃঃ। † আল্লামা শওকানির তফ্‌ছির—ফত্‌হুল কদির, (১) ১০পৃঃ।

* আল্লামা শওকানির তফ্‌ছির—ফত্‌হুল কদির, (১) ১১পৃঃ † হাশিয়াতুল কাশ্‌শাফ, (১) ৩৮পৃঃ।
‡ দুর্‌রে মন্‌ছুর (১) ১১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ইব্নে আব্বাছের (রাযিঃ) নিম্নলিখিত উক্তিও বর্ণনা করিয়াছেন, الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاءله والاقرارله بنعمه وهدايته وغير ذلك — আল্লাহর হাম্দের অর্থ—তাঁহার শোক্র করা, তাঁহার অধীনতাকে মান্য করিয়া লওয়া এবং তাঁহার ন্যায়ৎ ও হিদায়ৎ প্রভৃতি দানকে স্বীকার করা। *

এক কথায় হাম্দের ব্যাখ্যা হইতেছে—কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি স্বরূপ ইচ্ছাকৃত ভাবে সম্পাদিত গুণাবলীর জন্য রসনার সাহায্যে উচ্চারিত শ্রদ্ধা-নিবেদনের উদ্দেশ্যে উত্তম প্রশংসা। শুধু শোক্র (কৃতজ্ঞতা) বা মদ্হ (স্তুতি) রূপে 'হাম্দে'র ব্যাখ্যা সঠিক ও যথেষ্ট নয় আর 'হাম্দে'র অর্থ মহিমা মনেকরা সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রমাত্মক।

আলিফ-লাম — ال

'হাম্দ'কে সাকুল্যবাচক 'আল্' অব্যয়ের সহিত যুক্ত করায় 'আল্হাম্দ' এর অর্থ হইল— সর্ব্ববিধ উত্তম প্রশস্তি এবং "আল্হাম্দো লিল্লাহ্" বাক্যের তাৎপর্য্য দাঁড়াইল—"রসনার সাহায্যে উচ্চারিত সর্ব্বপ্রকার কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক উত্তম প্রশংসা আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট।

'আহ্মাদুল্লাহা'—আমি আল্লাহর প্রশংসা করি বা 'ইহ্মাদুল্লাহা'—তোমরা আল্লাহর প্রশংসা কর —না বলিয়া 'আল্হাম্দো লিল্লাহে' বলার তাৎপর্য্য এই যে, ক্রিয়াবাচক বাক্যের স্থায়িত্ব অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে সীমাবদ্ধ। যে 'হাম্দ' চিরন্তনী ও অক্ষয়ী তাহা নামবাচক বাক্যের (جمله اسميه) সাহায্যেই প্রকাশ পাইতে পারে। পরম সত্য আল্লাহর পবিত্র সত্তা চিরন্তন, তিনি অনাদি, অনন্ত ও অসীম, সুতরাং তাঁহার প্রশস্তি অতীত বা বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, তাঁহার সত্তা ও গুণাবলীর ন্যায় তাঁহার 'হাম্দ' বা প্রশংসাও চিরঞ্জীবি ও স্থায়ী। কোর্আনের ছুরা আল্কাছাছে এই ভাবকে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, এবং তিনি وهو الله لااله الا هو له الحمد فى الاولى والاخرة ولهالحكم واليه ترجعون — সেই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন প্রভু নাই, তাঁহারি প্রশস্তি আদিতে ও অন্তে এবং সার্ব্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁহারই এবং তোমরা তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে,—৭০ আয়ৎ।

* * * * *

কোর্আনের পাঁচটী ছুরা যথা আল্ফাতিহা, আলআন্আম্ আলকাহাফ, ছাবা ও আলফাতির এর সূচনা 'আলহাম্দ' দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে এবং সমগ্র কোর্আনের বাইশ স্থানে 'আলহাম্দোলিল্লাহে রব্বিল আলামিন', এক স্থানে 'ফালিল্লাহিল হাম্দ' আর চার স্থানে 'লাহুল হাম্দ' কথিত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার হাম্দ আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট কেন?

১। যেহেতু আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী,—আলোক ও অন্ধকারের স্রষ্টা, সুতরাং তিনি হাম্দের যোগ্য। কোর্আনে কথিত হইয়াছে: আলহাম্দো লিল্লাহ! সকল উত্তম প্রশস্তি আল্লাহর জন্য যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃজিত করিয়াছেন এবং যিনি আলোকে ও অন্ধকার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তথাপি যাহারা তাহাদের প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ, তাহারা সীমালঙ্ঘন করিয়া চলিতেছে. ——আল আন্আম ১ আয়ৎ।

الحمد لله الذى خلق السموات والارض وجاعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون —

২। যেহেতু আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহর অধিকারভুক্ত, অতএব তিনি হাম্দের উপযুক্ত। আলহাম্দো লিল্লাহ! সকল— উত্তম প্রশস্তি আল্লাহর জন্য, আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে, এবং ভূমণ্ডলে যত কিছু— আছে সমস্তই তাঁহার অধিকৃত এবং সর্ব্বশেষেও তাঁহারি প্রশংসা, তিনি প্রজ্ঞাশীল এবং সাংবাদিক ——ছাবা, ১ আয়ৎ।

الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الارض وله الحمد فى الاخرة و هو الحكيم الخبير —

৩। যেহেতু আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং বিশ্ব চরাচরের প্রভু ও প্রতিপালক আল্লাহ, সুতরাং সর্ব্ববিধ

* দুর্রে মন্ছুর (১) ১১পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

প্রশংসা তাঁহার জন্যই নির্দ্দিষ্ট। আল্লাহ বলেন: ফালিল্লাহিল হাম্দ! সর্ব্বপ্রকার হাম্দ—আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশ সমূহের প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক এবং সমুদয় বিশ্বচরাচরের প্রতিপালক। আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে তাঁহারই গৌরব-গরিমা এবং তিনি শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন—আল্-জাছিয়াহ, শেষ আয়ৎ।

فلله الحمد' رب السموات و رب الارض رب العلمين وله الكبرياء فى السموات والارض وهوالعزيز الحكيم –

৪। যেহেতু আল্লাহ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর নিয়ামক! ফেরেশ্তাগণের মধ্যস্থতায় জীব জগতের হেদায়তের ব্যবস্থা প্রেরণকারী, তাহাদের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ এবং তিনি সর্ব্বশক্তিধর, সুতরাং সর্ব্ববিধ প্রশস্তি তাঁহারি উপযোগী। কোর্-আনের উক্তি এই যে, আল্হাম্দোলিল্লাহ! সকল প্রকার উত্তম প্রশস্তি আল্লাহর জন্যই, যিনি আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর নিয়ন্তণকারী। দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চারটী করিয়া পক্ষপুটধারী ফেরেশ্-তাগণকে সংবাদবাহক দলে পরিণতকারী। সৃষ্টিকে তিনি যদৃচ্ছা-সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি সর্ব্ব-বিষয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন। যদি আল্লাহ মানুষের—জন্য তাঁহার কৃপা সম্প্রসারিত করেন, সে কৃপাকে নিরুদ্ধ করিতে পারে এমন কেহই নাই, আবার তিনি স্বয়ং উহা যদি অবরুদ্ধ করিয়া ফেলেন তাহা হইলে করুণা প্রবাহকারী অতঃপর আর কেহই নাই এবং তিনি শক্তিমান ও প্রজ্ঞাশীল,—— আল্ ফাতির, ১ আয়ৎ।

الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملئكة رسلا اولى اجنحة مثنى وثلاث و رباع' يزيد فى الخلق مايشاء' ان الله على كل شئى قدير – مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ومايمسك فلا مرسل له من بعده وهوالعزيزالحكيم –

৫। যেহেতু আল্লাহ সকলপ্রকার দোষ—ত্রুটী হইতে বিমুক্ত, সুতরাং তিনি সর্ব্ববিধ উৎকৃষ্ট প্রশংসার যোগ্য। আল্লাহ স্বীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন, হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন, আল্হাম্দো—লিল্লাহ! সকল প্রশস্তি আল্লাহর জন্য নির্দ্ধারিত যিনি পুত্র গ্রহণ করেন নাই এবং যাঁহার রাজত্বে অন্য কেহ অংশীদার—নাই এবং শাসনসৌকার্য্যে ক্ষমতার অপর্য্যাপ্ততা নিবন্ধন কেহ তাঁহার সাহায্যকারীও নাই এবং হে রছুল (দঃ) আপনি তাঁহার বিরাটত্ব ঘোষণা করুন, ——আল্আছ্রা, শেষ আয়ৎ।

وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا –

৬। যেহেতু আল্লাহ মানবজাতির হিদায়তের ব্যবস্থাকে পূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে সকল ঐশী বিধানের সারৎসার এবং মানবত্বের চরম বিকাশক প্রাঞ্জল ও সুপাঠ্য আল্কিতাব——কোর্আন তাঁহার সর্ব্বশেষ নবী এবং 'আব্দ' (দাস) মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) নিকট অবতীর্ণ করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি হাম্দের পাত্র। আল্লাহর নির্দ্দেশ: আল্হাম্দো লিল্লাহ! সকল উত্তম প্রশস্তি আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট, যিনি তাঁহার বিশিষ্ট দাসের নিকট মহাগ্রন্থ (আল্-কিতাব) অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং উহাকে দুর্ব্বোধ্য ও অসরল করেন নাই,——আল্কহফ, ১ আয়ৎ।

الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا –

৭। যাহারা ঐশী-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়া জগতে অশান্তি ও অনাচার বিস্তারিত করিতে চায়—মানবের কল্যাণসাধন ও জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আল্লাহ যেহেতু তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তিনি হাম্দের উপযুক্ত। কোর্আনের উক্তি: অতঃপর ইলাহিবিধানের নিয়মানুসারে দুর্বৃত্তগণের মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল এবং সর্ব্ববিধ উত্তম প্রশস্তি আল্লাহর জন্যই নির্দ্দিষ্ট, যিনি সমুদয়

فقطع دابرالقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العلمين –

www.ahlehadeethbd.org

বিশ্বের প্রতিপালক——আল্‌হাম্‌দোলিল্লাহে রব্বিল আলামিন! ——আল্‌আন্‌আম, ৪৫ আয়ৎ।

উল্লিখিত আয়ৎগুলির সাহায্যে প্রতিপন্ন হয় যে, একমাত্র আল্লাহ সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আকাশ পাতাল, পৃথিবী, আলোক, অন্ধকার, চেতন ও অচেতনের উদ্ভাবক, নির্ম্মাতা, নিয়ামক ও অধীশ্বর। তিনি ইন্দ্রিয়গোচর ও অগোচর সকল বিশ্বের প্রভু ও প্রতিপালক, একমাত্র তিনি হিদায়ৎ প্রেরণকারী, পূর্ণতম হিদায়তের বিধান মহাগ্রন্থ আলকোর্‌আন অবতীর্ণকারী, দয়ার আধার ও দয়া বিতরণকারী। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাবান সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত। সর্ব্বত্রই তাঁহার রাজত্ব, জয় ও গৌরব, যাহারা তাঁহার বিধান লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার রাজ্যে বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্য সৃষ্টি করিয়া চলিতে চায়, তাহাদিগকে ইহ-জগতেই তিনি কঠোর দণ্ড প্রদান করেন এবং অন্যের বিনামন্ত্রণায় ও সাহায্যে শুধু একক ভাবে বিশ্বচরা-চরে যদৃচ্ছভাবে তাঁহার শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়া থাকেন। সুতরাং সর্ব্ববিধ এবং সমুদয় উত্তম প্রশস্তির একমাত্র অধিকারী আল্লাহ!

হাম্‌দ কীর্ত্তনকারী কাহারা?

কৃতজ্ঞতার (শোক্‌র) বিপরীত আচরণ কোর্‌আনে "কুফ্‌র" নামে অভিহিত হইয়াছে। মানব-সমাজের প্রতি আল্লাহর নির্দ্দেশ— তোমরা আমার কৃতজ্ঞ হও واشكروالى ولاتكفرو ن – এবং কুফ্‌র করিওনা, —আল্‌বাকারাহ্‌, ১৫২ আয়ৎ। ভাষাবিদ্‌গণের উক্তির সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কৃতজ্ঞতার বাচনিক স্বীকৃতিকেই হাম্‌দ বলে। সুতরাং যাহারা বিশ্বাসপরায়ণ,—অকৃতজ্ঞ বা কাফের নয়, অনিবার্য্যভাবে যেরূপ তাহাদের মানসলোক প্রভু জগতস্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ রহিবে, বাচনিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে তেমনি তাহাদের রসনা প্রভুর প্রশস্তি ও জয়গানে সর্ব্বদা সরস থাকিবে। সর্ব্বশক্তিমান মহাপ্রজ্ঞাশীল সদাপ্রভুর অনন্ত ও দিকদিগন্তে পরিব্যাপ্ত মহিমারাজির অনুভূতি যাহার হৃদয়কে যত অধিক সজাগ করিতে পারিয়াছে অথবা দয়াময় বিভুর অনন্ত করুণা ও অনুকম্পার বোধ যাহার অন্তরে যত গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছে, তাহার কণ্ঠ ততোধিক প্রভুর জয়গানে প্রশংসামুখর হইয়া উঠিয়াছে।

জীবজগতের মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শীর দল হইতেছেন ফেরেশ্‌তাগণ, কাজেই সতত আল্লাহর "হাম্‌দ" যপ করিতে থাকা তাঁহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষের সৃষ্টির প্রাক্কালে ফেরেশ্‌তাগণ নিজেদের এই বৈশিষ্টের কথা আল্লাহর নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন :— আমরাই نحن نسبح بحمدك ونقدس لك – তো হে প্রভো,— আপনার "হাম্‌দ" দ্বারা আপনার মহিমান্বিত নাম সর্ব্বদা যপ করিতেছি, এবং সর্ব্বদা আপনার গৌরব ঘোষণা করিতেছি,— আল্‌বাকারাহ, ৩০ আয়ৎ। ইমাম মুছলিম আবু-যরের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ ফেরেশ্‌তাগণের জন্য নিম্নবর্ণিত তছ্‌বিহ ما اصطفاه الله لملائكته او لعباده سبحان الله وبحمده – নির্ব্বাচিত করিয়াছেন : "ছুব্‌হানাল্লাহ ওয়া বেহাম্‌দেহি"—আল্লাহ মহিমান্বিত এবং তাঁহারই সর্ব্ববিধ উত্তম প্রশস্তি (হাম্‌দ)। *

মহা প্রলয়ে আল্লাহর গৌরব ও মহিমা যখন পূর্ণভাবে প্রকট হইয়া উঠিবে, তখনো ফেরেশ্‌তাগণের কণ্ঠ আল্লাহর বন্দনাগীতিতে মুখরিত থাকিবে। আল্লাহ বলেন, হে وترى الملائكة حافين من رছুল (দঃ), আপনি حول العرش يسبحون بحمد সে দিবস দেখিতে ربهم وقضى بينهم بالحق পাইবেন যে ফেরেশ- وقيل الحمد لله رب العالمين তাগণ আর্‌শ্‌কে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টিত করিয়া রাখি-য়াছেন এবং তাঁহাদের প্রভুর "হাম্‌দ" যপ করিতেছেন এবং সে দিবস তাঁহাদের মধ্যে সত্যিকার বিচার নিষ্পত্তি করা হইবে আর কথিত হইবে ——আল্‌-হাম্‌দো লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন! সকল প্রকার উত্তম প্রশস্তি সমুদয় বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট, ——আয্‌যুমর, শেষ আয়ৎ।

অদৃশ্যমান জগতের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি ফেরেশ্‌তাগণ এবং মনুষ্যলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নবী ও রছুলগণ।

* ছহিহ্‌ মুছ্‌লিম (২) ৩৫১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

তাই নবীগণের রসনাও ন্যামতের কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর 'হাম্দে' সরস থাকিত। বর্ত্তমান মানবের প্রথম পুরুষ নুহ্ আলায়হিছ্ছালাম বিদ্রোহীদলের দণ্ডরূপী মহাপ্লাবনের সময়ে নৌকায় সঠিকভাবে উপবেশন করার পর বলিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, —আল্হাম্দো লিল্লাহ! الحمد لله الذى نجانا সর্ব্ববিধ উত্তম প্রশস্তি আল্লাহর من القوم الظالمين জন্য, যিনি আমাদিগকে অত্যাচারী জাতির কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, ——আল্মো'মেনুন, ২৮ আয়ৎ। বিপন্মুক্তির যে ন্যামত, তাহা লাভকরার কৃতজ্ঞতায় নুহ আলায়হিছ্ছালাম আল্লাহর "হাম্দ" কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সুপুত্র আল্লাহর অন্যতম ন্যামৎ। প্রাচ্যের নবী ও রছুলগণের পিতা ইব্রাহিম আলায়হিছ্ছালাম বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর যখন উক্ত ন্যামতের অধিকারী হইলেন, তখন বলিয়া উঠিলেন,—আল-হাম্দোলিল্লাহ! সর্ব্ব- الحمد لله الذى وهب لى বিধ প্রশস্তি আল্লাহর على الكبر اسمعيل واسحق, জন্য, যিনি বার্দ্ধক্যে ان ربى لسميع الدعاء — ইছ্মাঈল ও ইছ্হাক —দুই পুত্ররত্ন আমাকে দান করিলেন। নিশ্চয়— আমার প্রভু প্রার্থনা শ্রবণকারী. ——ইব্রাহিম, ৩৯ আয়ৎ।

ইছ্রাঈলীগণের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদ্বয় দাউদ ও ছুলা-য়মান আলায়হিমাছ্ছালামকে আল্লাহ জ্ঞান ও রাজত্বের ন্যামতে ভূষিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা উভয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে উচ্চারণ করিয়াছিলেন—আল্-হাম্দোলিল্লাহ! সমু- وقالا : الحمد لله الذى দয় উত্তম প্রশস্তি আল্লা- فضلنا على كثير من হর জন্য, যিনি তাঁহার عباده المؤ منين — বহু বিশ্বাসপরায়ণ বান্দাগণের উপর আমাদিগকে শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছেন —আন্নমল, ১৫ আয়ৎ।

হেদায়ৎ বা সঠিকপথের সন্ধানলাভ আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ন্যামৎ। মানুষের ব্যক্তিগত ও দল-গত স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সঠিক ও সরলপথের সন্ধানলাভ করা দুঃসাধ্য, পুনশ্চ সকল বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া সঠিক পথের যাত্রী হইয়া লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়া ততোধিক দুরূহ ও বিপজ্জনক, সুতরাং পথের সন্ধান-লাভ এবং উক্ত পথের জয়যাত্রা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হেদায়তের উপর নির্ভর করে। তাঁহার ইঙ্গিত ও সাহচর্য্য ব্যতীত জ্ঞান গবেষণা ও কল্পনাবিলাসের সহায়তায় উক্ত হেদায়ৎ কাহারো পক্ষে অর্জ্জন করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। তাই হেদায়তের ন্যামতে সমৃদ্ধ হইয়া যাঁহারা বেহেশ্তের বাগিচা লাভ করি-বেন, তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে নিসৃত হইবে,—আল-হাম্দো লিল্লাহ! সকল الحمد لله الذى هدانا উত্তম প্রশস্তি আল্লাহর لهذا وماكنا لنهتدى لولان জন্য, যিনি আমা- هدانا الله দিগকে হেদায়তের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন এবং আল্লাহ যদি আমাদিগকে সঠিক পথের নির্দ্দেশ এবং উক্ত পথে চলিবার জন্য সাহায্য না করিতেন তাহাহইলে আমরা কিছুতেই হেদায়তের সন্ধান লাভ করিতে পারিতাম না.—আলআ'রাফ, ৪৩আয়ৎ।

মানবজীবনের চরমকাম্য বস্তু হইতেছে—আল্লাহর নৈকট্য, সন্দর্শন ও সন্তুষ্টি লাভ করা; বেহেশ্-তের শ্রেষ্ঠতম ন্যামৎ হইবে উহাই, অন্যান্য সুখ-সম্ভোগের ন্যামৎগুলি আনুসঙ্গিক মাত্র। কোর্আনের স্পষ্ট নির্দ্দেশমত আল্লাহর و رضوان من الله اكبر — সন্তুষ্টিলাভ বেহেশ্তের শ্রেষ্ঠতম ন্যামৎ—আত্তওবা, ৭২ আয়ৎ। বেহেশ্তের প্রধান দ্বাররক্ষী (Gate keeper) কে এই জন্যই "রিয্ওয়ান" নামে আখ্যাত করা হই-য়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আল্লাহর সন্তুষ্টিকে যাহারা সম্বল করিতে পারে নাই, জান্নাতের তোরণ তাহাদের জন্য কদাচ উদ্ঘাটিত হইবে না। যাঁহারা "রিয্ওয়ানে"র সাহচর্য্যে বেহেশ্তের অধিকারী হই-বেন, তাঁহাদের ধ্বনি (Slogan) হইবে "ছুব্হানাকা আল্লা-হুম্মা" "হে আমাদের دعواهم فيها سبحانك প্রভু, আপনি মহিমা- اللهم وتحيتهم فيها سلام, ন্বিত"! তাঁহাদের অভি- وأخر دعواهم ان الحمد বাদন হইবে—ছালাম! لله رب العلمين — আর তাঁহাদের শেষ-

www.ahlehadeethbd.org

ভাষণ হইবে—আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে রব্বিল আলামিন, সকল উত্তম প্রশস্তি আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমুদয় বিশ্বের প্রতিপালক! ——ইউনছ, ১০ আয়ৎ।

নাহি ভয়

আবুল হাশেম

নাহি ভয়, নাহি ভয়;
ওরে মুসলিম, মুজাহিদ তুমি,
তুমি মৃত্যুঞ্জয়।
শুধু নমরুদ আ'দ ও সমুদ
তাবা হ'ল বারবার
নীল দরিয়ায় ফেরাউন ম'ল
মুছা হ'য়ে গেল পার।

মনে নেই সেই কোরেশের করে
কত যে দিয়াছ খুন,
আল্লা ও তার রছুলের প্রেমে—
মাতোয়ালা মজ্‌নুন্?
আন্দালুসের প্রান্তর পথে
মওসুমি ফুলবাগ,
ফুল নয়, বুঝি লাল হয়ে আছে
শহীদী লহুর দাগ।

আঘাত করেছে কত চেঙ্গিস
হালাকু মারাঠা জাট,
ইংরেজ হাতে রঞ্জিত হ'ল
দিল্লীর পথঘাট;
ক্রুসেডের নামে সারা ইউরোপ
আঘাত হেনেছে কত
তবু তো তোমার হেলালী নিশান
হয় নাই অবনত!

যুগে যুগে এত রক্ত দিয়াও
ইসলাম মরে নাই
হাজার কণ্ঠে আজো দিকে দিকে
তক্‌বীর শুনি তাই।

ওরে মুসলিম, ইসলামী জোশে
দাঁড়া দেখি একবার;
ফিরে নিয়ে আয় হায়দরী বাহু
খালেদের তলোয়ার,
হাম্‌জার তেজ ওমরের ত্যাগ
তারিকের হিম্মৎ
কত সঙ্কটে কত বার তব,
রাখিয়াছে ইজ্জৎ।
আজ কেন সংশয়?
আল্লার বাণী ভুলে গেলে নাকি
তাই সঙ্কোচ ভয়?

মনে নাই কি গো, আল্লা যে দিন
পাঠাল বিজয় তব
দীনি মিল্লতে দাখেল হইল
আফ্‌ওয়াজ নব নব?
শুধু উঠে দাঁড়া আল্লার নামে
সাড়া দিয়ে একবার
এক হাতে লয়ে কালামুল্লাহ
আর হাতে তলোয়ার

www.ahlehadeethbd.org

মুখে তওহিদ, অন্তর তলে
আক্বুল মুয়াখাত
পদতলে যত পর্ব্বত গিরি
হয়ে যাক ধূলিসাৎ।
কিসের ভাবনা ভাই ?
দুনিয়ার বুকে মুছে যাবে বলে
ইসলাম জানে নাই।

ইসলাম কভু চাহেনি পীড়ন
চাহেনি ফসাদ রণ।
ইসলাম যে গো পীড়িত ধরায়
শান্তির প্রস্রবণ।
জিম্মির চির আশ্রয়-স্থল
জালিমের সন্ত্রাস,
বন্ধুর চির বান্ধব, আর
নিঃস্বের আশ্বাস।
ধরণীর ধূলি মাটি
সিঞ্চিত প্রেম পীযুষে যাহার
স্বর্গের চেয়ে খাঁটি।

এই শান্তির স্বর্গে যাহারা
ফসাদ করিতে চায়,
দুর্গতি আনে দুর্ম্মতি যত
কল্পিত বাহানায়,
তাহাদের তরে নাহিক মমতা,
বিষ-লতা অঙ্কুর,
মোনাফেক সব, সমাজের ব্যাধি,
পদাঘাতে কর দূর।

জাগ মুসলিম, তক্বীর দিয়া
উচ্চৈস্বরে ডাকো,
কে কোথায় আছ ধর্ম্মের নামে
মানবতা নামে জাগো।
শুনিতেছ নাকি ক্ষিপ্ত অরির
উদ্ধত চীৎকার ?
আক্রোস ভরে দুয়ারে আঘাৎ
হানিছে বারংবার ?
হায়দরী হাঁকে অতি সমুচিৎ
উত্তর দাও তার
"অনেক ক্রুসেড দেখেছি, না হয়
দেখিব আর একবার"।

পাকিস্তানের শিক্ষানীতি
বনাম
প্রচলিত পাঠ্য পুস্তক।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি, এ-বি, টি।

পাকিস্তান অর্জ্জনের মাত্র সাড়েতিন মাস পর ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর করাচীতে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাবিদ্‌দের লইয়া প্রথম যে নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উহাতে মরহুম কায়েদে আ'যম তাঁহার প্রেরিত অভিনন্দন বাণীতে বলেন,

There is no doubt that the future of our state will and must greatly depend upon the type of education we give to our children & the way in which we bring them up as future citizens of Pakistan............

"We must earnestly tackle this question and bring our educational policy and programme on the lines suited to the genius of our people, consonant with our history and culture and having regard to

www.ahlehadeethbd.org

the modern conditions and vast developments that have taken place all over the world."

"At the same time we have to build up the character of our future generation. We should try, by sound education to instil into them the highest sense of honour, integrity, responsibility & selfless service to the nation." *

অর্থাৎ এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে আমরা আমাদের সন্তানদিগকে যে ধরণের শিক্ষা প্রদান করিব এবং যেভাবে তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ নাগরিক রূপে গড়িয়া তুলিব তাহারই উপর আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রধানতঃ ও নিশ্চিত রূপে নির্ভর করিবে।".....

"আমাদিগকে ঐকান্তিকতার সহিত এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে এবং শিক্ষার এমন নীতি ও কার্য্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে যাহা আমাদের জাতির প্রতিভাশক্তির বিকাশ সাধনের উপযোগী এবং আমাদের তারিখ ও তামাদ্দুনের সহিত সুসমঞ্জস হয়। অবশ্য এতদ্সহ আধুনিক অবস্থা এবং সারা জগৎ ব্যাপী বিপুল উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কথাও বিবেচনা করিতে হইবে।".....

"সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরবর্ত্তী বংশধরদের চরিত্রও গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। সুষ্ঠু শিক্ষার সাহায্যে তাহাদের অন্তরে মর্যাদাবোধ ও সঙ্ঘবদ্ধতার ভাব এবং দায়িত্বশীলতা ও জাতির প্রতি আত্মত্যাগী সেবাপরায়ণতার মহত্তম অনুভূতি জাগ্রত করার জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে।"

ইহার বৎসরাধিক কাল পর (১৯৪৯ খৃঃ, ৭ই ফেব্রুয়ারী) পেশাওয়ারে অনুষ্ঠিত শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের দ্বিতীয় অধিবেশনে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফযলুর রহমান তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় ঘোষণা করেন—

"স্পষ্টতই অধুনা প্রচলিত সিলেবাস ও কারিকুলামের আমূল পরিবর্ত্তন সাধনই আমাদের সম্মুখে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কাজ এবং ইহা সম্পন্ন না করা পর্য্যন্ত শিক্ষা পুনর্গঠনের সমস্ত ব্যাপারই অর্থহীন মিথ্যা বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হইয়া থাকিবে।"

"আমরা আশা করি যে পাশ্চাত্য প্রাধান্যের যে রেশ আমাদের প্রচলিত পাঠ্য পুস্তক সমূহের বিশেষত্বে পরিণত হইয়া আছে যত শীঘ্র সম্ভব তাহা উৎখাত করিব, এবং বিজাতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার পরিবর্ত্তে আমাদের নিজস্ব তামাদ্দুনি আদর্শ এবং ভবিষ্যৎ উচ্চাকাঙ্খার পটভূমিকায় শিক্ষা প্রদান করিব। *

পূর্ব্বপাক সরকারের শিক্ষা বিভাগের তদানিন্তন ডিরেক্টর ডাঃ কুদ্রতে খোদা ঐ একই অধিবেশনে 'A plan for the re-organisation of Education in East Pakistan' প্রস্তাবনার উপক্রমণিকায় বলেন,

"আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির পুনর্গঠন এখন এমন ভাবে করা প্রয়োজন যেন আমাদের (পুনর্গঠিত) ভবিষ্যৎ শিক্ষা বালকবালিকাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক সর্ব্বদিকের সঠিক উন্নয়ন সাধন করিতে পারে এবং তাহাদিগকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্য, ন্যায়-পরায়ণতা ও সহিষ্ণুতার ইছ্লামি আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া নাগরিকত্বের আসল শিক্ষা প্রদানে সক্ষম হয়।".....

প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ও ইতিহাস পুস্তক সম্বন্ধে ডক্টর ছাহেব বলেন, বালক বালিকাদের মাতৃভাষার মান এইরূপ হইবে যাহাতে তাহারা উক্ত ভাষায় লিখিত যে কোন বিষয় বুঝিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে।..... ঐতিহাসিক জীবনী গুলি এমন আদর্শের প্রতীক হইবে যাহা ছাত্রদের জীবনকে নবছাঁচে পুনর্গঠিত করিতে সহায়তা করিবে এবং তাহারা অতীতের সেই গৌরবমণ্ডিত দিবসগুলির পরিচয় জানিতে পারিবে যাহার উপর এক নূতন ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে হইবে।" †

পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে নেতা ও শিক্ষাবিদ্গণ নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করি-

* Proceedings of the Pakistan Educational conference, Page. 5.

* Proceedings of the 2nd meeting of the Pakistan Advisory Board of Education—Page 8,

† Do Do Page 48 & 49.

www.ahlehadeethbd.org

য়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা সমবেত ভাবে ভবিষ্যৎ শিক্ষার আদর্শগত ভিত্তি সম্বন্ধে পাকিস্তান শিক্ষা-সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাশ করেন :—

"Resolved that the educational system in Pakistan should be inspired by Islamic Ideology emphasising among many of its characteristics those of Universal brotherhood, tolerance, & Justice.

(শিক্ষা সম্মেলনের) "সিদ্ধান্ত এই যে, পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা ইছ্লামি আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে এবং উহার বহুবিধ বিশেষত্ব সমূহের উপর এবং তন্মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতার উপর বিশেষ জোর প্রদান করিতে হইবে।" *

শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে জনমত সংগ্রহ ও নির্দ্ধারণের জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তান শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটীর পক্ষ হইতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট যে প্রশ্নাবলী প্রেরিত হইয়াছে তাহার ২ (ক) ধারায় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে,

"আপনি কি এই অভিমত অনুমোদন করেন যে, শিক্ষার প্রতিস্তরের কারিকুলাম এমন বিবেচনার সহিত প্রস্তুত করিতে হইবে যেন উহা সেই নির্দ্দিষ্ট সময় বিভাগের ভিতর শিশুর সমন্বিত উন্নতি বিধানে সহায়ক হয়, এবং অন্যান্য বিষয়সহ সাম্য ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি ইছ্লামীয় সদ্‌গুণরাজির উপর বিশেষ জোর প্রদান পূর্ব্বক পাকিস্তানের আদর্শকে পাঠ্য তালিকায় প্রতিফলিত করা হয়?" †

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই প্রশ্নের উত্তরে কি বলিয়াছেন তাহা আমাদের জানিবার সুযোগ এখনও ঘটিয়া উঠে নাই— কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে পাকিস্তানের চিন্তাশীল ও শুভাকাঙ্খীব্যক্তিগণ এবং উহার জাগ্রত জনবৃন্দ সরকারের ন্যায় শুধু ইছলামের সাম্য, সহনশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাছাই-করা বিশেষত্ব সমূহের উপরেই অহেতুক গুরুত্ব প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে চাহেন না। তাঁহারা দেখিতে চান ইছলামের সামগ্রিক রূপ ও অখণ্ড বিশেষত্ব তাঁহাদের সন্তানদের পাঠ্য-তালিকায় প্রতিফলিত হউক, এবং ইছলামের বিরাট ঐতিহ্য ও কৃষ্টি এবং সুমহান শিক্ষা ও সভ্যতার গৌরব-পরিচয় পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে ছাত্রগণের অন্তর-লোকে পুরিস্ফুট হইয়া উঠুক। কারণ তাঁহারা জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে ছাত্রগণই জাতির আশাভরসা, আগামী দিবসের রাষ্ট্রের শাসক ও পরিচালক এবং ইছলামের শক্তি-সবল ও রণদুর্ম্মদ সেনানী। সুতরাং যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং যে গুরুদায়িত্ব তাহাদিগকে বহন করিতে হইবে তাহার উপযোগী করিয়া তোলার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত শিক্ষার সাহায্যে তাহাদের দেহকে বলিষ্ঠ, মনকে সুস্থ এবং চরিত্রকে সুদৃঢ় ও সুগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে।

যুক্তভারত তথা যুক্তবঙ্গে হিন্দু মুছলিম মিলনাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রধানতঃ হিন্দু নির্ব্বাচক ও সঙ্কলকগণের একদেশদর্শিতা ও অনুদার মানসিকতার কল্যাণে যে ধরণের পাঠ্য-পুস্তক আমাদের সাধারণ বিদ্যালয় সমূহের জন্য রচিত ও নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছিল তাহার ভিতর ইছলামি আদর্শের কোন বালাই ছিল এমন অপবাদ ইছলামের নিকৃষ্টতম শত্রুও দিতে পারিবে না। ইহা সর্ব্বজ্ঞাত পুরাতন কথা যে উক্ত পাঠ্যতালিকার ভিতর দিয়া প্রকাশ্যে, অলক্ষ্যে এবং সুকৌশলে যে ভাবধারা ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হইত তাহার ফলে ছাত্রগণের মানস-লোক ইছলাম সম্বন্ধে অজ্ঞানতার কুহেলিকা ও সন্দেহের ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত।

খোদার অনন্ত রহ্‌মতে পাকিস্তান অর্জ্জিত হওয়ায় অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আমাদের হস্তে আসিয়াছে। এখন আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ধূম্রজাল ও কুহেলিকার সর্ব্বশেষ চিহ্ন অপসারিত করিয়া উহার অবাঞ্ছিত প্রভাব হইতে আমাদের কচি

* Proceedings of the Pakistan Educational conference Page 44.

† Questionaire on Reconstruction of Education in East Bengal page 2.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছেলেমেয়েদের রক্ষা করা এবং ইছলামি আদর্শের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃত জ্ঞানগর্ভ শিক্ষার আলোক তাহাদের অন্তরলোকে বিচ্ছুরিত করা।

আমাদের রাষ্ট্রনায়ক ও শিক্ষাবিদ্‌গণ ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন এবং শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন ও পাঠ্যতালিকার আমূল সংশোধনের উপর সকলেই জোর দিয়াছেন, কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে আমাদের সদিচ্ছা এবং একান্ত বাঞ্ছিত এই আশু কর্ত্তব্য— পাকিস্তান অর্জ্জনের আজ প্রায় ৩ বৎসরের মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে কতদূর কী ভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে? প্রচলিত পাঠ্য-পুস্তক সমূহের বিচারবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে আমাদিগকে শুধু দুঃখিত নহে, রীতিমত স্তম্ভিত হইতে হইবে। আমরা নিম্নে আদর্শের সহিত বাস্তব অবস্থার পার্থক্যের যৎসামান্য নমুনা তর্জুমানের পাঠক পাঠিকাদের খেদমতে উপহার দিব।

আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষাগার বলিতে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় সমূহকেই বুঝায়। হাই-স্কুলের পঠ্যমান বিষয়াদির মধ্যে মাতৃভাষার শিক্ষাই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ভাষার মধ্যামই আদর্শের প্রতিকূল বা অনুকূল ভাবধারা বিস্তারের প্রশস্ততম পথ। এই জন্য আমরা হাইস্কুলের বাংলা পাঠ্যপুস্তক গুলিই বিচারের জন্য বাছিয়া লইলাম। এইগুলিকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে হইবে। প্রথম, তৃতীয় শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় নবম ও দশম অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীদ্বয়। প্রথমোক্ত ৬ শ্রেণীর জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর কতিপয় সঙ্কলিত পুস্তক অনুমোদন (approve) করিয়া দেন; স্কুল কর্তৃপক্ষগণ অনুমোদিত পুস্তক হইতে পছন্দমত বাছিয়া আপন স্কুলের পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিয়া লন। কিন্তু শেষোক্ত দুই শ্রেণীর সমস্ত পাঠ্যপুস্তক মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্দ্দিষ্টভাবে নির্ব্বাচিত করিয়া দেওয়া হয় এবং তন্মধ্যে বাংলা-পুস্তক বোর্ডের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সঙ্কলিত করা হয়।

নিম্ন ৬ শ্রেণীর বহু সংখ্যক অনুমোদিত পুস্তকের মধ্যে আমরা স্থানীয় একটি অনুমোদিত—(affiliated) স্কুলের পঠ্যমান পুস্তকগুলি নমুনা স্বরূপ আলোচনার জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া লইলাম।

পুস্তকগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রথম বক্তব্য এই যে উহার কোনটিই পাকিস্তান অর্জ্জনের পর লিখিত বা অনুমোদিত হয় নাই। যুক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক কোনটি ১০ বৎসর আর কোনটি বা ৫ বৎসর পূর্ব্বে অনুমোদিত হইয়াছিল। আলোচ্য প্রায় সবগুলি পুস্তকের সঙ্কলক হিন্দু, মাত্র একটীর সঙ্কলক যুক্তভাবে একজন হিন্দু ও একজন মুছলমান এবং সবগুলিই কলিকাতায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এহেন পুস্তক হইতে পাকিস্তানের ছাত্রবৃন্দ কোন্ ধরণের আদর্শের অনুসন্ধান এবং কিরূপ অনুপ্রেরণা লাভ করিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা নিম্নে বইগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং মোটামুটি ভাবে অবাঞ্ছিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য-পুস্তকের নাম—"সাহিত্য বীথি"—প্রথম ভাগ। এই পুস্তকে শিশু ছাত্রদের সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির দিকেই অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। আদর্শ ও প্রেরণামূলক ৪টি প্রবন্ধের মধ্যে মাত্র একটী—(হজরত ওমর) মুছলমান ছাত্রদের উপযোগী। অপরগুলির ভিতর আছে বিদ্যাসাগরের শ্রম মর্য্যাদাবোধ, রাণী অহল্যা বাঈয়ের বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার উদাহরণ এবং জনৈক মুছলমান জমিদার অপেক্ষা এক হিন্দু মহাজনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার প্রয়াস। ১৯টি কবিতার ভিতর ১৬টিই হিন্দু কবির লেখা। আধুনিক কোন বিখ্যাত মুছলমান কবির স্থান এই পুস্তকে হয় নাই। যে ৩টি মুছলমান লিখিত কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা একান্তই মামুলি রচনা। উহাতে মুছলমান শিশুছাত্রের উৎসাহবোধের বা প্রেরণা প্রাপ্তির কিছুই নাই।

৪র্থ শ্রেণীর সরল পাঠে গদ্যাংশের ১৩টি প্রবন্ধের মধ্যে ৬টি সাধারণ জ্ঞাতব্যবিষয়ক। অন্যান্য প্রবন্ধসমূহে যথাক্রমে "বিদ্যাসাগরের দয়া" "ভরতের

www.ahlehadeethbd.org

ত্যাগের আদর্শ", হিন্দুবীর "কুমুদনাথের বীরত্ব" মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও ডেভিড হেয়ারের মহানুভবতার কথা প্রভৃতি প্রচার করা হইয়াছে কিন্তু সহস্র সহস্র সুমহান মুছলিম জীবনকাহিনীর মধ্যে নেহায়েৎ নাম্‌কে ওয়াস্তে এক আলী ইবনে আব্বাসের প্রত্যুপকার ও সম্রাট্ নাসীরুদ্দীন-পত্নীর হাত পোড়ার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পদ্যাংশের দশটি কবিতার মধ্যে ভুল করিয়াও কোন মুছলমান কবির কবিতা উদ্ধৃত করা হয় নাই। অথচ যোগীন্দ্রনাথ বসু, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নবকৃষ্ণ ভট্টচার্য্য, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, রজনীকান্ত সেন, প্রিয়ম্বদা দেবী, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ন্যায় অখ্যাতনামা অথবা তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দু কবির একান্ত মামুলী কবিতাসমূহ উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকের শোভাবর্দ্ধন করা হইয়াছে।

পঞ্চম শ্রেণীর "বাংলা পাঠমালা"য় জীবনকাহিনী মূলক ৬টি প্রবন্ধে যথাক্রমে 'বিবেকানন্দের বাল্যকাল' 'সীতারাম রায়ের বীরত্ব কাহিনী', প্রাগ মুছলমান যুগের পারশ্য সম্রাট 'নওশেরোয়ার বুদ্ধি ও বদান্যতা,' গৌতম ও মণিকুণ্ডলীর গল্পকথা এবং উইলিয়ম কেরী সাহেবের কর্ম্ম-জীবন বর্ণিত হইয়াছে, আর শেষে সঙ্কলকের নিতান্ত মেহেরবাণীতে মুছলমান পরিব্রাজক আলবেরুণী এক কোণে ঠাঁই পাইয়াছেন। সাধারণ প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'যবদ্বীপ' উল্লেখযোগ্য। উহাতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে তথায় হিন্দুদের উপনিবেশ স্থাপন, হিন্দুধর্ম্ম প্রচার, দেবদেবীর মূর্ত্তি-স্থাপন, হিন্দু আচার অনুষ্ঠানসমূহের প্রবর্ত্তন এবং অদ্যাবধি হিন্দু সভ্যতার গভীর ছাপের কথা জোরগলায় প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে মুছলমানদের প্রবেশ ও ইছলামি প্রভাবের কথা অত্যন্ত উপেক্ষার সুরে ও লঘুভাবে উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলা হইয়াছে,—

"ধর্ম্মে মুছলমান হইয়াও ইহারা নিজেদের জাতীয় সভ্যতা ও রাজনীতি পরিত্যাগ করে নাই। ইহারা নামাজ কল্লে, মুসলমানের পবিত্র নগরী মক্কাতে হজ্ব বা তীর্থ করিতে যায় আবার রামায়ণ মহাভারতের গল্প লইয়া যাত্রাগণও করে।"

পদ্যাংশের ১৩টি কবিতার মধ্যে ১২টিই হিন্দু কবির লেখা। বাকী মাত্র ১টি গোলাম মোস্তফার 'খেয়াল' কবিতা।

ষষ্ঠ শ্রেণীর "সরল সাহিত্যের" জীবন-কাহিনীর মধ্যে হাতেম তাইয়ের মহানুভবতা, বালক নেল্‌সনের সাহসিকতা, বুদ্ধদেবের জীবনবাণী,—কাশিম বাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর দান-মহিমা এবং রামদুলাল সরকারের ব্যবসায়বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত মুছলমান জীবন-চরিত ও তাহাদের কর্ম্মধারার নমুনা স্বরূপ পেশ করা হইয়াছে তৈমুর লঙ্গের ভারত আক্রমণ এবং দিল্লীতে তাঁহার সৈনিকবৃন্দ কর্ত্তৃক নৃশংস হত্যাকাহিনীর বর্ণনা। অবশ্য সঙ্কলক অবশেষে মেহেরবানী পূর্ব্বক তাঁহার পুস্তকে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিয়া উদারতার পরিচয় দানের চেষ্টাও করিয়াছেন।—কিন্তু "সিপাহী বিদ্রোহ" প্রবন্ধে গ্রন্থকার বৃটীশ রাজভক্তির যে পরিচয় দান করিয়াছেন তাহা এযুগে শুধু বিরল নয় একান্তই অচল।

উক্ত পুস্তকে 'স্তোত্র' কবিতাদ্বারা পদ্যাংশ শুরু করা হইয়াছে এবং প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে :—

"জয় ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান,
জয় জয় ভবপতি।"

আর মাঝে আছে তৌহিদ-পরিপন্থী শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদী শিক্ষা :—

"আকাশ সাগর; গহন শিখর
দৃষ্টি করি আমি যাহে
হেন জ্ঞান হয়, ওহে দয়াময়
বিরাজিত তুমি তাহে।"

এই পুস্তকের ১২টি কবিতার মধ্যে ১০টিই হিন্দু কবির কবিতা। বাকী দুইটির মধ্যে একটি কবি গোলাম মোস্তফার 'অপরূপ প্রতিশোধ' অন্যটি সৈয়দ এমদাদ আলীর 'সেকেন্দ্রা'। প্রথমটিতে—আক্কাস কর্ত্তৃক রছুলুল্লাহ (দঃ) এর দেহের উপর প্রতিশোধ লওয়ার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে আর দ্বিতীয়টিতে আকবরের গুণগরিমা এবং তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুছলিম বিনাশনকীর্ত্তির মহিমা গীত হইয়াছে।

সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ 'মঞ্জুলেখা'র সঙ্কলক দুইজন; তন্মধ্যে একজন মুছলমান। সম্ভবতঃ এই জন্যই এই পুস্তকটিতে মুছলমান লেখক ও কবিদের কিছু স্থান হইয়াছে। কিন্তু সঙ্কলিত প্রবন্ধ কিম্বা কবিতা হইতে মুছলমান ছাত্রগণ যদি কোন ইছলামি আদর্শের অনুসন্ধান বা প্রেরণা লাভের চেষ্টা করে তবে তাহাদিগকে নিরাশই হইতে হইবে। পক্ষান্তরে ইছলামের অস্তিত্ব বিনাশী এবং পাকিস্তান আদর্শের বিপরীতমুখী কথা মুছলমান কবির লেখার ভিতরেই শুনিতে পাওয়া যাইবে। আকবর ভারত ভূমিতে হিন্দু-মুছলমানের কল্পিত মিলন-ক্ষেত্র প্রস্তুত-উদ্দেশ্যে সত্য সনাতন ও শাশ্বত ইছলামের সমাধি রচনা পূর্ব্বক তাহারই ধ্বংস স্তূপের উপর 'ইলাহি ধর্ম্ম' স্থাপনের যে অপপ্রয়াস করিয়াছিলেন তাহাই অভিনন্দিত করিয়া আমাদের মুছলমান কবি গাহিয়া উঠিয়াছেন :—

"তোমার হৃদয়-ভরি জেগেছিল কি মহাস্বপন
এক ধর্ম্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, একনিষ্ঠ মন,
বেঁধে দিবে তুমি।
সমাজ আচারভেদ, জাতিভেদ ভুলে যাবে সবে
রহিবে স্মরণ
এক মহাদেশে বাস, চিরদিন একসাথে হ'বে
জীবন মরণ।"

পৃথক দুই জাতিত্বের মতবাদ স্বীকৃত এবং সার্ব্বভৌম দুই আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ কী এবং কোন্ সুরের রাগিণী কোমলমতি ছাত্রদের কর্ণরন্ধ্রে ঢুকাইবার দুঃস্বপ্ন? এখানেই শেষ নয়, কবি নূতন করিয়া সেই সর্ব্বনাশা, অবাস্তব ও অবাঞ্ছিত মিলনমন্ত্রের সার্থক রূপায়ন আকুলভাবে কামনা করিয়া বলিতেছেন :—

"হে মহৎ তব বাণী, নিখিল ভারতভরি আজি
জাগুক আবার
উঠুক মিলনমন্ত্র, সাম্যবাদে কম্বুকণ্ঠে বাজি
টুটিয়া আঁধার।"

এখন এই ধরণের কবিতা পাকিস্তানী ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা শুধু পাকিস্তানের—বিঘোষিত শিক্ষানীতিরই পরিপন্থী নহে, রাষ্ট্রের মূল আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের পরিচায়ক।

অষ্টম শ্রেণীর 'সঞ্চয়নের' গদ্য ও পদ্য মোট ৪০টি রচনার মধ্যে মাত্র ৬টী অর্থাৎ শতকরা ১৫টি মুছলমান লেখকদের লেখা। এই ৬টি রচনা স্থান-দিয়া সঙ্কলকদ্বয় মুছলমানদের প্রতি যে কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও তাঁহারা ভূমিকায় গ্রন্থের স্থূল বিশেষত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া ঢাকঢোল পিটাইয়া জানাইতেছেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যের বিখ্যাত মুছলমান সাহিত্যিকদের রচনা..... ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" সঙ্কলকদের বিবেচনায় সমগ্র বাঙ্গালা-দেশের মধ্যে গদ্য রচনায় মাত্র মোজাম্মেল হক ও মীর মোশার্‌রফ হুছেনই সাহিত্যিক পদবাচ্যের উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছেন। ইহাদের একজনের 'ফেরদৌস ও শাহনামা'য় আপত্তিকর কিছু না থাকিলেও শিক্ষনীয় বিশেষ কিছুই নাই, অন্য জনের "হুসেনের অন্তিম দৃশ্যে" এমাম হুছেনের চরিত্র-দুর্ব্বলতার যে নিদর্শন প্রদর্শিত এবং আসন্ন শাহাদৎ-মুহূর্ত্তে তাঁহার পবিত্র মুখদিয়া ইছলামের স্পষ্ট-শিক্ষার বিরোধী যে সব উক্তি বাহির করা হইয়াছে আমরা পরে ম্যাট্রিকুলেশন কোর্স আলোচনা কালে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

হিন্দুয়ানি প্রভাব বিস্তার এবং বিজাতীয় ভাব-ধারা প্রচারের জন্য যে সব প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে তন্মধ্যে রামমোহন রায়ের "বিবাদ ভঞ্জন" দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের "রামমোহন—যেমনটি তাঁহাকে দেখিয়াছি", কেশব চন্দ্রের "অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা", অক্ষয় কুমার দত্তের "প্রাণদণ্ডের প্রাক্কালে সক্রেটিস", ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "সীতার শেষ পরীক্ষা" দ্বিজেন্দ্র লালের "সেকান্দর শাহের পরাভব", স্বামী বিবেকানন্দের "আমেরিকার চিঠি" এবং বনফুলের "বিদ্যাসাগর" উল্লেখযোগ্য। সাধারণ বিষয়গুলির মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "লাইব্রেরী"তে গ্রীস, রোম, প্রাচীন মিসর এবং বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক

www.ahlehadeethbd.org

লাইব্রেরী সমূহের সবিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে কিন্তু মুছলমানদের স্থাপিত বাগ্দাদ, গ্রাণাডা, কর্ডোভা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিশ্রুত লাইব্রেরী সমূহের উল্লেখ করা লেখক কোন প্রয়োজন বোধ করেন নাই—কিন্তু অন্যদিকে ভারতবর্ষের বিজয়ী মুছলিম সৈন্য কর্তৃক বৌদ্ধদের স্থাপিত বড় বড় লাইব্রেরী ধ্বংসের কথা প্রচার করিতে তিনি কসুর করেন নাই। 'রাবেয়ার প্রার্থনা' ও 'বাল্যে হজরত মোহাম্মদ' শীর্ষক যে দুইটি মুছলিম বিষয়ক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার প্রথমটি লিখিয়াছেন চারু বন্দোপাধ্যায়, অপরটি রামপ্রাণ গুপ্ত।

পদ্যাংশের ১৯টি কবিতার মধ্যে ৬টিই হিন্দু-পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কিম্বা হিন্দু ভাবধারা প্রচার উদ্দেশ্যে লিখিত। নিম্নলিখিত কবিতার নাম দৃষ্টেই তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে; মাইকেলের—"প্রমীলা" শ্রী কালীদাস রায়ের "বৃন্দাবন অন্ধকার" 'কালকেতুর "ফুল্লরার বারমাসি", ভারতচন্দ্র রায়ের "প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ", গিরিশচন্দ্র ঘোষের "সঙ্ঘমিত্রার সিংহল যাত্রা" আর দীনবন্ধু মিত্রের "মোগল রাজলক্ষ্মী"। অবশিষ্ট কবিতাগুলির ভিতরেও ইছলামি ভাবধারা বা মুছলিম গৌরব-কাহিনীর নামগন্ধ নাই।

আমরা একটি স্কুলের ৬টী শ্রেণীর পাঠ্য-তালিকাভুক্ত বাংলা সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করিলাম— পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ হাইস্কুলের পাঠ্যপুস্তকের হাল-হকিকৎ ইহা অপেক্ষা বিশেষ উৎকৃষ্ট নহে। অথচ মুছলমানরাই বর্ত্তমানে প্রায় সমস্ত হাইস্কুলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র। তাই দুঃখ ও বেদনায় মনে এই প্রশ্নই বার বার জাগ্রত হয় আমাদের ইছলামি রাষ্ট্রের আজাদ পরিবেশে ভবিষ্যৎ আশা ভরসার মূর্ত্ত-প্রতীক এই আজাদ-দেল ও প্রাণসজীব ছাত্রবৃন্দ আর কতকাল এই ধরণের পাঠ্য-পুস্তক হইতে দুর্ব্বল-মানসিকতা ও আত্ম অচেতনশীলতার পাঠ গ্রহণ করিতে থাকিবে?

কিন্তু আমরা জানি আমাদের সরকারের নিকট এই অবাঞ্ছিত পাঠ্য তালিকার কৈফিয়ৎ মওজুদ রহিয়াছে, তাঁহারা বলিবেন যুক্ত বঙ্গে শিক্ষা পরিচালনা ও পুস্তকচয়নে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত থাকায় পাঠ্যপুস্তকে আমাদের এহেন আদর্শ-বিরোধী বিষয়বস্তুর সমাবেশ সম্ভব হইয়াছিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আশঙ্কার মূল শিকড় উৎপাটিত হইয়াছে; সুতরাং মাভৈঃ ভয়ের আর কোন কারণ নাই,— শীঘ্রই আমাদের আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পাকিস্তানী ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচিত হইবে।

আমরা সরকারের এই সম্ভাবিত অভয়বাণীতে শুধু আশ্বস্ত নয় উৎসাহিত হইয়া উঠিতাম কিন্তু পাকিস্তান হাছেলের পর পাকিস্তানের আদর্শকে চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া সম্পূর্ণ আজাদ পরিবেশে পূর্ব্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের তত্ত্বাবধানে মুছলমান সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্গণ কর্তৃক ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীদ্বয়ের জন্য যে বাংলা "সাহিত্য পরিচিতি" সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা আমাদের সমস্ত উৎসাহ দমিত এবং আশাভরসা নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

الاسئلة والاجوبة
জিজ্ঞাসা ও উত্তর

'তারাবীহ'র নমায ও জামাআৎ।

সূচনা।

বর্ত্তমান ধর্ম্মীয় অরাজকতার যুগে কোর্‌আন ও ছুন্নতের বিদ্যা অনাথ হইয়া পড়ায় পরবর্ত্তীর দল পূর্ব্ববর্ত্তীগণের বিরুদ্ধে অসংযতবাক্ হইয়া পড়িয়াছেন। শরিআতের ইল্‌মের কোন ধার না ধারিয়াই অনেকে মুজ্‌তাহিদ সাজিয়াছেন। হয্‌রত রছুলে করিমের (দঃ) ছাত্র ও সহচরগণের উপরও কোন কোন নিরক্ষর মুজ্‌তাহিদ কটাক্ষ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরূহ মছ্‌আলাসমূহের তো কথাই নাই, উল্লিখিত শ্রেণীর অধিকাংশ বিদ্যারথী কোর্‌আন ও ছুন্নতে ওগুলির অস্তিত্বই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই! কোন কোন মূর্খের বাড়াবাড়ি এরূপ চরমে উঠিয়াছে যে, তাহারা রাফেযীদের মত রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাহাবাগণের উপর 'বিদ্‌আতে'র অভিযোগ আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। সর্ব্বসম্মত মছ্‌আলাসমূহের বিরুদ্ধালোচনা করিয়া 'নুতন কিছু কর' নীতি অনুসারে তাঁহারা অজ্ঞসমাজে নাম কিনিবার এবং জামাআতে বিক্ষোভ ছড়াইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। যাঁহারা সত্যিকার উলামা, শিক্ষিত ও উপযুক্ত, তাঁহাদের পক্ষে এই অরাজকতার বিরুদ্ধে উত্থান করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

অশিক্ষিত মুজ্‌তাহিদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোন কোন ব্যক্তি উম্মতে-মুছ্‌লিমার মধ্যে গোড়াগুড়ি হইতে প্রচলিত 'তারাবীহ'র নমায ও জামাআৎ সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণা আরম্ভ করিয়া দেওয়ায় অনেকে আমাদিগকে উক্ত মছ্‌আলার বিস্তৃত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। রামাযানের পবিত্র মাস আসন্ন, 'তারাবীহ' রামাযানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, 'তর্জুমানুল হাদিছে'র পৃষ্ঠা জিজ্ঞাসা ও উত্তরের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক বিক্ষোভের প্রতিকার এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা কল্পে বক্ষ্যমান নিবন্ধ বিরচিত হইল।

والله ولى السداد، وهوالهادى الى سبيل الرشاد

১। হাদিছগ্রন্থে 'তারাবীহ'র উল্লেখ।

তারাবীহ-বিরোধীরা নাকি হাদিছ গ্রন্থে 'তারাবীহ' শব্দটাই খুঁজিয়া পান নাই, তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করার জন্য আমরা হাদিছশাস্ত্রের কয়েকখানা বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(ক) আহ্‌লেহাদিছগণের একচ্ছত্র সম্রাট ইমাম বুখারী (১৯৪—২৫৬) আপন ছহিহ্‌ গ্রন্থে কিতাবুছ্‌ছওমের অব্যবহিত পর অধ্যায় রচনা করিয়াছেন :

كتاب : صلوة التراويح

'তারাবীহ'র নমাযের কিতাব। (ছহিহ্‌ বুখারী, প্রথম খণ্ড, ২২৪পৃঃ)

(খ) ইমাম মুছ্‌লিমের (২০৪—২৬১) ছহিহ্‌ গ্রন্থে অধ্যায় রচিত হইয়াছে :

باب : الترغيب فى قيام رمضان وهوالتراويح

রামাযানের কিয়াম, যাহার নাম তারাবীহ্‌, তাহার নিমিত্ত উৎসাহিত করার অধ্যায়। (ছহিহ্‌ মুছ্‌লিম, প্রথম খণ্ড, ২৫৯পৃঃ।)

(গ) ইমাম মোহাম্মদ বিন নছ্‌র মরুওয়াযী (২০২—২৯৪) আপন গ্রন্থ কিয়ামুল্‌লাইলে অধ্যায় রচনা করিয়াছেন :

باب : الاصغاء لقراءة الامام فى التراويح

তারাবীহর জামাআতের ইমাম যখন কিরাআতে রত থাকেন, তখন মৌনাবলম্বন করার অধ্যায়। (কিয়ামুল্‌লাইল, ৯৮পৃঃ।)

(ঘ) ইমাম বয়হকি (৩৮৪—৪৫৮) স্বীয়

www.ahlehadeethbd.org

আছ্‌ছুনানুল কোব্‌রা নামক হাদিছশাস্ত্রের সুবৃহৎ গ্রন্থে অধ্যায় রচনা করিয়াছেন :

باب : من زعم ان صلوة التراويح بالجماعة افضل

'তারাবীহ'র নমায জামাআতের সহিত সম্পন্ন করাকে যাঁহারা অধিকতর শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের প্রমাণাবলীর অধ্যায়। (ছুনানুলকোব্‌রা. ২য় খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা।)

(ঙ) ইমাম মজ্‌দুদ্দীন ইব্‌নে তায়মিয়াহ্ (৫৯০—৬৫৩) স্বীয় মুন্‌তাকাল আখ্‌বার নামক হাদিছ গ্রন্থে এবং ইমাম শওকানী (১১৭২—১২৫৫) উহার ব্যাখ্যা নয়লুলআওতারে অধ্যায় রচনা করিয়াছেন :

باب : صلوة التراويح

'তারাবীহর নমাযের অধ্যায়। (মুন্‌তাকা, ৭৮ পৃঃ; নয়লুল আওতার, ৩য় খণ্ড, ৪২পৃঃ।)

২। কিয়ামে রামাযানের তাৎপর্য্য :—

হাদিছ গ্রন্থে নৈশ নমাযের জন্য 'কিয়ামুল্লাইলে'র অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট থাকা সত্বেও কিয়ামে রামাযান বা 'রামাযানের নৈশ নমায' শীর্ষক অধ্যায় পৃথক ভাবে রচিত হইয়াছে। সুতরাং সাধারণ 'কিয়ামুল্লাইল' (তাহাজ্জদ) ও 'কিয়ামে রামাযানে'র (তারাবীহ্) পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

যে সকল হাদিছে 'কিয়ামে রামাযান' অর্থাৎ বিশেষভাবে রামাযানের নফ্‌লী নৈশ নমাযের জন্য আদেশ ও উৎসাহ প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাত্র দুইটী হাদিছ উদ্ধৃত করিতেছি :—

(ক) ইমাম মালেক, ইমাম আহ্‌মদ, বুখারী, মুছ্‌লিম্. আবুদাউদ, তিরমিযি, নাছায়ী, ইব্‌নেমাজাহ, মরওয়াযী ও বায়হকী প্রভৃতি আবুহোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) রামাযানের নৈশ নমাযের জন্য আদেশ (মালেক ও আবুদাউদের কথিত মত—উৎসাহিত) করিতেন এবং বলিতেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر (وعند مالك وابى داؤد وغيرهما : يرغب) بقيام رمضان من غير ان يأمر فيه بعزيمة'

وكان يقول : من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه—

যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সহিত ছওয়াবের প্রত্যাশায় রামাযানের রাত্রিতে দণ্ডায়মান হইবে, তাহার অতীত পাপরাশি ক্ষমা করা হইবে। *

(খ) ইমাম আহ্‌মদ, মরওয়াযী, নছায়ী ও ইব্‌নেমাজাহ প্রভৃতি আবদুর্‌রহমান বিনে আওফের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :

ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه' فمن صامه وقامه احتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته امه—

আল্লাহ রামাযানের রোযা ফর্‌য করিয়াছেন এবং আমি রামাযানের কিয়াম (তারাবীহ) কে ছুন্নৎ করিতেছি। যেব্যক্তি ছওয়াবের আশায় রামাযানে রোযা রাখিবে এবং রাত্রিযোগে কিয়াম করিবে, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার দিবসের মত সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। †

বুখারী, মুছ্‌লিম, মরওয়াযী, বায়হকী, মজ্‌দুদ্দীন ইব্‌নে তায়মিয়াহ এবং শওকানি প্রভৃতি আহ্‌লেহাদিছ ইমামগণের উক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, 'কিয়ামে-রামাযান' কেই 'তারাবীহ' বলা হয়। ইমাম নববী বলেন যে. 'তারাবীহ'র নমায দ্বারা কিয়ামে রামাযানের উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

ان قيام رمضان يحصل بصلوة التراويح

কির্‌মানি বলেন, আলেমগণ এবিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, হাদিছে উল্লিখিত

اتفقوا على ان المراد بقيام رمضان صلوة التراويح

---

* মুছনদে আহমদ (ফত্‌হুর রব্বানি) ৫ম খণ্ড, ৩ পৃঃ; মোওয়াত্তা, (১) ১৩০ পৃঃ; বুখারী, (১) ২৩৪ পৃঃ; মুছ্‌লিম, (১) ২৫৯ পৃঃ; আবুদাউদ, (১) ৫২০ পৃঃ; তিরমিযি (২) ৭৬ পৃঃ; নাছায়ী, ২৬৭ পৃঃ; কিয়ামুল্লাইল, ৮৮ পৃঃ; ছুনানুল কোব্‌রা (২) ৪৯২ পৃঃ।

† মুছনদ. (৫) ৪ পৃঃ; কিয়ামুল্লাইল, ৮৮ পৃঃ; মুন্‌তাকা, ৭৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

কিয়ামে-রামাযানের তাৎপর্য্য তারাবীহর নমায। *

মোটকথা কিয়ামে রামাযান ও 'তারাবীহ' একই অনুষ্ঠানের পৃথক পৃথক নামমাত্র এবং উহার ফযিলৎ, ইছ্‌তিহ্‌বাব ও তাকিদ সম্বন্ধে আহ্‌লেছুন্নৎ-গণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। ইমাম নববী বলেন যে, তারাবীহ্‌ মুছ্‌তাহাব হওয়া সম্বন্ধে সকল দলের উলামা একমত হইয়াছেন। †

واتفق العلماء على استحباب صلوة التراويح

৩। কিয়ামে-রামাযানকে 'তারাবীহ' বলা হয় কেন?

ইমাম বায়হকি স্বীয় ছুননে আয়েশা উম্মুলমোমেনিনের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) রাত্রিযোগে চারি রাক্‌আৎ করিয়া নমায পড়ারপর বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন, পুনশ্চ চারি রাক্‌আৎ পড়িতেন। এই ভ বেবস্থা ধরিয়া নমায পড়িতে থাকিতেন। আয়েশা বলেন, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হইত।

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى اربع ركعات فى الليل ثم يتروح فاطال حتى رحمته

বায়হকি বলেন যে, হাদিছে উল্লিখিত (ثم يتروح) অর্থাৎ "অতঃপর তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন" বাক্য দ্বারা 'তারাবীহ'র নমাযে ইমামের বিশ্রাম গ্রহণ করা সাব্যস্ত হইতেছে। ‡

قوله : ثم يتروح فهو اصل فى تروح الامام فى صلاة التراويح

আমি বলিতে চাই, হাদিছের অন্তর্গত "ইয়াতারাউওয়াহো" (يتروح) শব্দ হইতেই তরবিহা (ترويحة) ও বহু বচনে (تراويح) তারারীহ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ হইয়াছে এবং ইমাম বায়হকির উক্তি—(تروح الامام) 'ইমামের বিশ্রামগ্রহণ' দ্বারা 'তারাবীহ'র জামাআৎ প্রমাণিত হইতেছে, কারণ—জামাআৎ ছাড়া ইমামের উল্লেখ নিরর্থক।

বায়হকি স্বীয় ছুননে যয়েদ বিনে ওয়াহাবের বাচনিক আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, উমর ফারুক (রাযিঃ) রামাযানে আমাদিগকে তারাবিহ পড়াইবার সময়ে প্রত্যেক চারি রাক্‌আতের পর এতটুকু বিশ্রাম করিতেন, যতটুকু সময়ে মছ্‌জিদে-নববী হইতে 'ছালাঅ্‌' এর পাহাড় পর্য্যন্ত গমন করা যাইত। *

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يروحنا فى رمضان يعنى بين الترويحتين قدر ما يذهب الرجل من المسجد الى سلع

উল্লিখিত হাদিছ দ্বারা স্পষ্টরূপেই জানা যাইতেছে যে, ছাহাবাদের যুগ হইতেই কিয়ামে রামাযান 'তারাবীহ' নামে কথিত হইত এবং উমর ফারুক (রাযিঃ) স্বয়ং 'তারাবীহর' জামাআতের মাঝে মাঝে ইমামৎ করিতেন।

৪। আভিধানিক আলোচনা :—

বিখ্যাত সাহিত্যিক মুতর্‌রযী তদীয় অভিধানে 'তারাবীহ' শব্দের তত্ত্বে লিখিয়াছেন : 'রাউওয়াহতো বিন্নাছ' এর অর্থ—আমি লোকদিগকে তারাবীহ পড়াইলাম। 'তারাবীহ্‌' 'তর্‌বিহা'র বহুবচন এবং ক্রিয়া বিশেষ্য 'রাহাৎ' উহার ধাতু। আবু ছঈদ বলেন, এই নমাযকে 'তারাবীহ' বলার কারণ এইযে, প্রত্যেক চারিরাক্‌আতের পর সকলেই বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। † মিছ্‌বাহ নামক অভিধান গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে : তারাবীহ 'রাহাৎ' শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন, কারণ প্রত্যেক চারি রাক্‌আৎকে 'তর্‌বিহা' বলে এবং মুছল্লিগণ চারি রাক্‌আৎ করিয়া নমায পড়ার পর বিশ্রাম করিয়া থাকেন। ‡

وروحت بالناس' صليت بهم التراويح وهى جمع ترويحة واصلها المصدر وعن ابى سعيد : سميت الترويحة لاستراحة القوم بعد كل اربع ركعات

وصلاة التراويح مشتقة من الراحة لان الترويحة اربع ركعات والمصلى يستريح بعدها

* নায়লুল আওতার (৩) ৪২ পৃঃ।

† শরহে মুছ্‌লিম (১) ২৫৯ পৃঃ।

‡ ছুননেকোব্‌রা (২) ৪৯৭ পঃ।

* ছুননে কোব্‌রা (২) ৪৯৭ পৃঃ। † মুগ্‌রব, ২২৩ পৃঃ।

‡ বলুগল আমানি (৫) ২পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আল্লামা ফিরোযাবাদী ও শাইখ তাহের পট্টনীও আপনাপন অভিধানে অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। *

'তারাবীহ'র জামাআৎ : —

এ পর্য্যন্ত যে সকল কথা বলা হইল, তদ্দারা 'তারাবীহ'র ছুন্নৎ হওয়া সন্দেহাতিত ভাবে প্রমাণিত এবং তারাবীহর শাব্দিক ও আভিধানিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর 'তারাবীহ'র জামাআতের বৈধতা এবং উহার ছুন্নৎ হওয়া সাব্যস্ত করা হইবে।

وبالله سبحانه التوفيق وبيده ازمة التحقيق —

'কিয়ামুল্লাইল' বা নৈশনমাযের বিশিষ্ট রূপ যে রামাযান মাসে কিয়ামে রামাযান বা 'তারাবীহ'র আকার গ্রহণ করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বিষদভাবে বলা হইয়াছে। নৈশ নমায বা তাহাজ্জদ গোড়াগুড়ি হইতেই মক্কায় জামাআতের সহিত পঠিত হইত। আল্লাহ স্বীয় রছুল (দঃ) কে নবুওতের সূচনাতেই আদেশ করিয়াছিলেন : يايها المزمل' قم الليل الا قليلا' نصفه اوانقص منه قليلا او زد عليه হে ওয়াহী ও রিছালতের ভার বহনকারী, সামান্য কিছু সময় ব্যতীত আপনি রাত্রিকালে নমাযের জন্য উত্থান করুন, হয় অর্দ্ধেক রাত্রি অথবা তাহা অপেক্ষা কিছু কম কিংবা অর্দ্ধরাত্রি অপেক্ষা অধিকতর সময় (নমাযে নিবিষ্ট থাকুন), ———আল্ মুয্‌যাম্‌মিল, ১—৪ আয়ৎ।

আব্দবিনে হোমায়দ, ইব্‌নেজরির ও ইব্‌নেআবি হাতেম ছঈদবিনে জোবায়রের-উক্তি উল্লিখিত আয়ৎসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, لما نزلت يايها المزمل' قم الليل الا قليلا' مكث النبى صلے الله عليه وسلم على هذه الحال عشر سنين' يقوم الليل كما امره الله وكانت طائفة من اصحابه উহা অবতীর্ণ হওয়ার পর রছুলুল্লাহ (দঃ) দশ বৎসর যাবৎ অর্থাৎ হিজ্‌রতের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আল্লাহর নির্দ্দেশ মত প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নমাযে— يقومون معه দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং হয্‌রতের (দঃ) সহচরগণের একটী দলও তাঁহার সঙ্গে দণ্ডায়মান হইতেন। * ইমাম আহ্‌মদ, মুছ্‌লিম, আবুদাউদ, নাছায়ী ও বায়হকি প্রভৃতি আয়েশা উম্মুলমোমেনিনের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, দাঁড়াইয়া থাকিতে حتى انتفخت اقدامهم থাকিতে রছুলুল্লাহর (দঃ) এবং ছাহাবাগণের পাগুলি ফুলিয়া যাইত। *

হিজ্‌রতের পর মদীনায় আসিয়াও নৈশনমাযের জামাআতের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই, আল্লাহ দয়াপরবশ হইয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং ছাহাবাগণের শ্রমের কঠোরতাকে হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেন মাত্র। মদীনার নৈশ-নমাযের জামাআৎ সম্বন্ধে আল্লাহ স্বয়ং স্বাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন : ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثى الليل و نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك — হে রছুল (দঃ) আপনার প্রভু অবশ্যই অবগত আছেন যে, আপনি প্রায় দ্বিতৃতীয়াংশ রাত্রি এবং উহার অর্দ্ধেক এবং উহার একতৃতীয়াংশ নৈশ নমাযের জন্য দণ্ডায়মান থাকেন এবং আপনার সহচরগণের একটী দলও আপনার সঙ্গে দাঁড়ান, —আল্‌মুয্‌যাম্‌মিল : ২০ আয়ৎ। ইমাম শওকানি বলেন, اى وتقوم ذلك القدر معك طائفة من اصحابك যে পরিমাণ সময় রছুলুল্লাহ (দঃ) নমাযে অতিবাহিত করিতেন, ততটা সময় ছাহাবাগণের একটী দলও রছুলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। †

উক্ত আয়ৎসমূহের সাহায্যে দুইটী বিষয় প্রমাণিত হইল। প্রথম, নৈশ-নমায বা তাহাজ্জদ রছুলুল্লাহ (দঃ) জামাআতের সঙ্গেও পড়িতেন। দ্বিতীয়, রছুলুল্লাহ (দঃ) কখন কখন রাত্রির দ্বিতৃতীয়াংশ হইতে অর্থাৎ দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বেও নৈশ-নমায আরম্ভ করিতেন। তারাবীহর নমায

* কামুছ (১) ২২৪ পৃঃ ; মজ্‌মাউল-বিহার (২) ৪৩ পৃঃ।

* দুর্‌রে মন্‌ছুর (৬) ২৭ পৃঃ।

† ফত্‌হুল কদির (৫) ৩১২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

নৈশ নমাযেরই একটী বিশিষ্ট প্রকরণ, সুতরাং নৈশ-নমাযের জামাআৎ নিষিদ্ধ হইবার অকাট্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কোর্‌আনের উল্লিখিত সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ অস্বীকার করা চরম মূর্খতার পরিচায়ক মাত্র।

৬। ছাহাবাগণ রামাযানে 'তারাবীহ'র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাআৎ কায়েম করিতেন।

নৈশনমাযের জামাআৎ কায়েম করার কোর্‌আনি-দলিল দেখার পরও যাঁহারা রামাযানের তারাবীহর জামাআৎ কায়েম করার স্বতন্ত্র প্রমাণ পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবগতির জন্য অতঃপর কতকগুলি বিশুদ্ধ (ছহিহ্‌) ও সুন্দর (হাছান) হাদিছ উল্লিখিত হইবে।

(ক) আবু হোরায়রা (রাযিঃ) এর রেওয়ায়ৎ :

আবু দাউদ, বায়হকী ও মর্‌ওয়াযী প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) রামাযানের রাত্রিতে তাঁহার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন— মছ্‌জিদের এক প্রান্তে কতকগুলি লোক নমায পড়িতেছেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইহারা কি করিতেছে? উত্তর দেওয়া হইল—লোক-গুলি কোর্‌আনের হাফেয নন এবং হাফেযে-কোর্‌আন উবাইবিনে—কাআব নমায পড়িতেছেন, তাই তাঁহারাও তাঁহার পিছনে জামাআৎ করিতেছেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন তাহারা ঠিক করিতেছে এবং সুন্দর কাজ করিতেছে। *

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الناس فى رمضان يصلون فى ناحية المسجد، فقال : ما هؤلاء ؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وابى بن كعب يصلى وهم يصلون بصلوته، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اصابوا ونعم ما صنعوا —

আবু দাউদ উল্লিখিত হাদিছের অন্যতম রেওয়ায়ৎকারী মুছলিম বিনে খালিদকে দুর্ব্বল বলিয়াছেন কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বলতার কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই, পক্ষান্তরে ইব্‌নে আদি তাঁহার হাদিছকে গ্রহণযোগ্য বলিয়াছেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'আশাকরি তাঁহার মধ্যে দোষ নাই।' ছাজি বলেন, মছলিম সত্যপরায়ণ। ইয়াহ্‌য়া বিনে মুঈন বলেন, মুছ্‌লিম বিশ্বস্ত এবং তাঁহার হাদিছ গ্রহণযোগ্য। ইব্‌নেহিব্বান মুছ্‌লিমকে বিশ্বস্তগণের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন এবং দারকুৎনি তাঁহাকে বিশ্বস্ত বলিয়াছেন। (তহ্‌যিবুৎতহ্‌যিব)।

قال ابن عدى حسن الحديث وارجو انه لابأس به وقال الساجى صدوق وقال يحى بن معين : كان مسلم ثقة صالح الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات وقال الدارقطنى ثقة —

মুছ্‌লিম বিনে খালেদ ইমাম যুহ্‌রীর ছাত্র এবং ইমাম বুখারীর উছ্‌তায। আবুদাউদ তাঁহার দুর্ব্বলতার কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই, পক্ষান্তরে ইব্‌নে মুঈন, দারকুৎনী ও ইব্‌নেআদির ন্যায় রেজাল শাস্ত্রের ইমামগণ তাঁহার বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। অতএব অছুলে হাদিছের নিয়ম অনুসারে আবু দাউদের জয়্‌হে মব্‌হুম গ্রাহ্য হইবে না এবং উল্লিখিত হাদিছ অন্ততঃ হাছান বলিয়া গৃহীত হইবে।

(খ) ছাআলাবা বিনে আবি মালেকের (রাযিঃ) রেওয়ায়ৎ :—

উপরোক্ত মর্ম্মের আর একটী হাদিছ ইমাম বায়হকী ছাআলাবার (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রামাযানের এক রাত্রে রছুলুল্লাহ (দঃ) বহির্গত হইয়া কতকগুলিলোককে মছ্‌জিদের এক প্রান্তে তারাবীহর জামাআৎ করিতে দেখিলেন। হুযুর (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন,

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فى رمضان، فرأى ناساً فى ناحية المسجد يصلون، فقال ما يصنع هؤلاء ؟ قال قائل : يارسول الله هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وابى بن كعب يقرأ وهم

* ছুননে আবিদাউদ (১) ৫২২ পৃঃ; ছুননে কোব্‌রা (২) ৪৯৫ পৃঃ; কিয়ামুল্‌লাইল, ৯০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

"লোকগুলি কি কবিতেছে ?" জনৈক ব্যক্তি বলিলেন, হে আল্লাহর রছুল (দঃ), লোকগুলি কোর্‌আনের হাফেয নহেন এবং উবাই বিনে কাআব কোর্‌আনের হাফেয তাই তাঁহারা উবাইয়ের পিছনে জামাআৎ করিতেছেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহারা উত্তম কাজ করিতেছে (অথবা বলিলেন) তাহারা ঠিক করিতেছে এবং তাঁহাদের তারাবীহর জামাআৎ করাকে তিনি দোষনীয় বলিলেন না। *

معه يصلون بصلوته' قال : قد احسنوا او قد اصابوا ولم يكره ذلك لهم –

ইমাম বায়হকী উক্ত হাদিছের জন্য অধ্যায় রচনা করিয়াছেন :—

الجماعة افضل لمن لايكون حافظا للقرآن –

যাহারা কোর্‌আনের হাফেয নয়, তাহাদের পক্ষে তারাবীহ জামাআতের সহিত পড়া সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম——আফ্‌যল। *

উল্লিখিত হাদিছ দুইটীর সাহায্যে কয়েকটী বিষয় সাব্যস্ত হয়,—

প্রথম, রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশায় এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে মদীনার মছ্‌জিদে 'তারাবীহ'র জামাআৎ কায়েম হইত।

দ্বিতীয়, রছুলুল্লাহ (দঃ) 'তারাবীহ'র জামাআৎকে নিন্দনীয় বলেন নাই।

তৃতীয় রছুলুল্লাহ (দঃ) জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়াকে উত্তম কার্য্য বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

৭। তারাবীহর নারী জামাআৎ।

(গ) জবির বিনে আবদুল্লাহর (রাযিঃ) রেওয়ায়ৎ :

ইমাম আহমদ, মরুওয়াযী, আবু ইয়া'লা ও তাবারাণী প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, উবাই বিনে কাআব (আহমদের রেওয়ায়তে জনৈক ব্যক্তি) রামাযানে রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, অদ্য রাত্রিকালে আমার দ্বারা একটী কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হে উবাই, কি কাজ ঘটিয়াছে? তিনি বলিলেন, আমার বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আমাকে বলিলেন, আমরা কোর্‌আনের পাঠিকা নই. আমরা আপনার পিছনে তারাবীহ পড়িতে চাই। আমি তাঁহাদিগকে আট রাক্‌আৎ তারাবীহ আর বিত্‌র পড়াইয়াছি। রছুলুল্লাহ (দঃ) ইহা শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। উবাই বলিতেছেন, হয্‌রতের (দঃ) মৌনভাব সম্মতিসূচক ছিল। আহ্‌মদের রেওয়ায়তে আছে, উবাই বলিলেন—আমরা বুঝিতে পারিলাম রছুলুল্লাহ (দঃ) যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাতে মৌন-সম্মতি প্রদান করিলেন। হাফেয হায়ছমি এই হাদিছের ছনদকে হাছান বলিয়াছেন। *

جاء ابى بن كعب فى رمضان فقال يارسول الله كان منى الليلة شئى' قال : وما ذلك يا ابى ؟ قال : نسوة دارى قلن : انا لانقرأ القرآن فنصلى خلفك بصلاتك – فصليت بهن ثمان ركعات والوتر فسكت عنه' وكان شبه الرضا –

উল্লিখিত হাদিছের সাহায্যে তিনটী বিষয় সাব্যস্ত হয়। প্রথম, রামাযানে নারীদের জন্য পৃথক্‌ভাবে 'তারাবীহ'র জামাআৎ কায়েম করিতে রছুলুল্লাহ (দঃ) মৌন-সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, অতএব উহা তক্‌রিরী ছুন্নৎ। দ্বিতীয়, পুরুষ ইমামের পিছনে পরিবারভুক্ত নারীগণ জামাআৎ করিতে পারেন। তৃতীয়, (ক) (খ) ও (গ) হাদিছগুলি সমষ্টিগতভাবে প্রমাণিত করিতেছে যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবনকাল হইতেই উবাইবিনেকাআব পুরুষ ও নারীদের 'তারাবীহ'র জামাআতে ইমামৎ করিতেন এবং হয্‌রতের (দঃ) পরলোকপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত উহার ব্যতিক্রম—ঘটে নাই।

আরও প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত তিনটী হাদিছের মধ্যে দুইটী কওলী আর একটী তক্‌রিরী; সুতরাং রছুলুল্লাহর উক্তি (কওল) ও তক্‌রির (সম্মতি) উভয়ের সাহায্যে 'তারাবীহ'র ছুন্নৎ হওয়া প্রমাণিত হইল।

* ছুননে কোব্‌রা (২) ৪৯৫ পৃঃ।

* মুছ্‌নদে আহমদ (ফত্‌হুর রব্বানি) ৫ম খণ্ড, ১৫পৃঃ; বুলুগল আমানি, ঐ; কিয়ামুল্‌লাইল, ৯০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

৮। রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং 'তারাবীহ'র জামাআৎ কায়েম করিয়াছেন।

(ঘ) আয়েশা জননীর (রাযিঃ) রেওয়ায়ৎ :—

ইমাম আহ্মদ ও মোহাম্মদ বিনে নছর্ মর্‌ওয়াযী বিস্তৃত ভাবে এবং আবুদাউদ সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছাহাবীগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) মছ্‌জিদে রামাযানের রাত্রিতে পৃথক পৃথক দলে 'তারাবীহ' পড়িতেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি কোর্‌আনের অল্প বিস্তর হাফেয থাকিতেন তাঁহার পিছনে ন্যূনাধিক পাঁচ, ছয়জন করিয়া লোক দণ্ডায়মান হইতেন। এক রাত্রে রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে আমার গৃহ-দ্বারে চাটাই টাঙ্গাইয়া দিতে বলিলেন, আমি আদেশ পালন করিলাম। অতঃপর রছুলুল্লাহ (দঃ) ইশার নমাযের পর নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং মছ্‌জিদে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার পিছনে সমবেত হইলেন এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তারাবীহ পড়াইলেন। *

كان الناس يصلون فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان بالليل اوزاعا - يكون مع الرجل شئى من القرآن فيكون معه النفر الخمسة او الستة او اقل من ذلك او اكثر فيصلون بصلاته - فامرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك ان انصب له حصيرا على باب حجرتى ففعلت - فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى العشاء الاخرة - فاجتمع اليه من فى المسجد فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا -

ইমাম মোহাম্মদ বিনে নছ্‌র মর্‌ওয়াযী এই হাদিছ সম্পর্কে অধ্যায় রচনা করিয়াছেন :—

صلوة النبى صلى الله عليه وسلم جماعة ليلا تطوعا فى شهر رمضان

রামাযান মাসে রাত্রিকালে রছুলুল্লাহর (দঃ) নফলি নমায জামাআতের সহিত পড়ার অধ্যায়। *

ইমাম খাত্তাবী মআলিমুছ্ছুনানে উল্লিখিত হাদিছ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন এই হাদিছ দ্বারা রামাযান মাসে 'তারাবীহ'র জামাআৎ কায়েম করা সাব্যস্ত হইতেছে এবং যাহারা উহাকে নবাবিষ্কৃত কার্য্য বলিয়া থাকে, তাহাদের উক্তি বাতিল হওয়া প্রমাণিত হইতেছে। †

ففى هذا اثبات الجماعة فى قيام شهر رمضان وفيه ابطال قول من زعم انها محدثة -

আমি বলিতে চাই যে, উল্লিখিত হাদিছের সাহায্যে তিনটী বিষয় প্রতিপন্ন হইতেছে :—

প্রথম, রছুলুল্লাহর (দঃ) সহচরবৃন্দ তাঁহার জীবদ্দশায় এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে প্রত্যেক রাত্রিতে মদীনার মছ্‌জিদে জামাআতের সহিত 'তারাবীহ' পড়িতেন।

দ্বিতীয়, একই সময়ে মছ্‌জিদে ছাহাবীগণের বিভিন্ন জামাআৎ হইত। তৃতীয়, রছুলুল্লাহ (দঃ) ক্ষুদ্র জামাআৎ গুলিকে বৃহৎ জামাআতে পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বয়ং উক্ত বৃহৎ জামাআতের ইমাম হইয়া তারাবীহ পড়াইয়াছেন।

অতএব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল যে, 'তারাবীহ'র বৃহৎ জামাআতের ভিত্তি স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) স্থাপিত করিয়াছেন এবং যাহারা 'তারাবীহ'র জামাআৎকে নাজায়েয বলে তাহারা হতভাগ্য-মূর্খ ছাড়া কিছুই নয়।

(ঙ) মা আয়েশার (রাযিঃ) দ্বিতীয় রেওয়ায়ৎ :

মুছ্‌লিম জননী আয়েশা ছিদ্দিকা (রাযিঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত প্রথম রেওয়ায়ৎ দ্বারা মছ্‌জিদের বাহিরে রছুলুল্লাহর (দঃ) তারাবীহর জামাআৎ কায়েম করা সাব্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহারই বর্ণিত দ্বিতীয় রেওয়ায়তের সাহায্যে রছুলুল্লাহর (দঃ) মছ্‌জিদে নববীর ভিতর উপর্য্যুপরি 'তারাবীহ'র জামাআৎ কায়েম করা প্রমাণিত হইবে।

ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, বুখারী, মুছ্-

* মুছ্নদে আহ্মদ (৫) ১০৮ পৃঃ ; কিয়ামুল্লাইল, ৮৯ পৃঃ ; ছুননে আবিদাউদ (১) ৫২১ পৃঃ।

* কিয়ামুল্লাইল, ৮৮ পৃঃ।

† আওনুলমাবূদ (১) ৫২১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

লিম, আবুদাউদ, নাছায়ী ও বয়হাকী প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) গভীর নিশীথে তাঁহার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং মছ্‌জিদে নমায পড়িলেন, কতিপয় ছাহাবাও হুযুরের (দঃ) ইক্‌তিদা করিলেন। প্রভাতে রাত্রির ঘটনা আলোচিত হওয়ায় দ্বিতীয় রাত্রে অধিকতর জনসমাগম হইল, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের ইমামৎ করিলেন। প্রাতে আরো আলোচনা হওয়ায় তৃতীয় রাত্রে মছ্‌জিদে লোক সমাগম আরো অধিক হইল এবং রছুলুল্লাহ (দঃ)ও তাঁহার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নমায পড়িলেন আর সকলেই তাঁহার ইক্‌তিদা করিলেন। চতুর্থ রাত্রে নমাযীদের—সংখ্যাধিক্যবশতঃ—মছ্‌জিদে স্থানাভাব ঘটিল। সে রাত্রে রছুলুল্লাহ (দঃ) ফজরের—সময় পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন না। প্রভাতের পর তিনি জনসাধারণের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিলেন,— তোমাদের বিগত রাত্রির অবস্থা আমার অবিদিত ছিল না কিন্তু আমার আশঙ্কা হইল, এই নমায তোমাদের জন্য ফরয হইয়া না যায়! আর তোমরা অবশেষে উহা পালনকরিতে অক্ষমহইয়া পড়! ইমাম মালেক ও ইমাম বুখারীর রেওয়ায়তে আছে যে, ইহা রামাযানের ঘটনা। *

ان رسول الله صلے الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلے رجال بصلاته واصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلے الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته - فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر اقبل علے الناس فتشهد ثم قال : اما بعد فانه لم يخف على مكانكم ولكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها - وعند مالك والبخاري : وذلك في رمضان -

হাফেয কছ্‌তল্‌লানি ছহিহ বুখারীর ব্যাখ্যা-গ্রন্থে উক্ত হাদিছ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—উল্লিখিত হাদিছের সাহায্যে প্রতিপন্ন হয় যে, রামাযানের কিয়াম মছ্‌জিদে জামাআৎ সহকারে অধিকতর উত্তম—আফযল, কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) রামাযানের কতিপয় রাত্রে লোকদিগকে লইয়া উক্ত নমায পড়িয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার ইক্‌তিদা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি নিষেধ করেন নাই। †

استدل به على ان الافضل في قيام شهر رمضان ان يفعل في المسجد في جماعة لكونه صلے الله عليه وسلم صلے معه ناس في تلك الليالي واقرهم على ذلك -

৯। লায়লাতুল কদরের রাত্রিসমূহে তারাবীহর জামাআৎ।

(চ) নো'মান বিনুলবশিরের (রাযিঃ) রেওয়ায়ৎ :

জননী আয়েশার (রাযিঃ) হাদিছে রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক উপর্য্যুপরি তিন দিবস পর্য্যন্ত মছ্‌জিদে 'তারাবীহ'র জামাআৎ কায়েম করা প্রমাণিত হইয়াছে এক্ষণে ছাহাবী পিতার ছাহাবী পুত্র নো'মান বিনুল বশিরের প্রমুখাৎ রামাযানের শেষ দশকের বেজোড়া রাত্রিগুলিতে রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক 'তারাবীহ'র জামাআৎ পরিচালনা করা সাব্যস্ত হইবে।

ইমাম আহ্‌মদ, নাছায়ী, হাকেম ও মরওয়াযী প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যে মুআবিয়ার (রাযিঃ) রাজত্ব কালে নো'মান বিনে বশির একদা হিম্‌ছের জামে মছ্‌জিদে তাঁহার খোৎবায় বলেন, আমরা রামা-

قمنا مع رسول الله صلے الله عليه وسلم ليلة ثلاث و عشرين في شهر رمضان الى ثلث الليل الاول

* মোওয়াত্তা (১) ১০২ পৃঃ, মুছ্‌নদে আহ্‌মদ (৫) ৬ পৃঃ ; বুখারী (১) ২২৪ পৃঃ ; মুছ্‌লিম (১) ২৫৯ পৃঃ ; আবুদাউদ (১) ৫২০ পৃঃ ; নাছায়ী ২৬৮ পৃঃ ; ছুননে-কোব্‌রা (২) ৪৯৩ পৃঃ।

† ইর্‌শাদুছ্‌ছারী (৩)

www.ahlehadeethbd.org

যানের ২৩শে তারিখের রাত্রির প্রথম ভাগে রছুলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ (আমাদের ঘড়ির আনুমানিক রাত্রি সাড়ে দশটা) পর্য্যন্ত 'তারাবীহ'র নমায পড়ি। তারপর ২৫শে তারিখে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার পিছনে 'তারাবীহ' পড়ি। অতঃপর ২৭ শে তারিখের রাত্রিতে রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের ইমামৎ করেন এবং এত দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত 'তারাবীহ্' পড়িতে থাকেন যে, আমাদের ধারণা হয় আমরা আর ছিহ্‌রী খাইবার অবসর পাইবনা *

ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين الى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا ان لا ندرك الفلاح –

ইমাম হাকেম এই হাদিছকে বুখারীর শর্ত্তানুযায়ী ছহিহ্, বলিয়াছেন এবং হাফেয যহবী উহাকে হাছান সাব্যস্ত করিয়াছেন।

ইমাম হাকেম উক্ত হাদিছ প্রসঙ্গে বলেন, 'তারাবীহ'র নমায মছ্‌জিদসমূহে কায়েম করা যে পরিগৃহীত ছুন্নৎ, উল্লিখিত হাদিছ তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। †

وفيه الدليل الواضح ان صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة مسنونة –

আমার বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত হাদিছের সাহায্যে চারিটী বিষয় প্রমাণিত হইতেছে :—

প্রথম, রছুলুল্লাহ (দঃ) উপর্য্যুপরিভাবে যেরূপ 'তারাবীহ'র জামাআৎ করিয়াছেন, সেইরূপ রামাযানের শেষ দশকের বেজোড়া রাত্রি গুলিতেও—'তারাবীহ'র নমায জামাআৎ সহকারে পাঠ—করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, রছুলুল্লাহ (দঃ) 'তারাবীহ'র নমায রাত্রির প্রথম, মধ্য ও শেষ তিন ভাগেই পড়িয়াছেন।

তৃতীয়, রছুলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে 'তারাবীহ'র জামাআতে বালকগণও যোগদান করিত। নো'মান হিজ্‌রতের ১৪ মাস পর জন্মগ্রহণ করেন এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) পরলোকগমনের সময় তিনি ৮ বৎসর ৭ মাসের বালক ছিলেন।

চতুর্থ, এই হাদিছের সাহায্যে 'তারাবীহ'র জামাআৎ কায়েম করা রছুলুল্লাহর (দঃ) শেষ আচরণ রূপে প্রমাণিত হইতেছে, কারণ হাদিছে উল্লিখিত জামাআৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) মহাপ্রয়াণের অধিক পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা হইলে দুই, তিন বৎসরের শিশু নো'মানের পক্ষে 'তারাবীহ'র জামাআতে কিয়াম করা সম্ভবপর হইত না। রছুলুল্লাহর (দঃ) সর্ব্বশেষ আচরণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয় ইহাই অছুলে হাদিছের সর্ব্বজনবিদিত নীতি, অতএব 'তারাবীহ' জামাআতের সঙ্গে পড়ার বৈধতা এই হাদিছ দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল।

(ছ) আনছ বিনে মালেকের (রাযিঃ) রেওয়ায়ৎ :

ইমাম মোহাম্মদ মরুওয়াযী বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) রামাযানের ২১ শে তারিখের রাত্রে স্বীয় পরিবারবর্গ (সহচর, সহধর্ম্মিণী ও বংশধরগণ) কে একত্রিত করিয়া এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্য্যন্ত 'তারাবীহ' পড়াইতেন। পুনশ্চ ২২ শে তারিখের রাত্রিতে তাহাদিগকে সমবেত করিয়া অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত নমায পড়াইতেন। আবার ২৩ শে তারিখের রাত্রিতেও অনুরূপ ভাবে তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া দ্বিতীয়াংশ রাত্রি পর্য্যন্ত 'তারাবীহ' পড়াইতেন। ২৪শে তারিখের রাত্রিতে তাঁহাদিগকে রছুলুল্লাহ (দঃ) স্নানের জন্য আদেশ দিতেন এবং প্রভাত পর্য্যন্ত তাঁহাদিককে লইয়া 'তারাবীহ' পড়াইতেন। *

كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع اهله ليلة احدى وعشرين فيصلي بهم الى ثلث الليل ثم يجمعهم ليلة ثنتي وعشرين فيصلي بهم الى نصف الليل ثم يجمعهم ليلة ثلاث وعشرين فيصلي بهم الى ثلثي الليل، ثم يامرهم ليلة اربع وعشرين ان يغتسلوا فيصلي بهم حتى يصبح –

এই হাদিছের সাহায্যে কয়েকটী বিষয় প্রমাণিত হইল :—

* মুছ্‌নদ (৫) ১২ পৃঃ, নাছায়ী, ২৬৮ পৃঃ, কিয়াম, ৮৯ পৃঃ। † মুছ্‌তাদ্‌রক ও তল্‌খিছ (১) ৪৪০ পৃঃ।

* কিয়ামুল্‌লাইল, ৮০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

প্রথম, লোকজন, পরিবারবর্গ, পাড়া প্রতিবেশী -কে ডাকিয়া 'তারাবীহ'র জামাআৎ কায়েম করা ছুন্নৎ।

দ্বিতীয়, জোড়া ও বেজোড়া উভয়বিধ রাত্রে তারাবীহ পড়া ছুন্নৎ।

তৃতীয়, রাত্রির প্রথম, মধ্য ও শেস যে কোন ভাগে তারাবীহ পড়া ছুন্নৎ।

(ছ) আনছবিনে মালেকের (রাযিঃ) দ্বিতীয় — রেওয়ায়ৎ :—

আহ্‌মদ মুছ্‌লিম ও মর্‌ওয়াযী প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) রামাযানের রাত্রে নমায পড়িতেছিলেন, আমি আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলাম, পুনশ্চ আর একজন আসিয়া দাঁড়াইলেন, এই ভাবে লোক আসিতে থাকায় আমরা আট নয় জন মুক্‌তাদি হইয়া পড়িলাম। রছুলুল্লাহ (দঃ) জানিতে পারিয়া নমাযকে সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার হুজ্‌রায় প্রবেশ করিলেন। *

كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى رمضان فجئت فقمت الى جنبه فجاء رجل فقام حتى كنا رهطا فلما احس بنا تجوز ثم دخل رحله

এই হাদিছের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, এক বৎসর রছুলুল্লাহ (দঃ) শুধু একদিন জামাআতের সহিত আপন গৃহে তারাবীহ পড়িয়াছিলেন।

(খ) আবুযর গিফারীর (রাযিঃ) রেওয়ায়ৎ :

ইমাম আহমদ, মর্‌ওয়াযী, তির্‌মিযি, আবু-দাউদ, নাছায়ী, ইব্‌নে মাজাহ ও বায়হকী প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাহাবীগণ হযরতের সঙ্গে (দঃ) রামাযানের রোযা রাখিলাম, তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত তিনি আমাদিগকে তারাবীহ পড়াইলেন না। যখন রামাযানের সাত দিবস অবশিষ্ট রহিল, তখন ইশার পর এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি নমায পড়াইলেন পরবর্ত্তী রাত্রে আর পড়াইলেন না, পাঁচ রাত্রি যখন অবশিষ্ট রহিল তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমাদিগকে নমায পড়াইলেন। আমরা বলিলাম, হে আল্লাহর রছুল (দঃ) যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া রাত্রির অবশিষ্টাংশ তারাবীহ পড়াইতেন তাহা হইলে ভাল হইত। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি ইমামের নমায শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ইক্‌তিদা করিবে, সে সমস্ত রাত্রির উপাসনাকারী বলিয়া গণ্য হইবে। পরবর্ত্তী অর্থাৎ ২৬শে রামাযানের রাত্রে রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে তারাবীহ পড়াইলেন না। ২৭শে তারিখে রাত্রে রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার পরিবারবর্গ, স্ত্রীগণ এবং সমুদয় লোককে একত্রিত করিলেন এবং এত দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত আমাদিগকে 'তারাবীহ' পড়াইলেন যে, আমরা আশঙ্কা করিলাম আর ছিহ্‌রী খাওয়া ঘটিয়া উঠিবে না। *

صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقى سبع فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة وقام بنا الليلة التى تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل فقلنا : يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه - قال : ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته ثم لم يقم بنا السادسة وقام بنا السابعة وبعث الى اهله (عند ابى داؤد : جمع اهله ونساءه والناس) فقام بنا حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح -

ইমাম তির্‌মিযি এই হাদিছকে 'হাছান ছহিহ' বলিয়াছেন। ইমাম বয়হকী এই হাদিছের জন্য অধ্যায় রচনা করিয়াছেন :—

ان صلاة التراويح بالجماعة افضل -

'তারাবীহ'র নমায জামাআতের সহিত অধিক-

* কিয়ামুল্‌লাইল, ৮৯ পৃঃ, ; মুছ্‌নদে আহমদ (৫) ৫ পৃঃ।

* মুছ্‌নদ (৫) ১১ পৃঃ ; কিয়াম, ৮৯ পৃঃ ; তির্‌মিযি (২) ৭২ পৃঃ। আবু দাউদ (১) ৫২১ ; নাছায়ী ২৬৮ পৃঃ ; ছুনানুলকোব্‌রা (২) ৪৯৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

তর উত্তম——আফ্‌যল।

আবুযর (রাযিঃ) এর হাদিছ প্রকৃত পক্ষে (চ) দফায় উল্লিখিত নো'মান বিনুল বশির (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিছের ব্যাখ্যা মাত্র। উক্তি—(কওল) ও আচরণ (ফে'ল) উভয় দিক দিয়া এই হাদিছ জামাআৎ সহকারে 'তারাবীহ'র ছুন্নৎ হইবার অকাট্য প্রমাণ। এই হাদিছদ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাব্যস্ত হইতেছে :—

প্রথম,— রছুলুল্লাহ (দঃ) রামাযানের কয়েক রাত্রি জামাআৎ সহকারে 'তারাবীহ' পাড়িয়াছেন।

দ্বিতীয়,— স্ত্রী, পুরুষ, আপন, পর সকলকে ডাকিয়া আনিয়া 'তারাবীহ'র জামাআতে যোগ দেওয়াইয়াছেন।

তৃতীয়,— রছুলুল্লাহ (দঃ) পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন যে, "ইমামের সহিত শেষ পর্য্যন্ত তারাবীহ (বিত্‌র সহ) পড়িলে সমস্ত রাত্রির ইবাদতের ছওয়াব পাওয়া যায়।"

ان الرجل اذاقام (عند ابى داود : صلى) مع الامام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته (عند ابى داود : قيام الليلة) -

অতএব জামাআৎ সহকারে তারাবীহ পড়া রছুলুল্লাহর (দঃ) কওল হইতেও প্রতিপন্ন হইল এবং কওলি হাদিছ ফে'লী হাদিছ অপেক্ষা অগ্রগন্য। সুতরাং এই হাদিছের ব্যাপক মর্ম্ম (হুকমে আম) অনুসারে সমস্ত রামাযান জামাআতের সহিত রাত্রির প্রথম, মধ্য বা শেষ ভাগে তারাবীহ পড়ার শ্রেষ্ঠত্ব——আফ্‌যালিয়াৎ প্রমাণিত হইল। আবুযর্ গিফারী (রাযিঃ) পরিখা যুদ্ধের পর মদীনায় আগমন করেন এবং ৫ বৎসর কয়েক মাস রছুলুল্লাহর (দঃ) সাহচর্য্য লাভ করার সুযোগ প্রাপ্ত হন, সুতরাং সন্দেহাতীত ভাবে ইহাও প্রামাণিত হইতেছে যে জামাআতের সহিত তারাবীহ'র বৈধতার নির্দ্দেশ রছুলুল্লাহর (দঃ) শেষ আদেশাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

فالحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا ان هدانا الله !

(ঞ) যয়েদ বিনে ছাবিতের (রাযিঃ) রেওয়াৎ :

ইমাম আহ্‌মদ, বুখারী, মুছলিম, মরওয়াযী ও বায়হকী প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) রামাযানে স্বীয় মছ্‌জিদে চাটাইয়ের সাহায্যে একটী বড় হুজ্‌রা নির্ম্মাণ করিলেন এবং কয়েক রাত্রি ধরিয়া তথায় নমায পড়িলেন। তাঁহার সহচরগণের মধ্যেও এক দল তাঁহার ইক্‌তেদা করিতে থাকিলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবাগণের ইক্‌তিদা করা জানিতে পারিয়া স্বীয় গৃহে বসিয়া পড়িলেন। প্রভাতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ছাহাবাগণকে বলিলেন, তোমাদের আচরণ আমার অবিদিত ছিলনা, কিন্তু আমার আশঙ্কা হইল,— শেষে এই নমায তোমাদের জন্য ফরয হইয়া না যায় আর ফরয হইয়া গেলে তোমরা কিছুতেই উহা কায়েম করিতে পারিবেনা। অতএব তোমরা হে ছাহাবাগণ উহা স্বস্ব গৃহেই পড়, কারণ ফরয নমায ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় নমায আপনাপন গৃহে পড়াই উত্তম। *

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة حسبت من حصير فى رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلي بصلاته ناس من اصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج اليهم فقال : قد عرفت الذي رايت من صنيعكم، و زاد احمد : حتي خشيت ان يكتب عليكم ولو كتب عليكم ماقمتم به - فصلوا ايها الناس في بيوتكم، فان افضل الصلوة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة -

এই হাদিছটীও প্রকৃত প্রস্তাবে (ঙ) দফায় উল্লিখিত জননী আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিছের পরিপোষক মাত্র। ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম নববী বলেন :—

এই হাদিছ দ্বারা وفيه جواز النافلة فى

* মুছ্‌নদে আহ্‌মদ (৫) ১৩ পৃঃ ; বুখারী- ছালাতুল্‌ লাইল (১) ৮৮ পৃঃ ; মুছলিম (১) ২৬৬ পৃঃ ; কিয়াম্‌ ৯৫ পৃঃ ; ছুননে কোব্‌রা (২) ৪৯৪ পৃঃ ;।

www.ahlehadeethbd.org

মছ্‌জিদে নফল নমায পড়া, ফরয নমায—ব্যতীত অন্য নমাযের জামাআৎ কায়েম করা এবং যে ইমামের অনুসরণ করার নিয়ৎ পূর্ব্বে সংকল্পিত হয় নাই তাহার ইক্‌তিদা করা. বৃহত্তর ক্ষতির প্রতিরোধকল্পে সীমাবদ্ধ সৎকার্য্য হইতে বিরত থাকা এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) উম্মতের প্রতি অসীম মমতা এবং তাহাদের স্বার্থের প্রতি ঐকান্তিক মনোযোগ প্রভৃতি বিষয় সাব্যস্ত হয়। গৃহে নমায পড়া উত্তম হইবার নির্দ্দেশ জাতীয় আচাররূপে সেসকল নমায গৃহীত হইয়াছে, যথা দুই ঈদ, সূর্য্য গ্রহণের নমায, বৃষ্টিপ্রার্থনার নমায প্রভৃতি ব্যতীত অন্য সমুদয় নফ্‌লী নমাযের উপর প্রযোজ্য। সর্ব্বাপেক্ষা সঠিক কথা এই যে, 'তারাবীহ' জাতীয় আচারের অন্তর্ভুক্ত নমায, কারণ উহা মছ্‌জিদে জামাআতের সহিত পড়া মশ্‌রু। *

المسجد وجواز الجماعة في غير المكتوبة وجواز الاقتداء بمن لم ينو الامامة وترك بعض المصالح لخوف مفسدة اعظم من ذلك وفيه بيان ماكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على امته ومراعاة مصالحهم — وقوله صلى الله عليه وسلم : خير صلوة المرء في بيته الا المكتوبة عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة الا في النوافل التي هي من شعائر الاسلام وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح على الاصح فانها مشروعة في جماعة في المسجد —

উল্লিখিত হাদিছটীকে অবলম্বন করিয়া 'তারাবীহ'বিরোধীরা রামাযানে তারাবীহর জামাআৎ নিষেধ করিয়া থাকেন।

কিন্তু হাদিছের ভাষায় 'তারাবীহ' জামাআতের সহিত পড়া নিষিদ্ধ হইবার কোন ইঙ্গিত নাই, পরন্তু আমি আমার জনৈক শাইখের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, ইমাম বুখারী এই হাদিছকে নৈশ নমাযের জামাআৎ (باب صلوة الليل جماعة) নামক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু ছহিহ্‌ বুখারীর বর্ত্তমান সংস্করণগুলিতে 'জামাআৎ' শব্দটা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। এই উক্তির যৌক্তিকতার একটী প্রমাণ এই যে, জানায়েযের অধ্যায়ের কিছু পূর্ব্বেই ছহিহ্‌ বুখারীতে নৈশ নমাযের আর একটী অধ্যায় (التهجد بالليل) বিরচিত হইয়াছে। হাফেযুল ইছ্‌লাম ইব্‌নে হজ্‌র আছকালানিও উল্লিখিত অনুমানের যথার্থতা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি ইহা অনুমান করিতে পারিয়াছি—যে, এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য নৈশ-নমাযের জামাআৎ, কিন্তু—'জামাআৎ' শব্দ বাদ পড়িয়াছে। তাহাজ্জদ অধ্যায়ে নৈশ-নমাযের আদেশ ও প্রকরণের কথা আলোচিত—হইয়াছে। *

وظهر لي احتمال ان يكون المراد صلوة الليل جماعة فحذف لفظ جماعة والذي يأتي في ابواب التهجد انما هو حكم صلوة الليل وكيفيتها —

আমি বলিতে চাই—রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং—যাহা সম্পাদন করিয়াছেন, যাহার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন, এবং পরিবার প্রতিবেশী, জনসাধারণকে ডাকিয়া আনিয়া সম্পন্ন করাইয়াছেন, সেই কার্য্য রছুলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিবেন বা তজ্জন্য অসন্তুষ্ট হইবেন, অথবা তজ্জন্য তর্জন গর্জন করিবেন, এরূপ অলীক কথা একান্ত মূর্খ ছাড়া কেহ কল্পনা করিতে পারে না। রছুলুল্লাহ (দঃ) যদি 'তারাবীহ্‌' জামাআতের সহিত আজীবন পড়িতে থাকিতেন, তাহা হইলে উহার জামাআৎ উম্মতের জন্য অন্ততঃপক্ষে ওয়াজিব হইয়া পড়িত এবং উহা প্রতিপালন করা উম্মতের পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। রছুলুল্লাহ (দঃ) মুছ্‌লিম জাতির প্রতি অসীম মমতার বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত সঙ্কট হইতে—উদ্ধার করার মানসে 'তারাবীহ'র জামাআতের নিয়মানুবর্ত্তিতার দায় হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি

* শর্‌হে মুছ্‌লিম (১) ২৬৬ পৃঃ।

* ফত্‌হুলবারী (২) ১৭৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

দিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর 'তারাবীহ' ফরয বা ওয়াজিব হইবার আর সম্ভাবনা না থাকায় 'তারাবীহ'র জামাআতের বৈধতা ও ইছ্‌তিহ্‌বাব—সম্বন্ধে আজ কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। যাহারা ইহাকে নিষেধ করে তাহারা যালিম এবং যিক্‌রুল্লাহর সংহারক। 'তারাবীহ' এককভাবে পাঠ করাকে কেহ কেহ উত্তম বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের উক্তির দুর্ব্বলতা এবং ছাহাবা, তাবেয়িন, ফোকাহা ও মুহাদ্দেছিন এবং আয়েম্মায়ে-দিনের বৃহত্তম দলের অভিমত ও আচরণ স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইবে।

والله الهادى والموفق والمعين وبه نستعين وحسبنا الله ونعم الوكيل -

(তিন দিবসে লিখিত ও আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

মোহাজের

মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী

কে'টে গেল আজি দুনিয়ার মোহ,
টু'টে গেল ঘুম-ঘোর।
হঠাৎ ভাঙ্গিল আনন্দের মেলা
ছি'ড়ে গেল সব ডোর।

স্তব্ধ হৃদয়, উদাস নয়ন,
মুখে নাহি বাক, চলেনা চরণ
কম্পিত দেহ, শঙ্কিত মন
বহে শুধু আঁখি-লোর।

মন নাহি চাহে ছে'ড়ে যেতে বাটী
কত মমতার বাপের ভিটাটী
হাট, ঘাট, মাঠ কত পরিপাটি
কত আদরের মোর।

রুদ্ধ হয়েছে মছজিদ দ্বার
মীনারে আযান ধ্বনিবেনা আর
মোয়ায্‌যিন আর মুছল্লি ফেরার!
লভিল কি মৃত্যু ক্রোড়?

ভোলা' ঘেউ ঘেউ করে, নাহি খায়
সারাদিন 'মেনী' পায়েতে লুটায়
গোহালে 'রঙ্গিলা' নয়ন ঝরায়
চারিদিকে মায়া-ডোর।

সব মায়া কাটি পথের উপর
দাঁড়ানু যেথায় বাপের কবর,
তথা হ'তে দেখি সোনার খোকারে
যেখানে দিয়াছি গোর।

মোচড় খাইয়া উঠিল পরাণ
চক্ষে ডাকিল অশ্রুর বান
এলাইয়া পড়ে ক্ষীন তনু খান্
চ'লে গেল বল্ যোর।

তবু যে'তে হলো টানি নিজ দেহ
কচি কচি ছেলে আর মেয়ে সহ
অজানার দেশে নাই ঠাঁই, গেহ;
এ রাতি কি হবে ভোর!

বহুদূর আসি, গৃহিনী শুধায়—
"কে'টে গে'ছে ফাঁড়া? আর ভয় নাই?"
কোলের শিশুটী জে'গে উ'ঠে কয়
কোথা রৈল 'মেনী' মোর?

কি দিব জবাব ভাষা নাহি পাই
চারিদিকে শুধু অনিমেষে চাই
ভু'লে যাওয়া স্মৃতি মনে প'ড়ে, হায়!!
খুলে গেল হৃদি-দোর।

www.ahlehadeethbd.org

মনে প'ড়ে আজ এমনি সময়ে
এমনি রজনী অমানিশাময়ে
কোন্ মোছাফির দেশ-ত্যাগী হ'য়ে
লুকাইল 'ছওর' গুহায়

ছিদ্দিকে ক'ন 'একা মোরা নই
প্রভু আছে সাথে, নাহি কোন ভয়'
আমাদের প্রতি তিনি যে সদয়
ভাবনা ও ভয় মোদের নাই।

সম্বল-হীন মরু-পথ বাহি—
চলে দিবারাতি বিশ্রাম নাহি
একদা সহসা উদিল চন্দ্র—
মদিনার দরজায়।

হাজার শোকর, ছুন্নত তাঁর
ভাগ্যে যার জোটে, কে সমান তার?
এর বেশী কিছু নাহি চাহিবার,
এইত কাম্য, এইত চাই,

কে আছ কোথায়; আনছার ভাই!
এসো গলে মিলি এক হ'য়ে যাই
দিবেনা অন্ন?' দিবে নাক ঠাঁই?
না দিলে দাবীও নাই।

শুধু এক দাবী তোমাদের পর
"এক হয়ে যাও ত্যাজি ভয় ডর"
দুর্জ্জয় এক সেনাদল গড়
করিতে হইবে "মক্কা" জয়!

ইছ্লামে সাম্যবাদের স্বরূপ।

পাকিস্তানকে ইছ্লামি রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভবপর কিনা, আর এই প্রতিশ্রুতি যাহারা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যই বা কি, এই প্রবন্ধে তাহা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। পাকিস্তানরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সাম্য, স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা, গণতন্ত্র এবং ন্যায়বিচারের ইছ্লামি আদর্শকে ভিত্তি করিয়া গঠনতন্ত্র রচনা এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করিবেন বলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহাদের সুদৃঢ় অভিমত পুনঃপুনঃ প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সাম্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ন্যায় বিচার ইছলামের সব টুকু না হইলেও আমাদের শাসনকর্ত্তারা যদি সত্য—সত্যই তাঁহাদের শাসনতন্ত্র ও শাসন রীতিকে শুধু ঐ গুলির ইছ্লামি রূপ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন তাহাহইলেও ইহাকে পাকিস্তানিদের পরম সৌভাগ্য মনেকরিতে হইবে। কিন্তু উক্তি আর আচরণের মধ্যে তফাৎ অনেক, আর কথাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যে শব্দ উচ্চারণ করা হইতেছে, প্রসিদ্ধ প্রবচন—Look before you lip অনুসারে তাহার তাৎপর্য্য ও স্বরূপ ভাল ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। সাম্য ও স্বাধীনতার যে অর্থ আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে পরিকল্পিত এবং ওগুলির রূপায়ণ যে আকারে পরিদৃষ্ট হইয়া আসিতেছে, ইছ্লামি আদর্শবাদের সহিত তাহার পার্থক্য যথাযথ ও সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করিতে না পারিলে এবং সেই মৌলিক পার্থক্যকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রগঠন করিতে ব্রতী না হইলে ইছ্লামের নামে একটা অবাস্তব প্রচারণা ছাড়া উল্লিখিত বিশ্বজোড়া ঘোষণার কোন মূল্যই পৃথিবীতে স্বীকৃত হইবে না; পক্ষান্তরে ইউরোপ ও আমেরিকার নিরীশ্বরবাদী সাম্য ও স্বাধীনতার বিষময় আদর্শকে ইছ্লামের নামে জনগণের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার অপপ্রচেষ্টা দ্বারা ইছ্লামের সুমহান জীবনাদর্শকে ক্ষুণ্ন ও অপবিত্র করা হইবে মাত্র। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইছ্লামকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া ইউরোপীয় পদ্ধতীর লাদিনি স্টেট গঠন করার

www.ahlehadeethbd.org

কুফল অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকার অনৈছলামিক আদর্শবাদ ও রীতিকে 'ইছ্‌লামি' নামে বরণ করার পরিণাম অধিকতর ভয়াবহ ও মারাত্মক। সাম্য, স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিকতার আদর্শসমূহের মধ্য হইতে আজ আমরা কেবল ইছ্‌লামি সাম্যবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ইছ্‌লামি স্টেটের প্রত্যেক নাগরিক-ধনী ও দরিদ্র, কুলীন ও পতিত, শাসক ও শাসিত নির্ব্বিশেষে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক শ্রেণী একই আইন এবং অভিন্ন বিচার ব্যবস্থার অধীনতা পাশে আবদ্ধ। কিন্তু পৃথিবীর প্রচলিত সংবিধানে ইংলণ্ডের রাজা এবং ইউরোপ ও আমেরিকার সকল রাষ্ট্রের অধিনায়কবৃন্দ—প্রেসিডেন্ট হউন অথবা জেনারেলিসিমো (Generalissimo), তাঁহাদের স্থান সব সময়ে সাধারণ আইনের উর্দ্ধে। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকেও এই অতিমানবীয়—গৌরবের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। * বর্ত্তমান দুন্‌য়ায় এই অতিমানবীয় অধিকার প্রচলিত সাম্যের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত না হইলেও ইছ্‌লামি সাম্যবাদের আদর্শের সহিত উক্ত নীতির কোনই সামঞ্জস্য নাই। ইছ্‌লাম অন্যপরে কা কথা, স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) কেও তাহার মতবাদ বরণ করিয়া লইতে এবং তাহার আইন অনুসরণ করিয়া চলিতে বাধ্য করিয়াছে।

ঈমানিয়াৎ বা মতবাদ সম্বন্ধে আল্লাহর সাক্ষ্য যে, রছুলের (দঃ) آمن الرسول بما انزل اليه প্রতি তাঁহার প্রভুর من ربه والمؤمنون — নিকট হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তিনি এবং মুছলমানগণ তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন,——আল্‌বাকারাহ, ২৮৫ আয়ৎ।

ইছলামি আইনের আনুগত্য, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে যতটুকু অভিপ্রেত, রছুলুল্লাহর (দঃ) দায়িত্ব তাহা অপেক্ষা কঠোরতর ছিল। তাঁহাকে সাবধান করা হইয়াছে যে, হে রছুল (দঃ), যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের সংবিধানের অনুসরণ না করিবেন তাহারা ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার প্রতি কিছুতেই তুষ্ট হইবে না। আপনি তাহাদিগকে বলুন—আল্লাহর হিদায়তই যথার্থ হিদায়ৎ। এবং হে রছুল (দঃ) যে জ্ঞান আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা লাভ করার পরও যদি আপনি তাহাদের পরিকল্পনাসমূহের অনুসরণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে আপনি আল্লাহকে আপনার বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে প্রাপ্ত হইবেন না, ——আল্‌বাকারাহ, ১২০ আয়ৎ। উক্ত ছুরতের পরবর্ত্তী আয়ৎসমূহে কঠোরতর ভাষায় রছুলুল্লাহ (দঃ) কে সতর্ক করা হইয়াছে যে, কোরআনের নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করার পর মানবীয় পরিকল্পনার অনুসরণ করিতে থাকিলে আপনি যালিম——অত্যাচারীগণের পর্য্যায়ভুক্ত হইবেন,——১৪৫ আয়ৎ।

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذى جاءك من العلم، مالك من الله من ولى ولا نصير -

ولئن اتبعت اهواء هم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين

সাম্যবাদের জয়ধ্বনি করা বর্ত্তমানে একটা ফ্যাশনে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবজীবনে সাম্যের নীতিকে রূপায়িত করা তত সহজসাধ্য নয়। মানুষের মানসলোক যে বিশ্বাস ও আকিদা দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, উহার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই তাহার বাস্তব জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আদর্শবাদের প্রতি নিষ্ঠা ও সততা কাহার কতখানি, ব্যক্তিগত জীবনের আচরণ দ্বারাই তাহা পরিমাপ করা যাইতে পারে। ইছ্‌লামের সাম্যবাদ আল্লাহর সার্ব্বভৌমত্ব, মানবসমাজের অখণ্ডত্ব এবং ব্যক্তিগত আচরণের জন্য আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহির মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইছ্‌লামের ধারক ও বাহক—

* গভর্ণমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, পাকিস্তান প্রভিশনাল কন্‌ষ্টিটিউশন. সংশোধিত ও পরিগৃহীত, অর্ডার ১৯৪৭——৩০৬ ধারা।

www.ahlehadeethbd.org

রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনে সাম্যের যে নমুনা স্থাপন করিয়াছিলেন, আধুনিক নিরীশ্বরবাদী সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রচারক ও ঢক্কাবাদকদের পক্ষে তাহা কল্পনা করাও কঠিন!

আয়েশা জননী, আবুছঈদ খুদ্‌রী এবং ইমাম হাছান রাযিয়াল্লাহো আন্‌হুম প্রভৃতি রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মে রছুলুল্লাহ (দঃ) পরিবারবর্গকে সাহায্য করিতেন, কাপড় স্বয়ং পরিষ্কার করিতেন, ছাগল দোহন করিতেন, ছিন্নবস্ত্র স্বয়ং সিলাই করিতেন, নিজের পাদুকা নিজেই মেরামৎ করিতেন, নিজের পরিচর্য্যা নিজেই করিতেন, স্বয়ং উষ্ট্র বন্ধন করিতেন এবং চারা পানি দিতেন। পরিচারকদের সঙ্গে বসিয়া আহার করিতেন, পরিচারিকাদের সঙ্গে বসিয়া আটা ছানিতেন, বাযার হইতে দ্রব্যাদি নিজেই বহন করিয়া আনিতেন। আনছ বিনে মালেক (রাযিঃ) বলেন যে, মদীনার যে কোন ক্রীতদাসী রছুলুল্লাহর (দঃ) হস্তধারণ করিয়া তাহার প্রয়োজনে, যতদূর হউক না কেন, লইয়া যাইত। একদা জনৈক ব্যক্তি রছুলুল্লাহ্ (দঃ) কে দর্শন করিয়া ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়েন, হযরত (দঃ) তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, আশ্বস্ত হও, আমি রাজাগজা নই, আমি কোরায়শের এমন একজন নারীর পুত্র, যিনি শুষ্ক গোশ্‌ত ভক্ষণ করিতেন। আবুহোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) বাযার হইতে একখানা কাপড় (পাজামা) ক্রয় করিয়া ওজন করিতে আদেশ দেন এবং বলেন যে, ওজন যেন কম করিওনা; বিক্রেতা তাড়াতাড়ি রছুলুল্লাহর (দঃ) হস্ত ধারণ করিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন, রছুলুল্লাহও (দঃ) প্রীতিভরে তাহার হস্তপেষণ করিলেন এবং বলিলেন: আজামীরাই তাহাদের রাজাদের হস্ত চুম্বন করে, আমি তো রাজা নই, আমি তোমাদের জনসাধারণেরই একজন! অতঃপর কাপড়খানা—রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। আবুহোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি কাপড়খানা বহন করিয়া লইয়া যাইতে চাহিলে রছুলুল্লাহ (দঃ) অসম্মত হইলেন এবং বলিলেন, যাহার দ্রব্য,—তাহার পক্ষেই উহা বহন করা উচিত। আবু উমামা (রাযিঃ) বলেন, একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) যষ্টিতে ভরদিয়া আমাদের নিকট আগমন করিলেন, আমরা তাঁহার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইলাম: রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন: আজামীরা যেরূপ পরস্পরের জন্য সম্মানার্থে দাঁড়াইয়া থাকে তোমরা সেরূপ একজন অপরের জন্য দাঁড়াইওনা। রছুলুল্লাহ (দঃ) গর্দ্দভের পৃষ্ঠেও আরোহণ করিতেন এবং অন্য ব্যক্তি, যেকোন শ্রেণীর হউক না কেন, তাহাকেও নিজের সঙ্গে বসাইতেন। যে তাঁহার সঙ্গে পথ চলিত, বড়ছোট, দাস ও প্রভু নির্ব্বিশেষে তাহার হাতে হাত দিয়া চলিতেন। দীন দুঃখী পীড়িত হইলে তাহাকে—দেখিতে যাইতেন। দাসদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন এবং সহচরগণের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া উপবেশন করিতেন, তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র কোন স্থান থাকিতনা। কাহাকেও তাঁহার জন্য উঠিয়া স্থান ছাড়িয়া দিবার অনুমতি দিতেন না। বৈঠকের প্রান্তভাগে যেখানে স্থান পাইতেন, বসিয়া পড়িতেন। শিষ্য ও সহচরবৃন্দের দিকে কখনো পা ছড়াইয়া উপবেশন করিতেন না। আনছ বিনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, জনৈকা নারীর মাথায় কিছু দোষ ছিল, একদা সে রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আসিয়া বলিল, আপনার কাছে আমার প্রয়োজন আছে। হযরত (দঃ) তাহাকে সমাদরের সহিত বসাইলেন এবং বলিলেন, তোমার কি প্রয়োজন, নিঃসঙ্কোচে বল, তোমার কাজের জন্য মদীনার যে কোন পথে আমাকে বসিতে বলিবে, আমি তাহাতে সম্মত আছি।—একদা প্রবাসে রছুলুল্লাহর (দঃ) সহচরগণ তাঁহাদের আহার্য্য প্রস্তুত করার জন্য বিভিন্ন রূপ কার্য্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) বন হইতে জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিলেন্। আনছ বিনে মালেক (রাযিঃ) দশ বৎসর কাল রছুলুল্লাহর (দঃ) সেবা করিয়াছিলেন, তিনি বলেন যে, এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমার বহুরূপী ত্রুটী বিচ্যুতির জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) কোন দিন

www.ahlehadeethbd.org

ক্রুদ্ধ হন নাই, এমন কি একথাও কোন দিন আমাকে বলেন নাই যে "এরূপ করিলে কেন?" জনৈক ব্যক্তি স্বীয় ক্রীতদাসকে প্রহার করায় রছুলুল্লাহ (দঃ) অতিশয় দুঃখিত হন এবং বলেন যে, এই সকল ক্রীতদাসের দায়িত্বভার আল্লাহ তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, অতএব তোমরা স্বয়ং যাহা খাইবে, তাহা উহাদিগকে খাইতে দিবে এবং তোমরা স্বয়ং যাহা পরিধান করিবে, তাহাই উহাদিগকে পরিতে দিবে। মদিনার মছ্জিদ নির্ম্মাণের সময়ে রছুলুল্লাহও (দঃ) সকলের সঙ্গে মিলিতভাবে—ইষ্টক বহন করিয়াছিলেন। পরিখা যুদ্ধে সাধারণ মযদুরদের সঙ্গে রছুলল্লাহ (দঃ) স্বয়ং পরিখা খনন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহার পবিত্র পেটের উপর ধূলিমাটির স্তর জমিয়া গিয়াছিল। বদরের যুদ্ধে প্রতি তিন জনের ভাগে এক একটী উষ্ট্র পড়িয়াছিল। রছুলল্লাহও (দঃ) অপর দুই সঙ্গীর সহিত পালা করিয়া উষ্ট্রে আরোহণ করিতেন এবং মাঝে মাঝে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে যাইতেন এবং তাঁহার সঙ্গীরা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন। *

রছুলুল্লাহ (দঃ) নিজকে কোনদিন সাধারণ আইনের উর্দ্ধে বিবেচনা করিতেন না। জীবনে অন্যায়ভাবে তাঁহার দ্বারা কোন ব্যক্তির কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হয় নাই. তথাপি আইন সঙ্গত অধিকারের দিক দিয়া তাঁহার ও জনমণ্ডলীর মধ্যে যে কোন পার্থক্য নাই, তাহা সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য বহুবার তিনি সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এক বার যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী বণ্টন করার সময়ে জনৈক ব ক্তি রছুলুল্লাহর (দঃ) মুখের উপর পড়িয়া যায়, হুযুরের (দঃ) হস্তে একটী সরু ছড়ি ছিল, তাহা দ্বারা উক্ত ব্যক্তির দেহে আঁচড় লাগে রছুলুল্লাহ (দঃ) তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান—করিয়াছিলেন। মহাপ্রস্থানের কয়েক দিবস পূর্ব্বে রছুলুল্লাহ (দঃ) জনগণের মধ্যে ঘোষণা করেন যে, আমার দ্বারা কাহারো ধনপ্রাণ বা মর্য্যাদার কোনরূপ হানি ঘটিয়া থাকিলে আমার ধনপ্রাণ ও মর্য্যাদা মওজুদ রহিয়াছে. সে স্বচ্ছন্দে এই দুন্য়াতেই আমার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করুক *

কেরায়শ গোত্রের বণি মখ্যুম শাখার জনৈকনারী চুরির অপরাধে রছুলুল্লাহর (দঃ) সম্মুখে ধৃতা হইয়া আসে। ইছ্লামের সর্ব্বজনবিদিত দণ্ডবিধি অনুসারে রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহার হাত কাটিয়া দিবার আদেশ করেন। অভিজাতগণের মধ্যে এই দণ্ডাদেশের ফলে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাঁহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রিয়পাত্র উছামা বিনে যয়েদ (রাযিঃ) কে দণ্ডাদেশ শিথিল করার অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট প্রেরণ করেন। উছামার (রাযিঃ) অনুরোধ শ্রবণ করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) রুষ্ট হন এবং উছামাকে ভৎর্সনা করিয়া বলেন, তুমি আল্লাহর দণ্ডবিধির পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য অনুরোধ করিতেছ? অতঃপর—রছুলুল্লাহ (দঃ) দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা প্রদান করেন,—— হে জনমণ্ডলী, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিসমূহ এইরূপ পক্ষপাতিত্বের ফলেই— ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের অভিজাত শ্রেণীর মধ্য হইতে কেহ চুরি করিলে তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিত (কারণ গো ব্রাহ্মণ অবধ্য এবং পবিত্র); আর কোন দুর্ব্বল বা পতিত সমাজের লোক চুরি করিলে তাহার দণ্ডবিধান করিত। আল্লাহ না—করুন! যদি মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরিকরে,

اتشفع فى حد من حدود الله ؟ ثم قام، فخطب، فقال : ايها الناس، انما ضل (هلك) من كان قبلكم، انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه، واذا الضعيف (الرضيع) فيهم اقاموا عليه الحد، وايم الله، لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها — عليه وعليها السلام —

* বুখারী (হিজরৎ); মুছ্নাদে আহ্মদ (১)—৪২২ পৃঃ; শিফা (কাযী এয়ায) ১০১—১০৩ পৃঃ. কিমিয়ায়ে ছাআদৎ, ২৮০ পৃঃ; হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, ৩৮৫ পৃঃ; যুরকানি (৪) ৩০৬ পৃঃ।

* ইব্নেহিশাম ও ছুননে আবিদাউদ (৪) ৩০৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদ স্বয়ং তাহার হাত কাটিয়া দিবে। ছাল্‌লাল্‌লাহো আলায়হে ও আলায়হা ওয়া ছাল্লাম। *

সাম্যের বর্ণিত আদর্শ নবুওতের মহিমান্বিত আসনের বৈশিষ্ট্য নয়। ইছ্‌লামে জুডিশিয়াল কোর্ট (সাধারণ বিচারালয়) ও অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ কোর্ট (শাসন বিভাগীয় বিচারালয়) বলিয়া দুই শ্রেণীর বিচার ও আদালৎ স্বীকৃত হয়নাই, কিন্তু তথাকথিত গণতন্ত্র (Democracy) ও সাম্যবাদের (Equality)—জন্মভূমি ফ্রান্সে আজপর্য্যন্ত উল্লিখিত দুই শ্রেণীর বিচারালয় বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধারণ নাগরিকদের মামলা মোকদ্দমা জুডিশিয়াল কোর্টেই নিষ্পত্তি হয় কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীরা উক্ত কোর্টের নাগালের বাহিরে, শাসন বিভাগীয় বিচারালয় সমূহেরই—(Administrative Courts) কেবল তাঁহাদের অপরাধের বিচার করার অধিকার রহিয়াছে। সাম্য ও গণতন্ত্রের জয়ঢাক যে সকল রাষ্ট্রে নিয়ত বাজিতে থাকে তাহাদের শাসনতন্ত্রে (Constitution) নাগরিকমণ্ডলীর ভেদহীন সাম্য ও সমানাধিকার সম্বন্ধে শ্রুতিমধুর ও মনোজ্ঞ ভাষায় আশ্বাস ও নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় বটে, কিন্তু শাসন বিভাগীয় বিচার প্রহসনের নানারূপী ভঙ্গিমার অবতারণা করিয়া সাম্য ও সমানাধিকারের আশ্বাসবাণীকে নিছক স্তোক ও ধোকাবাজিতে পরিণত করা হইয়া থাকে। প্রতারণা ও অন্যায় আচরণের অপরাধে সাধারণ নাগরিকরা অবিলম্বে ধৃত ও কারারুদ্ধ হইতে পারে কিন্তু দিবা দ্বিপ্রহরের পুকুর চুরি, জাল জুয়াচুরি, যুলুম, বিশ্বাসঘাতকতা ও উৎকোচের যত বড় অপরাধ লাট, বেলাট, মন্ত্রী মহোদয় ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হউক না কেন, সরকারের মন্‌যুরী—(Sanction) ব্যতীত তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলাই দায়ের হইতে পারে না। আর জনমতের চাপে পড়িয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে একান্তই কিছু করা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে তাহা সচরাচর পর্দ্দার আড়ালে অথবা স্পেশাল ট্রাইবুনাল দ্বারা সমাধা করা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার ব্যাপার এই যে, দণ্ডাদেশ বলবৎ করায় অধিকার পরিণামে গভর্ণমেণ্টের সদিচ্ছার উপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে।

ইছ্‌লামে সাম্য ও গণতন্ত্রের এই ভণ্ডামি—স্বীকৃত হয় নাই। ইছ্‌লামি শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উমর ফারুক (রাযিঃ) সম্পর্কে ইছ্‌লাম-জগতের শ্রেষ্ঠ বিচারপতি কাযী আবু ইউছফ আম্‌র বিনে মযমুন ও আতার বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, হজের মওছমে উমর ফারুক (রাযিঃ) তাঁহার গভর্ণর ও কালেক্টরগণকে সমবেত করিলেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করিলেন,——

মহোদয়গণ, আল্লাহর শপথ! আমি আমার শাসনকর্ত্তাদিগকে আপনাদের শরীরে আঘাত হানিবার অথবা আপনাদের ধনসম্পদ গ্রাস করিবার জন্য আপনাদের নিকট প্রেরণ করি নাই। আপনাদিগকে আপনাদের দিন এবং আপনাদের নবীর (দঃ) ছুন্নৎ শিক্ষা দিবার জন্য আমি তাঁহাদিগকে আপনাদের নিকট পাঠাইয়াছি। তাঁহারা যদি আপনাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে জ্ঞাপন করুন। আল্লাহর—শপথ! যাহার হস্তে আমার প্রাণ আছে,———আমি অবশ্যই অত্যাচারীর নিকট হইতে প্রতিশোধ দেওয়াইব।

উমর ফারুকের (রাযিঃ) কথা শ্রবণ করিয়া মিছরবিজেতা ও উক্ত প্রদেশের গভর্ণর আম্‌র বিন্‌ল আছ (রাযিঃ) উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন: আমিরুলমোমেনিন, কোন গভর্ণর যদি তাঁহার—প্রজাকে শাসন করার জন্য শাস্তি দেন, তাহা হইলেও কি আপনি প্রতিশোধ লইতে দিবেন? যদি এরূপ অনুমতি আপনি প্রদান করেন তাহা হইলে আপনার এই রীতি শাসন কার্য্যে বড়ই অসুবিধার কারণ ঘটাইবে। ফারুক বলিলেন,—আল্লাহর শপথ! আমি গভর্ণরের নিকট হইতেও প্রতিশোধ লওয়াইব।—আমি স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) কে তাঁহার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জনমণ্ডলীকে আহ্বান করিতে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি! সাবধান! মুছলমানদিগকে

* বুখারী (৪) ১১১ পৃঃ; মুছ্‌লিম (২) ৬৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

মারপিট করিয়া অপদস্থ করিওনা!

আতার রেওয়ায়তে কথিত হইয়াছে যে, উমর-ফারুকের ঘোষণার পর জনৈকব্যক্তি অভিযোগ—করেন যে, অমুক শাসনকর্ত্তা তাহাকে একশত বেত্রাঘাত করিয়াছেন। হয্রত উমর (রাযিঃ)— তৎক্ষণাৎ উক্ত শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে একশত বেত্রাঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য অভি-যোক্তাকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু উল্লিখিত শাসন-কর্ত্তা ইব্নুল আছেব মধ্যস্থতায় দুই শত দিনারের বিনিময়ে অভিযোগকারীর সহিত আপোষ করিয়া দণ্ডের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। *

শামের গাছ্ছানিদের রাজা জাবালাবিন্নুল আয়-হম উমর ফারুকের (রাযিঃ) খেলাফতের যুগে মক্কায় আসিয়া ইছ্লাম গ্রহণকরেন। তিনি একদা এক-জন গ্রাম্য দরিদ্র ব্যক্তিকে চপেটাঘাত করিয়াছি-লেন। ইছ্লামি দণ্ডবিধি অনুসারে উক্ত দরিদ্র দেহাতির হাতের চপেটাঘাত প্রতিগ্রহণ করা ব্যতীত জাবালার গত্যন্তর ছিল না। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, রাজার পক্ষেও ইছ্লামি আইনের ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি গোপনে খেলাফতে ইছ্লামিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিলেন এবং রোমক সম্রাটের সহিত মিলিত হইলেন। হয্-রত উমর (রাযিঃ) নওমুছ্লিম রাজার মূর্তদ হওয়া স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু সাম্যের ইছ্লামি আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতে সম্মত হন নাই। †

মিছর বিজেতা আমর বিন্নুল আছের পুত্র মোহাম্মদ বিনে আম্‌র জনৈক কিব্‌তী (মিছরের আদিম অমুছলমান অধিবাসী) কে প্রহার করেন এবং প্রহার কালে অবিরত বলিতে থাকেন—"আমি বড় বাপের বেট!' কিব্‌তী আম্‌র বিন্নুল আছের নিকট অভি-যোগ করিলে তিনি জনবিক্ষোভ অথবা উমর ফারুকের আশঙ্কাকরিয়া ন্যায়বিচারের পরিবর্ত্তে তাহাকে—কারারুদ্ধ করেন; কিন্তু সে কোন প্রকারে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া সোজা মদীনায় উপস্থিত হয় এবং হযরত উমরের নিকট বিচারপ্রার্থনা করে। খলিফা কিব্‌তীকে মদীনায় কিছু দিন অবস্থানকরার জন্য অনুরোধ করেন এবং মিছরের গভর্ণর আম্‌র বিন্নুল আছ ও তদীয় পুত্রকে রাজধানীতে উপস্থিত হইবার আদেশ দেন। উভয়ে খলিফার বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে হযরত উমর (রাযিঃ) কিব্‌তীর হাতে চাবুক দিয়া বলেন,—প্রথমে এই 'বড় বাপের বেটা'র নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। কিব্‌তী গভর্ণর-পুত্র মোহাম্মদ বিনে আম্‌রকে চাবুক মারিতে মারিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্তকরিয়া ফেলে। কিব্‌তী চাবুক ফেরৎদিতে উদ্যত হইলে উমর ফারুক তাহাকে দুই চার ঘা চাবুক 'বড় বাপে'র মাথায় বসাইবার নির্দ্দেশ দেন এবং বলেন,——'পিতার বলেই পুত্র এরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হইয়াছিল'। কিন্তু কিবতী বলে, যে ব্যক্তি আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, আমি তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধ লইয়াছি। হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, 'তোমার যেরূপ অভিরুচি! কিন্তু তুমি যদি গভর্ণর সাহেবের নিকট হইতেও প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে, তাহা হইলে তুমি স্বয়ং তাঁহাকে পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত আমি তোমাকে বাধা দিতাম না'। অতঃপর ইবন্নুল আছের দিকে রোষ-কষায়িত দৃষ্টিতে তাকাইয়া উম্‌র ফারুক বলিলেন, "হে আম্‌র, তোমরা কত দিন হইতে জন-গণকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছ? তাহাদের জননীরা তো তাহাদিগকে স্বাধীন মানুষ রূপেই প্রসব করিয়াছিল!" *

ايـا عمرْ متى تـعبـدتم الناس ? وقد ولدتهم امهاتم احرارا !

সাম্যবাদের যে ইছলামি আদর্শ আমরা মিছরের শাসনকর্ত্তার পুত্রের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ করিলাম, স্বয়ং খলিফাতুল মুছ্লেমিনের পুত্রের বেলাতেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনাই। উমর ফারু-

* কিতাবুল খিরাজ, ১৩৮-১৩৯ পৃঃ; ইযালাতুলখাফা (২) ৬৪ ও ৭০ পৃঃ।

† মুয়ৈরের ক্যালিফেট, ১৩৮ পৃঃ।

* আল্‌ফারুক (মোহাম্মদ হোছাইন হায়কল) ২য় খণ্ড, ২১৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

কের (রাযিঃ) পুত্র আব্‌দুর রহমান আবুশাহ্‌মা একদা মিছরে মদ্যপানকরিয়া মাতাল হইয়া পড়েন এবং প্রকৃতিস্থ হইবার পর অত্যন্ত অনুতপ্ত অন্তঃকরণে মিছরের শাসনকর্ত্তার নিকট তাঁহাকে শারায়ী দণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য আবেদন করেন। আম্‌র-বিনুল আছ তাঁহাকে ধম্‌কাইয়া নিরস্ত রাখিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি তাঁহাকে বলেন যে, তাঁহার দণ্ডবিধান না করিলে তিনি পিতার নিকট আবেদন করিবেন এবং তাহার ফলে ইব্‌নুল আছ তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইবেন। বাধ্যহইয়া—তাঁহাকে গভর্ণরের বাড়ীর ভিতর লইয়াগিয়া—তাঁহার দণ্ডবিধান করা হয় এবং আবুশাহ্‌মা স্বয়ং গৃহকোণে বসিয়া স্বীয় মস্তক মুণ্ডিত করেন। আম্‌র-বিনুল আছ হয্‌রত উমরকে এই ঘটনার সংবাদ জ্ঞাপন করেননাই কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইছ্‌লামের খলিফার নিম্নলিখিত পত্র প্রাপ্ত হইলেন,—

বিশ্বাসপরায়ণগণের নেতা, আল্লাহর দাস উমরের নিকট হইতে আছির পুত্র আছির নামে,—

হে আছের পুত্র, তোমার দুঃসাহস ও গাদ্দারী দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। আমার মনে হইতেছে, তোমাকে তোমার পদ হইতে অপসারিত করা উচিত। তুমি তোমার বাড়ীর অভ্যন্তরে আবদুর্‌রহ্‌মানের দণ্ডবিধান করিয়াছ আর বাড়ীর ভিতরেই তাহার মাথা মুড়াইয়াছ, অথচ তুমি ভাল ভাবেই জান যে, এরূপ রেয়ায়েৎ করা নীতিবিরুদ্ধ। আবদুররহ্‌মান তোমার প্রজাদের একজন, তোমার অন্যান্য প্রজাবৃন্দের সহিত তুমি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, তাহার সঙ্গেও তোমার সেইরূপ—ব্যবহার করা উচিত ছিল, কিন্তু আমিরুল মোমেনিনের পুত্র বিবেচনা করিয়া তাহাকে তুমি বর্ণিতরূপ সুবিধা দান করিয়াছ, অথচ তুমি অবগত আছ যে, সত্য ও ন্যায়সঙ্গত ব্যাপারে আমার কাছে কাহারো কোন খাতির নাই! তোমাকে আদেশ করা হইতেছে যে, পত্র পাওয়া মাত্র আবদুর্‌রহ্‌মানকে আমার কাছে প্রেরণ করিবে, আমি তাহাকে তাহার দুষ্কার্য্যের সমুচিত প্রতিফল দিব।

আম্‌র বিনুল আছ বলেন যে, হয্‌রত উমরের আদেশ সূত্রে আমি আব্‌দুর্‌রহ্‌মানকে উষ্ট্রের শূন্য-পৃষ্ঠে মদীনায় পাঠাই এবং আমার আচরণের জন্য আমি ত্রুটী স্বীকার করি। বাস্তবিক আমি আমার মুছলমান ও যিম্মি প্রজাবৃন্দের মধ্যে বিচারব্যবস্থায় কোনদিন কোনরূপ তারতম্য করিনাই।

আবুশাহ্‌মা মদীনায় উপস্থিত হইলে হয্‌রত উমর তাঁহার শাস্তিবিধান করেন এবং কয়েদ করিয়া রাখেন। অতঃপর তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইরাকের ঐতিহাসিগণের বর্ণনানুসারে আবুশাহ্‌মা জল্লাদের হস্তেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু আহ্‌লেহাদিছগণ এই বর্ণনা—অস্বীকার করিয়াছেন। হাফেয ইব্‌নেহজ্‌র বলেন যে, হয্‌রত উমর পুনরায় তাঁহার দণ্ডবিধান করেন নাই, পিতারূপে পুত্রকে শাসন করিয়াছিলেন এবং এই ঘটনার কয়েকমাস পর আবুশাহ্‌মা পরলোক বাসী হইয়াছিলেন। *

ইছলাম সাম্যের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহাতে রাজা ও প্রজার মধ্যে বিচার ও উহার পদ্ধতীর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য স্বীকৃত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ)ও তাঁহার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য বহুবার জনসাধারণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার সত্যিকার স্থলাভিষিক্ত যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও সাম্যবাদের ইছ্‌লামি নীতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। একদা উবাই বিনে কাআব (রাযিঃ) খলিফাতুল মুছ্‌লেমিনের বিরুদ্ধে বিচারপতি যয়েদ বিনে ছাবিতের কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করেন। হয্‌রত উমর প্রতিবাদীরূপে আদালতে হাযির হন। যয়েদ (রাযিঃ) আমিরুল মোমেনিনের সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইলে হয্‌রত উমর প্রতিবাদ করেন এবং বলেন "ইহা আপনার প্রথম অবিচার"! অতঃপর বাদীর সহিত তুল্য আসনে উপবেশন করেন।

* আলফারুক উমর (হায়কল) ২য় খণ্ড, ২১৮ পৃঃ; ইছাবা (ইবনে হজর) ৫ম খণ্ড, ৭৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

উবাই বিনে কা'আবের নিকট তাঁহার দাবীর প্রমাণ ছিলনা, পক্ষান্তরে উমর ফারুক অভিযোগ অস্বীকার করিতেছিলেন। ইছ্‌লামি সাক্ষ্যআইন অনুসারে বাদী বিচারপতিকে প্রতিবাদীর নিকট হইতে হলফ লইতে বলেন। আমিরুলমোমেনিনকে হলফ না করাইবার জন্য বিচারপতি যয়েদ কর্তৃক বাদী উবাই অনুরুদ্ধ হন। এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া হয়রত উমর রুষ্ট হইয়া উঠেন এবং বিচারপতিকে সম্বোধন করিয়া বলেন— যতক্ষণ একজন সাধারণ লোক আর উমর আপনার দৃষ্টিতে সমান বিবেচিত না হইবে, ততক্ষণ আপনি বিচারকের আসনের উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। *

উমর ফারুক বছরার গভর্ণর আবুমুছা আশ্‌আরিকে লিখিয়াছিলেন : তোমার মজ্‌লিছে জন-সাধারণের সহিত সৌজন্য প্রদর্শন করিও তাহাদিগকে তোমার সম্মুখ ভাগে বসাইও যাহাতে দুর্বলগণ— তোমার ন্যায়বিচার সম্বন্ধে হতাশ না হয় আর অভিজাতরা তোমার অত্যাচারে স্পর্দ্ধা লাভ না করে।

اس الناس فی مجلسک وجاهک حتی لا ییاس ضعیف من عدلک ولا یطمع شریف فی حیفک —

শামের গভর্ণর আবু উবায়দাবিনুল জার্‌রাহকে লিখিয়াছিলেন : উভয়-পক্ষ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে বিশ্বস্ত-গণের সাক্ষ্য এবং নিশ্চিত শপথ দ্বারা বিচারে প্রবৃত্ত হইবে অতঃপর দুর্বল পক্ষকে তোমার সান্নিধ্য দান করিবে, যাহাতে তাহার রসনার জড়তা বিদূরিত এবং মন সাহসী হইয়া উঠে। আগন্তুকের যত্ন করিবে, কারণ দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত তাহাকে আটকাইয়া রাখিলে সে তাহার প্রয়োজন পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে— প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য উৎসুক হইবে। যাহার দাবী নষ্ট হইয়াছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা হইবে না এবং যে মামলার সত্যাসত্য তোমার কাছে প্রকট হইবে না, তাহা আপোষ করাইতে যত্নবান হইবে।

اذا حضرک الخصمان فعلیک بالبینات العدول والایمان القاطعة ثم ادن الضعیف حتی ینبسط لسانه ویجتری قلبه وتعهد الغریب فانه اذا طال حبسه ترک حاجته وانصرف الی اهله وان الذی ابطل لم یرفع به راسا واحرص علی الصلح مالم یستبن لک القضاء —

একবার স্বীয় বক্তৃতায় ঘোষণা করিলেন,— আমি কাহাকেও অত্যাচার করিতে দিব না, অত্যাচারীর এক গাল মাটিতে চাপিয়া ধরিব এবং ন্যায়বিচার মান্য না করা পর্য্যন্ত তাহার অন্য গালের উপর আমার পা স্থাপন করিব। *

لست ادع احدا یظلم احدا ولا یعتدی علیه حتی اضع خده الارض واضع قدمی علی الخد الاخر حتی یذعن بالحق

ইছ্‌লামে সাম্যের উল্লিখিত আদর্শ কেবল ন্যায় বিচারে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের অন্যান্য স্তরে সাম্যের স্বরূপ এবং প্রভাব বারান্তরে আলোচিত হইবে,— ইন্‌শাআল্লাহ!

* আল্‌ফারুক (শিব্‌লী) ৩৬৭ পৃঃ।

* ইযালাতুল্ খাফা (২) ৭০ ও ৭১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ادارية
সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم –

ডাক-বিভ্রাট :

"তর্জুমানুল হাদিছ" প্রকাশিত হওয়ার কিছু-দিন পর হইতে আমরা গ্রাহকগণের নিকট হইতে পত্রিকা যথাযথ ভাবে তাঁহাদের হস্তগত না হইবার অভিযোগ শুনিয়া আসিতেছিলাম। গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে অভিযোগের মাত্রা ইদানীং এরূপ ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে যে আমরা একেবারেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। প্রতিমাসে—গ্রাহকগণের রেজেস্টারীবহির সহিত মোড়কে লিখিত প্রত্যেকটী নাম ও ঠিকানা মিলাইয়া লইয়া পত্রিকা ডাকে দেওয়াহয়, অথচ অনেকেই কাগজ পাইতে-ছেন না: আবার একাধিক সংখ্যক পত্রিকার—মোড়ক হইতে দুই এক সংখ্যার কাগজ উধাও হইয়া যাইতেছে। গ্রাহকগণ যাহাতে প্রত্যেক সং-খ্যার কাগজ নিয়মিতভাবে প্রাপ্ত হন তজ্জন্য—আমাদের পক্ষ হইতে সম্ভাবিত সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা কাগজ পান নাই বলিয়া আমাদিগকে জানাইতেছেন, তাঁহাদের কাছে পুনরায় পত্রিকা প্রেরণকরা হইতেছে, এই ভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছি এবং গ্রাহক-গণও অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। বর্ত্তমান অব্য-বস্থার প্রতিকার না হইলে পত্রিকা পরিচালনা করা দুঃসাধ্য। শুধু আমাদের দোষ না ধরিয়া গ্রাহক-গণ যদি তাঁহাদের স্থানীয় পোস্টঅফিসে অনুসন্ধান করেন এবং বিভাগীয় ডাক কর্ম্মচারীগণের নিকট অভিযোগকরিতে থাকেন, তাহা হইলে অধিকতর সুফল হইবে বলিয়া আশাকরা যায়। আমরা আমা-দের স্থানীয় পোস্টঅফিসের দৃষ্টি ইতোপূর্ব্বে আকৃষ্ট করিয়াছি এক্ষণে ডাকবিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মকর্ত্তা-দিগকে আমাদের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

দিল্লী-চুক্তি :—

পূর্ব্বপাকিস্তান রিলিফ কমিশনারের বর্ণনাসূত্রে জানাযায় যে, ১৪ই মে পর্য্যন্ত মোট ৮ লক্ষ—৭৮ হাজার ৪ শত দশজন হিন্দু পূর্ব্বপাকিস্তান—ত্যাগ করিয়াছেন এবং উক্ত তারিখ পর্যান্ত তাঁহা-দের মোট ৯১ হাজার ১ শত বাইশ জন পূর্ব্বপাকি-স্তানে ফিরিয়াআসিয়াছেন। চুক্তিরপর এপ্রিলের শেষপর্য্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ৩ শত পঞ্চাশ জন বাস্তু-হারা মুছলমান পশ্চিমবাঙ্গালায় ফিরিয়াছেন এখন নাকি গড়ে ৯ শত জন করিয়া ফিরিতেছেন। ১৪ই মে পর্যান্ত পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসাম হইতে মোট ১০ লক্ষ ৩৪ হাজার ২ শত ছাপান্ন জন বাস্তুহারা মুছলমান পূর্ব্বপাকিস্তানে আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৯ই মে হইতে ১২ই মে পর্য্যন্ত ৩ হাজার ৭ শত ৪৬ জন ফিরিয়া গিয়াছেন। পাক ভারতের সরকারী কর্ম্মচারীরা উল্লিখিত হিসাবের সাহায্যে প্রমাণিত করিতে চাহিতেছেন যে, দিল্লীচুক্তি সফল ও সার্থক হইয়াছে কিন্তু শুধু বাস্তুত্যাগীদের অল্পা-ধিক প্রত্যাবর্ত্তন দ্বারা চুক্তির সাফল্য সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

চুক্তির পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী পটভূমিকা :—

আমরা দিল্লী প্যাক্টকে আগাগোড়া সমর্থন করিয়া আসিয়াছি, কারণ উভয় রাষ্ট্রের যে আসন্ন সংকটমুহূর্ত্তে এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাতে উহার গুরুত্ব অস্বীকার করা আত্মপ্রতারণার—নামান্তর মাত্র, আর যে অবস্থার মধ্যে উহা সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাতে সেসময়ে তদপেক্ষা বেশী—কিছুকরা সম্ভবপর ছিলনা। চুক্তির ফলে উভয় রাষ্ট্রে যুদ্ধধ্বনি থামিয়া গিয়াছে, উভয় রাষ্ট্রে পারস্পরিক তিক্ততার ভাবও অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বপাকিস্তানে চুক্তির পূর্ব্বেও হত্যাকাণ্ড, নারীধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের ব্যাপারগুলি ব্যাপকভাবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনুষ্ঠিত হয় নাই বটে কিন্তু হিন্দুস্তানে যাহা ঘটিতেছিল তাহার অসঙ্গত প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ক্রোধ—ও প্রতিহিংসার ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। চুক্তির পর পূর্ব্বপাকিস্তানে সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া সৌহার্দ্দ ও মিত্রতার মলয় মারুত প্রবাহিত হইতেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রীতি ও ঔদার্য্যের ঝড় শুরু হইয়াগিয়াছে। হিন্দুস্তানেও মুছলিম হত্যা ও অগ্নিকাণ্ডের যজ্ঞ বহুল পরিমাণে নিরুদ্ধ হইয়াছে। করাচীর বাণিজ্যচুক্তিদ্বারা—হিন্দুস্তানের মনোভাব পাকিস্তানের প্রতি অধিকতর প্রসন্ন করিয়াতোলার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। গম সম্পর্কিত চুক্তি এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি ভাবে ট্রেণ চলাচলের আলোচনা সফল হইলে অবস্থা যে আরো উন্নত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও চুক্তির সাফল্য ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ আজপর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে-পারিতেছিনা।

সংশয়ের হেতুবাদ :

চুক্তির বাস্তব সফলতা নির্ভর করে বাস্তহারাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা ফিরিয়া আসার উপর এবং এই বিশ্বাস সৃষ্টিকরা কেবল উভয় রাষ্ট্রের—সরকারদের সাধ্যায়ত্ত নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠদলের পরিবর্ত্তিত মনোভাব ও আচরণ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠগণের রুচির সংশোধন দ্বারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে বাস্তত্যাগী ও বাস্তহারাগণের মনে আস্থা ফিরিয়া আসিতে পারে। পূর্ব্বপাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় কেবল মুছলমানদের দুর্ব্ব্যবহার ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ—হইয়াই কি পাকিস্তান ত্যাগ করিয়াছেন ও এযাবৎ করিতেছেন? পূর্ব্বপাকিস্তানের অধিকাংশ জিলার সত্যপরায়ণ বাস্তত্যাগীগণ এরূপ অলীক অভিযোগের কথা কল্পনাও করিতে পারেন না! আমরা জানি গুরুতর অসহনীয় কারণ ব্যতীত কেহ চিরকালের পূর্ব্বপুরুষদের ভিটা চিরদিনেরমত পরিত্যাগ—করিয়া বিদেশে চলিয়া যায়না, নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়াই মানুষ জন্মভূমির মায়াকাটাইতে বাধ্য হয়। পশ্চিমবাঙ্গালা ও আসামের মুছলমানগণ এইরূপ অসহনীয় ও অসহায় অবস্থার জন্যই সর্ব্বস্ব হারাইয়া ন্যাংটা ভিক্ষুক বেশে আশ্রয়ের সন্ধানে পূর্ব্বপাকিস্তানের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বপাকিস্তানের অধিকাংশ স্থানের হিন্দুরাও কি এই একই ওজুহাতে দেশের মমতা ছিন্ন করিয়াছেন? আমরা ব্যক্তিগত ভাবে রাজসাহী, পাবনা ও দিনাজপুরের কতিপয় বাস্তত্যাগীকে তাঁহাদের জন্মভূমি ও বাপ দাদার ভিটা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কোন কোন বিশিষ্ট হিন্দুভদ্রলোক যাঁহারা স্বরাজ আন্দোলনে আমাদের কারাসহচর ছিলেন, আমাদিগকে স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন যে, পাকিস্তানে বাস করার কথা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন না। অর্থাৎ সরল কথায়—মুছলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে যাঁহারা নিজেদের চিরাচরিত আভিজাত্য ও প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারিবেন না.—গণতন্ত্র ও নিরীশ্বরবাদী রাষ্ট্রের (Seular state) একান্ত ভক্ত সেই সকল নাগরিক পাকিস্তানে বসবাস করিতে কিছুতেই সম্মত নহেন। এই শ্রেণীর বাস্তত্যাগীদিগকে ফিরাইয়া আনিতে বা থামাইয়া রাখিতে হইলে পাকিস্তানকে হিন্দুস্তান ফেডারেশনে যোগদেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

হিন্দু মহাসভা ও পত্রিকাসমূহের উস্কানি :

হিন্দুদের এই শাশ্বত মনোভাব ও রুচিবিকারকে তাঁহাদের মহাসভা ও পত্রিকাগুলি যে ভাবে নিয়ত উস্কানি প্রদান করিতেছেন. তাহার ফলে পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজের পাকিস্তান-অরুচি হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা খুব কম এবং ইহার পরিণাম চিন্তা করিয়া হিন্দুস্তান রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্থায়ী নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশাপোষণ করা যায় না। হিন্দুস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠদল দিল্লীচুক্তিকে ভারতর সরকারের তোষণ ও আত্মসমর্পণ নীতি (Policy of appeasement and surrender) বলিয়া—অভিহিত করিতেছেন। ৭ই মে তারিখে নাগপুরে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার অখিলভারত কমিটীর অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত অভিমত প্রকাশ করা—

www.ahlehadeethbd.org

হইয়াছে এবং অখণ্ড ভারতের আদর্শকে নূতন ভাবে সমর্থন করিয়া উক্ত আদর্শবাদের প্রচারণার কার্য্য ভারতবাসীর মৌলিক এবং প্রাথমিক অধিকার বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারতভূমির সুখ, শান্তি ও উন্নতি বিধানের জন্য অখণ্ড ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অপরিহার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মোট কথা এই যে, যাহারা পাকিস্তানকে বিধ্বস্ত না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আর সংখ্যালঘিষ্ঠ যাহাই হউন না কেন, দিল্লী চুক্তিকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের প্রধানতম কর্ত্তব্যে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুস্তানের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রই চুক্তিবিরোধী মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন, এই সকল অবস্থাপরম্পরায় চুক্তির সাফল্য সম্বন্ধে বেশী আশাবাদী হওয়া যায় কিরূপে?

বাস্তুত্যাগীগণ ফিরিতেছেন কেন?

অনেকেই সন্দেহ করিতেছেন যে, দিল্লী চুক্তির ফলে স্থাবর সম্পত্তির বিনিময় আর অস্থাবর স্থানান্তরিত করার সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের বহুলোক পূর্ব্বপাকিস্তানে ও পশ্চিমবাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক না হইলেও সমুদয় প্রত্যাবর্ত্তনকারীর ক্ষেত্রে যথার্থ নয় বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। শিশু, নারী এবং সম্পূর্ণ অসহায় ব্যক্তিগণের দলে দলে প্রত্যাবর্ত্তন উল্লিখিত যুক্তির আংশিক অসারতা প্রতিপন্ন করিতেছে। আমাদের ধারণায় মনোভাবের পরিবর্ত্তন এবং বিশ্বাসসৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও জীবিকার অসুবিধা, পুনর্বসতির অব্যবস্থা এবং সরকারের সহানুভূতিহীন আচরণের ফলেই বাস্তুত্যাগীরা প্রত্যাগমন করিতেছেন। পূর্ব্বপাকিস্তানে ১৪ই মে পর্য্যন্ত ১০লক্ষ ৩৪ হাজার ২ শত ৫৬ জন মুহাজেরিন আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ ২৯ হাজার পঁচানব্বুই জনের অস্থায়ী ভাবে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিগত ১৬ই মে তারিখে একটী প্রতিনিধি দল ৭ লক্ষাধিক আসামবাসী মুহাজেরিনের দুঃখদুর্দ্দশা, রিলিফ ক্যাম্পের স্বল্পতা, সরকারী আহার্য্যের অপর্যাপ্ততা ও বিতরণের বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি সম্পর্কে গভর্ণর জনাব মালিক ফিরোজ খাঁ নুনের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন কিন্তু মুহাজেরগণ সম্পর্কে ২৩শে মে তারিখের ঢাকা বেতার বার্ত্তায় ডাক্তার মালিক পাক সরকারের যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তুহারাদের আশান্বিত হইবার কিছুই নাই। তিনি বলিয়াছেন,—উভয় রাষ্ট্রের সরকার বাস্তুহারাদিগকে স্বস্ব গৃহে ফিরাইয়া আনিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। পাকিস্তানে বাস্তুত্যাগীদের আগমন যাহাতে সম্পূর্ণরূপে থামিয়া যায় তজ্জন্য সরকারের পরিগৃহীত বহুবিধ ব্যবস্থারমধ্যে সিন্ধু-যোধপুর রাস্তা বন্ধকরিয়া দেওয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান সরকার মনে করেন পাকিস্তানে মোহাজেরদের জন্য অতিরিক্ত স্থান দান করা সম্ভবপর নয়।

সরকারী আচরণের কৈফিয়ৎ :-

বাস্তুহারাগণের প্রতি সরকারের সহানুভূতিহীন ভাব আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরায়ণতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে সরকারকে বেশী দোষ দেওয়ার উপায় নাই। শুধু পূর্ব্ব পাকিস্তানে বর্ত্তমানে প্রায় দুই লক্ষ মুহাজের সরকারী ক্যাম্পে বাস করিতেছেন এবং তাঁহাদের জন্য জন প্রতি মাসিক ১৮৲ হিসাবে ব্যয় হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। মুহাজেরগণের জন্য শুধু যে এই টাকাই ব্যয় করিতে হইতেছে তাহা নহে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং আশ্রম নির্ম্মাণ, কর্ম্মচারীগণের বেতন প্রভৃতি ব্যাপারেও সরকারকে বহু অর্থ ও শক্তি ক্ষয়করিতে হইতেছে। অর্থ ও শক্তি এই ভাবে এবং ইহাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে দৈনন্দিন ব্যয় হইতে থাকিলে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয় এইযে, রাষ্ট্রকে রক্ষা এবং সমুন্নত করিতে হইলে যে নিরাপদ ও শান্ত পরিস্থিতি অপরিহার্য্য, বাস্তুত্যাগীদের অনিশ্চিত ও চাঞ্চল্যকর ছয়লাবের ভিতর তাহা প্রত্যাশা করা সম্ভবপর নয়। পাকিস্তানের বিনাশসাধন শত্রুপক্ষের কাম্য হইতে পারে কিন্তু কোন মুছলমানের উহা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অভিপ্রেত নয়, সুতরাং রাষ্ট্রের সংরক্ষণকল্পে মুহাজেরিনের ছয়লাব রুদ্ধহওয়া একান্তভাবে আবশ্যক।

উপায় ও ব্যবস্থা :—

কিন্তু নিষ্করুণ ও কঠোর হস্তে বাস্তুত্যাগীদের গলা ধাক্কা দিয়া অথবা তাহাদের পথরোধ করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হইবে না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগপর্ব্বে যেসকল প্রতিশ্রুতি মহামান্য নেতৃবর্গ বারম্বার প্রদান করিয়াছিলেন. সেগুলির মর্য্যাদা রক্ষা করা পাকিস্তানের শাসক ও নাগরিকগণের জাতীয় কর্ত্তব্য। নূতন মুহাজেরদের আগমন বন্ধ এবং সমাগতগণের প্রত্যাগমন চালু রাখিতে হইলে বাস্তুত্যাগীদের মনের শঙ্কা ও অবিশ্বাস নির্ম্মূল করিতে হইবে এবং তজ্জন্য শুধু—সরকার নয়, উভয় রাষ্ট্রের জনমণ্ডলীর তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তনকরা আবশ্যক। পাকিস্তান—বিরোধী সকলপ্রকার ষড়যন্ত্র ও আন্দোলন যাহাতে প্রশমিত হয় তাহার সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। পশ্চিমবাঙ্গালায় যে সকল মছ্‌জিদ বিধ্বস্ত হইয়াছে বা হিন্দুদের বাসস্থানে পরিণত হইয়া আছে. সেগুলির সংস্কার এবং অপহৃতা মুছলিম নারীদের প্রত্যর্পণ নাকরা পর্য্যন্ত ভারত সরকারের সদিচ্ছার উপর আস্থা স্থাপনকরা কঠিন হইবে। পূর্ব্বপাকিস্তানেও অনুরূপভাবে যদি কোন স্থানে কোন হিন্দু মন্দির ধ্বংস বা বলপূর্ব্বক দখল অথবা হিন্দু স্ত্রীলোক আটক করা হইয়া থাকে তাহা হইলে অবিলম্বে—পুনর্নির্ম্মিত এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের হস্তে সমর্পিত—হওয়া আবশ্যক। পশ্চিমবাঙ্গালায় দাঙ্গা হাঙ্গামাকে উপলক্ষ করিয়া ১৯শে জানুয়ারীর পরও সহস্র সহস্র মুছলমানকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে,—তাঁহাদের মধ্যে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি আছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী হাঙ্গামার সময় যাহাই হউক না কেন, ১৯৫০ সালের মুছলিম হত্যাযজ্ঞে মুছলমানদিগকে রক্ষা করার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে জেলে আটক—করিয়া রাখা যে কিরূপ ঔদার্য্য ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচায়ক, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর! সংখ্যালঘিষ্ঠদের মনে বিশ্বাস ও সাহস ফিরাইয়া আনিতে হইলে উল্লিখিত বন্দীগণকে মুক্তিদান করা কর্ত্তব্য। ঢাকার উর্দ্দু দৈনিকের বর্ণনা সঠিক হইলে লক্ষাধিক মুছলমান পশ্চিমবাঙ্গালায় কারাগারে নিরাপত্তা আইন অনুসারে আটক আছেন। যাঁহাদের অপরাধ প্রকাশ্য ও নিরপেক্ষ বিচারে সাব্যস্ত হইয়াছে, তাঁহাদের ছাড়া অপরাপর ব্যক্তিদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে সন্ত্রাসের অবসান হইবে না।

বাস্তুত্যাগীদের গমনাগমন রুদ্ধ করার যে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হউক না কেন, তাহা উভয় সরকারের মিলিতভাবে এবং পূর্ণভাবে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক কারণ উভয় রাষ্ট্র যুগপৎ ভাবে—পার্থক্যহীন নিয়ম ও শৃঙ্খলার অনুসরণ না করিলে চুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইবেনা।

স্থায়ী মুহাজেরীন :

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সরকারী ও বেসরকারী সকলপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও মুহাজেরদের এক অংশ স্থায়ী ভাবে পাকিস্তানে থাকিয়া যাইবেন, হিন্দুস্তানে ফিরিয়া যাওয়া তাঁহাদের কল্পনার অতীত। অথচ শুধু খয়রাতের উপর নির্ভরশীল একটী বিরাট—ভিক্ষুক সমাজ গঠন করা কোন রাষ্ট্রেরই অভিপ্রেত হইতে পারে না আর এমনিও পাকিস্তানে ভিক্ষুকের অভাব নাই। সুতরাং উল্লিখিত শ্রেণীর মুহাজেরগণের পুনর্বাসন ও সম্মানিত জীবিকার সুব্যবস্থার জন্য সরকারের দীর্ঘসূত্র নীতি পরিহারকরা কর্ত্তব্য। এই শ্রেণীর মুহাজেরিণের তালিকা প্রস্তুত করিয়া কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিগণকে কৃষি, শিল্প ও সৈনিকবিভাগের কার্য্যে নিযুক্তকরা উচিত। যাঁহারা দক্ষশিল্পী তাঁহাদিগকে সরকারী তহ্‌বিল হইতে আবশ্যকমত মূলধন ঋণ স্বরূপ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে শিল্পের দিকদিয়া পাকিস্তানের উন্নতি সাধিত হইবে; পূর্ব্বপাকিস্তানে দৈনন্দিনজীবনে প্রয়োজনীয় অনেক বস্তুর একান্তই অভাব, এই অভাবের বহুলাংশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মুহাজেরগণ কর্ত্তৃক পূরণ হইতে পারে।

বিভাগ না গণভোট :

কাশ্‌মীর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, না ভারতরাষ্ট্রে যোগদান করিবে, সে প্রশ্নের মীমাংসা

www.ahlehadeethbd.org

গণভোটের উপর নির্ভর করিতেছে। কাশ্‌মীরের অধিবাসীবৃন্দ যাহাতে স্বাধীনভাবে ও স্বচ্ছন্দ আবহাওয়ায় এই বিষয়ে স্বস্ব অভিমত ব্যক্ত করার সুবিধা লাভ করেন, তজ্জন্য গণভোটের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কাশ্‌মীর হইতে ভারতীয় ও পাকিস্তানি সৈন্যদল অপসারিত হওয়া আবশ্যক। ভারত সরকার তাহার সেনাবাহিনীর অপসারণ সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করায় এমন এক অচলাবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল যে কাশ্‌মীর সমস্যার আপোষ সমাধানের আশা অনেকেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অবস্থা ক্রমশঃ অধিকতর জটিল ও সংকটজনক হইয়া পড়িতেছিল। বর্ত্তমান অচলাবস্থাকে বিদূরিত করার জন্য কাশ্‌মীরে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে ওয়েন ডিক্সন মধ্যস্থ মনোনীত হইয়াছেন। ডিক্সন তাঁহার কার্য্যে সাফল্যলাভ করিবার পর অ্যাডমিরাল নিমিৎস্ গণভোটের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হইবেন। দিল্লী চুক্তির পর পাক-বৈদেশিক সচিব স্যর যফ্‌রুল্লাহ খান যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার আলোকে অ্যাড্‌মিরাল নিমিৎস্ আশা প্রকাশ করেন যে, দিল্লী চুক্তির সুফল কাশ্‌মীর সমস্যাকেও প্রভাবান্বিত করিবে এবং ইহাও সম্ভবপর যে, পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রদ্বয় গণভোট ব্যতিরেকেই আপোষসূত্রে নিজেরাই সমস্যার সমাধান করিয়া লইবেন।

স্যর যফ্‌রুল্লাহ খান ও অ্যাড্‌মিরাল নিমিৎসের উল্লিখিত উক্তির জন্য কতিপয় সংবাদপত্র আশঙ্কা প্রকাশকরেন যে, উহার মূলে কাশ্‌মীর বিভাগের পরিকল্পনা লুক্কায়িত রহিয়াছে, কারণ পাক ভারতের সৌহার্দ্দের ফলে কাশ্‌মীরে গণভোটের পথ সুগম হইতে পারে বটে কিন্তু আদৌ ভোটের প্রয়োজন না হওয়া একমাত্র বাঁটোয়ারার সাহায্যেই সম্ভবপর। বিলাতের কতিপয় সংবাদপত্র এই সুযোগে ঘোরগলায় বাঁটোওয়ারার অনুকূলে আন্দোলন চালাইতে আরম্ভ করেন এবং ইতোমধ্যে কাশ্‌মীর বিভাগের দুইটী বিকল্প পরিকল্পনাও স্থির করিয়া ফেলেন। প্রথম পরিকল্পনা হইতেছে জম্মু ও লাডাক ভারতকে এবং আযাদ কাশ্‌মীর অঞ্চল পাকিস্তানকে অর্পণ করিয়া কেবল কাশ্‌মীর উপত্যকায় গণভোটের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনা হইতেছে— উল্লিখিত ভাবে বিভাগ করিয়া কাশ্‌মীর উপত্যকায় এক স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠাকরা এবং উক্ত অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি লাভ করা। উল্লিখিত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রটী জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে গঠিত ও পরিচালিত হইবে।

কাশ্‌মীর বিভাগের পরিকল্পনায় বিলাতি সাংবাদিক ও কূটনীতিবিদগণের অহেতুক উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া পাকিস্তানের জনগণ সন্দিগ্ধ ও আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিল্লী চুক্তির ফলে যে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব উভয় রাষ্ট্রে সৃষ্টি হইতেছে, গণভোটের কাজকে যে উহা সহজ করিয়া তুলিবে, তাহা সকলেই আশা করিতেছেন, এইরূপ অনুকূল পরিস্থিতির ভিতর কাশ্‌মীর বিভাগের আন্দোলন সৃষ্টি করার পিছনে গণভোটের সুগম পথকে দুর্গম করা এবং উভয় রাষ্ট্রের বিরোধকে জাগ্রত ও শক্তিশালী করিয়া তোলা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য যে থাকিতে পারেনা, সকলেই তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছেন।

ভৌগলিক সংস্থান, জনসংখ্যা ও তামাদ্দুন—সকল দিক দিয়াই কাশ্‌মীর পাকিস্তানের অপরিহার্য্য অংশ। কাশ্‌মীর বিভাগের পরিকল্পনাকে মান্য করার সরল অর্থ এই যে, পাকিস্তানের স্বয়ং তাহার একটী অঙ্গকে ছেদনকরিতে উদ্যত হওয়া, তাহার নিজস্ব অঞ্চলকে হাতছাড়া করা এবং ভারত রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ভারতের দীর্ঘে ও প্রস্থে যেরূপ আচরণ করিতেছেন, কাশ্‌মীরের অধিবাসীবৃন্দের সঙ্গেও সেইরূপ ব্যবহার করার জন্য তাহাদিগকে সুবিধা দেওয়া। কাশ্‌মীর বিভাগের ফলে শুধু যে বিপুল সংখ্যক মুসলমান নিধনপ্রাপ্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইবেন তাহা নয়, স্বয়ং পাকিস্তানও দেশরক্ষা সংক্রান্ত বহুরূপী অসুবিধায় পতিত হইবে এবং ভারতের তরবারী সকলসময়ে তাহার মস্তকোপরি ঝুলিতে থাকিবে।

সত্যবটে বিভাগের পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিতে পারিলে পাক ভারতের বিরোধ উভয় রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করিবে এবং এই দুর্ব্বলতার ফাঁক দিয়া পাক-ভারত উপমহাদেশে আবার সাম্রাজ্যবাদের শিকড় গজাইবার সম্ভাবনা ঘটিবে কিন্তু এই চাতুরী কি সফল হইবে? পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি অ্যাড্‌মিরাল নিমিৎসের বিবৃতির কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বিলাতি কূটনীতিবিদ্‌দের চাতুর্য্যের মুখোশ খুলিয়া ফেলিয়াছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলি খান আমেরিকা পরিভ্রমণকালে নিউইয়র্কে একটী প্রশ্নের উত্তরে পরিষ্কার ভাবে জানাইয়াছেন যে, পাকিস্তানের জনমণ্ডলী গণভোট ছাড়া কাশ্‌মীর সম্পর্কে অন্য কোন মৌখিক ব্যবস্থায় কিছুতেই সম্মত হইবেন না। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবে বাঁটোওয়ারার পরিকল্পনায় পাকিস্তানের জনগণ যে রূপ সম্মতি দিবেন না, স্বয়ং কাশ্‌মীরের অধিবাসীরাও উক্ত ব্যবস্থায় রাযী হইবেন না। স্বাধীন ও নিরুপদ্রব গণভোট ছাড়া কাশ্‌মীর সমস্যার কোনই সমাধান নাই।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতি :—

ব্রিটনের স্বনামধন্য গ্রন্থকার ও চিন্তানায়ক—ডক্টর বার্গ আমেরিকা পরিভ্রমণকালে ওয়াশিংটনে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে পাকিস্তান, উহার নাগরিক এবং ইছ্‌লাম ও রুশীয় কম্যুনিজ্‌ম সম্পর্কে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি—বলিয়াছেন :

পাকিস্তানের নাগরিকগণ এবং সরকার যে ধরণের তামদ্দুন সৃষ্টিকরিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহা ইছ্‌লামি আদর্শবাদের ভিত্তির উপর স্থাপিত। খুব-সম্ভব ইছ্‌লামি কম্যুনিজ্‌মের এই নীতি শুধু এশিয়া মহাদেশের প্রতিপ্রান্তে প্লাবিত হইয়া ক্ষান্ত থাকিবেনা, পরন্তু উহা আফ্রিকা মহাদেশকেও প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলিবে। লোহিত কম্যুনিজ্‌মের (Red Communism) প্রকৃত ও কার্য্যকরী প্রতিষেধক হইতেছে এই ইছ্‌লামি কম্যুনিজ্‌ম। পাকিস্তানিগণ বর্ত্তমানে এই সামাজিক তামাদ্দুন ও জীবনযাত্রাপ্রণালীকে পুনর্জ্জীবিত করিতে চাহিতেছেন। তাঁহারা কেবল পাকিস্তানেই উক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষান্তথাকিতে চান না, অধিকন্তু সামাজিক ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের উন্নত-নীতিসমূহের প্রতিষ্ঠাকল্পে পৃথিবীর সকল প্রান্তেই ইছ্‌লামি কম্যুনিজ্‌মের ব্যবস্থা তাঁহারা উপস্থাপিত করিতে চাহেন।

পাকিস্তান যে ইছ্‌লামি জীবনপদ্ধতী পরিগ্রহ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে এবং যাহার দিকে অমুছলমান মনীষীবৃন্দও তাঁহাদের আগ্রহান্বিত দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাহার ভবিষ্যৎ কেমন করিয়া এতখানি গৌরবোজ্জ্বল হওয়া সম্ভবপর যে, সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকাকে তাহা অদূরভবিষ্যতে জয়করিয়া লইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে? উক্ত প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ডক্টর বার্গ বলিয়াছেন :

ইছলামি জীবনপদ্ধতীর ভিতর নূতন ও পুরাতন সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যের সমাবেশ রহিয়াছে। উহার নীতিগুলি জনগণ এবং পতিত ও সর্ব্বহারা দলের মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে। রুশীয় কম্যুনিজ্‌মে বস্তুতান্ত্রিকতা (Materialism) ছাড়া আর কিছুই নাই কিন্তু ইছলামি কম্যুনিজ্‌ম আধ্যাত্মিকতার সমুন্নত নীতিসমূহের ধারক।

ইছলামি নীতির সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার কথা মোটামুটি ভাবে অমুছলমান জগত চিরদিন স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। ইউরোপের উচ্চ শ্রেণীর উদার মনীষীবৃন্দ ইছলামি আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিতে কখনো পশ্চাদ্বর্তী হন নাই, কিন্তু ডক্টর বার্গ যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। এ কথা এপর্য্যন্ত কেহ উচ্চারণ করিতে সক্ষম হন নাই যে মানব জাতি আজ যে সকল সংকট ও দুঃখের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার প্রতিকারসাধনকল্পে ইছলাম কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে উহা এশিয়া ও আফ্রিকা জয় করিয়া লইবে।

এযাবৎ কাল ইছলাম বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক এবং উন্নত নৈতিক আদর্শের সমষ্টি রূপে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসন-

www.ahlehadeethbd.org

যুগে উহার শ্রেষ্ঠতম নমুনা যে জগদ্বাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও অনেকেই মানিয়া লইয়াছেন কিন্তু জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে পুনরায়—ইছলামি জীবনপদ্ধতীর অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠার কথা অমুছলমান দূরে থাকুক স্বয়ং মুছলিম রাজনীতিবিদ ও মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতমণ্ডলীও অস্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। ইউরোপীয় ডিমোক্রেসী (গণতন্ত্র) রুশীয় কম্যুনিজ্‌ম (সাম্যবাদ), ফ্যাশিজ্‌ম (শ্রেণী-প্রাধান্যবাদ) ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রীয় বা অর্থ-নৈতিক জীবনপদ্ধতীর কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারিতেন না। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে মানবসমাজের পক্ষে কোন্‌টা গ্রহণ-যোগ্য? এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইলে মুছলমান জন-নায়ক, কূটনীতিবিদ এমন কি সাহিত্যিকরাও নিঃ-সঙ্কোচে ও অবলীলাক্রমে উল্লিখিত ত্রিবিধ পদ্ধতীর মধ্যে যে কোন একটার নাম উচ্চারণ করিতেন, ইছলামি জীবনপদ্ধতীর কল্পনাও তাঁহাদের মানস-লোকে উদিত হইত না। ইছলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক আদর্শাবলীর পুনরভ্যুদয় ও সফলতা সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেলেন। কিন্তু আজ অমুছলমান দুন্‌য়া এমন কি ইউরোপের মন ও মস্তিষ্ককে যাঁহারা খাদ্য যোগাইয়া থাকেন, তাঁহারাও অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জীবনকে রূপায়িত করার বিভিন্ন আদর্শসমূহের মধ্যে ইছলামেরও একটী বিশিষ্ট ও স্বাধীন স্থান রহিয়াছে এবং শুধু স্থান নয়, পৃথিবীতে উক্ত ইছলামি—জীবনাদর্শের সফলতা ও প্রতিষ্ঠালাভেরও সমূহ সম্ভা-বনা বিদ্যমান আছে। ফ্যাশিজ্‌ম বিগত মহাযুদ্ধে পঞ্চত্বলাভ করিয়াছে, পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিকতাকে রুশীয় কম্যুনিজ্‌ম এরূপভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে যে উহার নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে, কোন্ মুহূর্ত্তে যে উহা শেষনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রুশীয় কম্যুনিজ্‌মের দিকে অনেকেই লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন বটে কিন্তু হৃদয়ের যে শান্তি পৃথিবী কামনা করিতেছে, কম্যুনিজ্‌মের ভিতর তাহার অস্তিত্ব নাই।

কোটি কোটি মুছলমান আজিকার মত চিরদিনই পৃথিবীর বুকে বিরাজিত রহিয়াছেন, ইছ্‌লামের নীতি ও শিক্ষাগুলি গ্রন্থের পৃষ্ঠায় বহুকাল হইতেই সুরক্ষিত রহিয়াছে। ইছ্‌লামি আদর্শের প্রচারক হইবার দাবীদার উলামা সমাজও তাঁহাদের দাবী কোনদিন পরিত্যাগ করেননাই অথচ এসব সত্ত্বেও আজিকার দিবসের পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয় মনী-ষীর মুখহইতে কেহই একথা উচ্চারণ করাইতে পারেন নাই যে, এশিয়া ও আফ্রিকায় ইছ্‌লামি জীবনপদ্ধতী পরিগৃহীত হইবার দিন আসন্ন হই-য়াছে এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অতঃপর ইছ্‌লামের হস্তে নির্ভর করিতেছে!

ইউরোপীয় রেনেসাঁর পর আজ পৃথিবী সর্ব্ব-প্রথম পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিকট হইতে শ্রবণ করিল যে, ইছ্‌লাম শুধু কতিপয় আচার ও উপাসনা—প্রণালীর সমষ্টির নাম নয়! উহা ইউরোপ এবং ভারতে কথিত শুধু রেলিজিয়ন বা ধর্ম্ম নয়? উহা সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত মানুষের ব্যক্তিগত (প্রাইভেট) সম্পর্ক নয়! প্রকৃতপক্ষে একটা নির্দ্দিষ্ট সামগ্রিক জীবন-পদ্ধতীর (Mode of life) নাম ইছ্‌লাম!—আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মানুষের অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা ও রাজনীতিকেও উহা নিয়ন্ত্রিত করে, গ্রেট ব্রিটন ও আমেরিকায় প্রচলিত পুঁজিবাদী-গণতন্ত্র আর রুশি-য়ায় প্রবর্ত্তিত সাম্যবাদ যেরূপ মানুষের জীবনকে পরি-চালিত করে, ইছ্‌লাম সেইরূপ একটী সুনির্দ্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থার নাম। উহাকে 'দিন' বলা হইয়াছে, জীবনপদ্ধতীরূপে উহাকে মানুষের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক সকলপ্রকার প্রশ্ন ইছ্‌লাম সমাধান করিয়া থাকে। পতিত, নিষ্পিষ্ট অনাথ ও অশান্ত মানুষকে ইছ্‌লাম শান্তিপূর্ণ, উন্নত ও গৌরবান্বিত জীবনের সন্ধান দেয়। এই দাবী পাকিস্তান রাষ্ট্রের মুখহইতে উচ্চারিত না হইলে পৃথিবী কখনই বিশ্বাস করিত না। ব্যক্তিবিশেষের মুখ হইতে ইছ্‌লামের দাবী শ্রবণ করিলে যেমন লোকেরা বুঝিতে পারে যে, ইছ্‌লাম একটী ধর্ম্মের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নাম, সেইরূপ রাষ্ট্রের প্রমুখাৎ ইছ্‌লামি পদ্ধতীতে জীবনবিন্যাসের দাবী শ্রবণ করিয়া আজ পৃথিবীর—বিভিন্ন দেশ অনুভব করিতে পারিয়াছে যে, ইছ্‌লাম কর্ত্তৃক রাষ্ট্রের সংবিধান বিরচিত এবং মনুষ্যজাতির সমস্যা মীমাংসিত হইতে পারে

ইছলামের নাম উচ্চারণ করিতে যে সকল মুছলিম সাহিত্যিক ও জননায়ক সঙ্কোচ ও লজ্জা বোধ করিয়া আসিতেছিলেন, অতঃপর সে দ্বিধা ও অস্বস্তি তাঁহাদের ঝাড়িয়াফেলা কর্ত্তব্য। ইছলামের নাম লইলে মধ্যযুগীয় ও পুরাতন পন্থী প্রতিপন্ন হইবার যে আশঙ্কা তাঁহাদিগকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিত, তাহার অবসান ঘটিয়াছে, সুতরাং ইছলামি নীতির প্রকাশ্য সমর্থনে দণ্ডায়মান হইবার পথে আর কোন বাধা নাই! অবশ্য ইছলামি আদর্শের সত্যতা ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যদি তাঁহাদের বিশ্বাস থাকে তবেই আমরা তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করিব আর তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের ইছলামের প্রতি এ আস্থা নাই তাঁহাদিগকে বলিব, যদি অনাস্থা ইছলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতাজনিত হয়, তাহা হইলে আপনারা রুশীয় সাহিত্য ও নিরীশ্বরবাদী দর্শনের আলোচনা যেরূপ করিয়া থাকেন, ইছলামি সাহিত্য ও দর্শনের সহিত সেই ভাবে পরিচয়লাভ করার জন্য চেষ্টিত হউন। আর সব কিছু জানিয়া ও বুঝিয়া লইয়া ইছলামি আদর্শবাদ যদি পরিত্যাজ্য বিবেচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সততার খাতেরে ইছলামের প্রতি আপনাদের অনাস্থা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা উচিত।

এ সম্পর্কে প্রত্যেক পাকিস্তানির স্কন্ধে তাহার যোগ্যতানুসারে একটী বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। ইছলামের নামে পাকিস্তানে যে জীবনপদ্ধতী প্রবর্ত্তন করা হইবে তাহা প্রকৃত ও বাস্তব ইছলাম হওয়া চাই। উহা অবিমিশ্র এবং কোর্‌আন ও ছুন্নৎ হইতে সরাসরিভাবে পরিগৃহীত হওয়া আবশ্যক। নিরীশ্বরবাদ অদ্বৈতবাদ ও বহুঈশ্বরবাদ সমূহের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত বিশুদ্ধ ইছলামি আদর্শ এই রাষ্ট্রে প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। পৃথিবী যে ইছলামের মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতে পারে তাহা কৃত্রিম ও সাইনবোর্ডের ইছলামদ্বারা সম্ভবপর হইবে না। আল্লাহ এবং তাঁহার রছুল মোহাম্মদ মোছ্‌তফা (দঃ) যে ইছলাম মানবজাতির হস্তে প্রদান করিয়াছেন বিশ্বস্ততার সহিত কেবল তাহার রূপায়ণ দ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান হওয়া সুনিশ্চিত। ইছলামের মার্কা দিয়া সকল প্রকার প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও মনগড়া ইজ্‌মকে পাকিস্তানে চালু করিলে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পৃথিবী শুধু ব্যর্থমনোরথ হইবে না, জাল ইছলাম প্রকৃত ইছলামের প্রতি জগদ্বাসীর ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যকে বর্দ্ধিত করিবে মাত্র।

পাক-সাংবাদিক শুভেচ্ছা মিশন :—

পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক কন্‌ফারেন্সের সভাপতি পীর আলি মোহাম্মদ রাশেদীর নেতৃত্বে পাকিস্তানি সাংবাদিকগণের একটী প্রতিনিধি দল পাক-ভারতের সম্পর্ক অধিকতর বন্ধুত্বপূর্ণ ও দৃঢ়তর করার ব্রত লইয়া ভারতীয় সাংবাদিকগণের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে ভারতরাষ্ট্রে গমন করিয়াছিলেন। পাকিস্তানি সাংবাদিকগণের এই শুভেচ্ছা মিশন ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ শেষ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছেন।

পাক-ভারতের মুছলমানগণের একটী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই যে, বিরোধ ও সন্ধির ব্যাপারে তাঁহারা কোন দিন সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন না। মতভেদকে শত্রুতার শেষ সীমায় পৌঁছাইয়া দেন আর সন্ধি ও চুক্তির ক্ষেত্রে আত্মমর্য্যাদা ও জাতীয় গাম্ভির্য্যের সমুদয় সাবধানতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া একেবারে বিগলিত হইয়া পড়েন। এই অসামঞ্জস্য ও দুর্ব্বলতার ফলে মুছলমানগণ অনেক সময়ে অনেক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। যুক্ত-জাতীয়তাবাদী মুছলমানগণ যেমন ইছ্‌লামের সীমা অতিক্রম করিলেন, স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহীরাও তেমনি সৌজন্য ও ভদ্রতার সমুদয় ইছলামি রীতিকে পদদলিত করিয়া ফেলিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা মুশ্‌কিল এই যে, তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির উপর তাঁহারা কোন দিন স্থির থাকিতে পারিলেন না। কাল যিনি যুক্ত-

www.ahlehadeethbd.org

জাতীয়তার সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিদ্রোহী ছিলেন, অবস্থার অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার সুর বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছেন এবং এমন অসংলগ্ন কথা বলিতে শুরু করিয়াছেন যাহা উগ্র জাতীয়তাবাদীরাও উচ্চারণ করিতে ইতস্ততঃ বোধ করিবেন। আমাদের অনেক মহামান্বিত মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় বহু নেতা, উপনেতা এবং অধিকাংশ সাংবাদিক ও সাহিত্যিকগণের লেখা ও বক্তৃতাগুলি একটু সতর্কভাবে পাঠ করিলে আমাদের উক্তির যথার্থতা সহজেই প্রমাণিত হইবে।

যাহাদিগকে পাকিস্তান অথবা তাহার অবলম্বিত নীতির সর্ব্বাপেক্ষ বড় শত্রুরূপে প্রচারিত ও আখ্যাত করা হইতেছিল, ইদানীং তাঁহাদের কবরে ও সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা পাকিস্তানি নেতৃমণ্ডলীর ফ্যাশনে পরিণত হইয়াছে। পাক সাংবাদিক শুভেচ্ছা মিশনের নেতা মিঃ রাশেদী বেরেলীতে গিয়া পাক ভারতের সৌহার্দ্দ কামনায় উৎসাহের আবেগে বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, "যদি দেশ বিভক্ত হইয়া থাকে, তাহাতে কি আসে যায়? হিন্দু মুছলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতা তো বিভক্ত হয় নাই! উহা আজো পূর্ব্বের ন্যায় অভিন্নই রহিয়াছে।" মিঃ রাশেদীর উক্তি পাক-সাংবাদিক মহলে বেশ একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে, অধিকন্তু অখিল পাকিস্তান মুছলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ খটক মিঃ রাশেদীর উক্তির প্রতিবাদে এক যবরদস্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

মুছলমানগণের ধর্ম্মবিশ্বাস, তামাদ্দুন ও সমাজব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্যকে ভিত্তি করিয়াই পাকিস্তানের দাবী উত্থিত হইয়াছিল, আজ সাময়িক ঝোঁকের বশবর্ত্তী হইয়া সেই দাবীর মৌলিক বুনইয়াদকে একেবারে অস্বীকার করিলে যাঁহাদের নিকট হইতে হাততালি পাওয়া যাইবে, তাঁহারাও মুছলমান জাতিকে অন্তঃসারশূন্য কৌতুকের সামগ্রী মনে করিবেন না কি? কিন্তু জাতীয় মর্য্যাদাহানির এই অপরাধে কি কেবল মিঃ রাশেদীই অপরাধী? যাঁহারা রাজনৈতিক কবরপূজাকে পাকিস্তানি-আচারে পরিণত করিয়াছেন, যে সকল সাংবাদিক দিল্লীতে গান্ধীজীর সমাধিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করারপর অমৃতসরে গিয়া শিখ-গুরুদ্বারে গ্রন্থসাহেবকে ছালাম এবং অমৃতের আস্বাদন করিয়াছেন, যাঁহাদিগকে শিখ্‌রা 'স্বরূপা' দিয়াছেন, মিঃ রাশেদীর উক্তির প্রতিবাদ করেন সেইসকল সাংবাদিক কোন্ মুখে?

শুনা যাইতেছে যে, মিঃ রাশেদী তাঁহার অপরাধ অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সত্য বলিতে কি, পাক মুছলিমলীগের সেক্রেটারী মিঃ খটকের অগ্নিশর্ম্মা ভাবের জন্য আমরা যতটা চমৎকৃত হইয়াছি পাকিস্তানের তথাকথিত প্রগতিবাদী সাংবাদিকগণের উক্তি ও আচরণের অসংলগ্নতা আমাদিগকে ততটা বিস্মিত করিতে পারে নাই। নীতির দিক দিয়া মিঃ রাশেদীর উক্তি যতই বাচালতার পরিচায়ক হউক, পাকিস্তানে পরিগৃহীত মুছ্‌লিমসংস্কৃতি আর হিন্দুসংস্কৃতির মধ্যে আমাদের লীগ নেতাগণ কার্য্যতঃ কোন পার্থক্য রাখিয়াছেন কি? নৃত্য, সঙ্গীত, বাদ্যভাণ্ড, বীরপূজা (Hero worship) এবং নারীদের বেহিজাবী হিন্দুসভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ! আজ ওগুলিকে পাকিস্তানে মুছলিম সংস্কৃতির অপরিহার্য্য অংশরূপে বলবৎ করা হইতেছে না কি? নেতাগণের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পুষ্পচন্দনে চর্চ্চিত করিয়া পূজাকরার ব্যবস্থা পাকিস্তানে আজো অবলম্বিত হয়নাই বটে, কিন্তু মোমেন ও কাফের নির্ব্বিশেষে একধার হইতে সকলের কবরে পুষ্পার্ঘ উৎসর্গীকৃত করার আচরণ এবং নেতৃবর্গের তৈলচিত্র উন্মোচনকরার উৎসব এবং সরকারী দফতরসমূহে নেতৃমণ্ডলীর ছবি টাঙ্গাইবার আয়োজন দ্বারা পাকিস্তানে বীরপূজার সূচনা করা হইতেছে না কি? প্রতিমাপূজার গোড়ায় বীরপূজা কি প্রেরণা জোগায় নাই? কার্য্যতঃ আজ পাকিস্তানে হিন্দু মুছলিম সভ্যতার অভিন্নতা কি প্রমাণ করা হইতেছে না?

ভারতের ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাজ্যে ইছ্‌লামি সভ্যতা দূরে থাক, উহার ম্লান স্মৃতিরেখাও বরদাশ্‌ত করা হইতেছে না, ইহাকে হিন্দুস্তান রাষ্ট্রের নাগরিকগণের গোঁড়ামি বলা যাইতে পারে কিন্তু হিন্দু নেতৃমণ্ডলী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও সাংবাদিকগণ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বভাব বৃদ্ধি করার উৎসাহে কোন মছ্‌জিদে ওযুও করিতে প্রস্তুত হন নাই এবং কোন বক্তৃতা ও বিবৃতিতে প্রগলভতার কোনরূপ পরিচয় প্রদান করেন নাই, তাঁহাদের এই জাতীয় স্থৈর্য্যকে গোঁড়ামি বলিলে চলিবেনা। তাঁহাদের আচরণে আমাদের নেতা, সাংবাদিক ও নাগরিকবৃন্দের অনেক কিছু শিখিবার আছে।

انکس است اهل بشارت که اشارت داند

نکتهاست بسے محرم اسرار کجاست ؟

বিশ্বজনীন মুছ্‌লিম উৎসাদন :

ভারতরাষ্ট্র হইতে মুছ্‌লিম উৎসাদনের পর্ব্ব শেষ হইতে না হইতে ফলছ্‌তিনে মুছ্‌লিম বহিষ্কারের আয়োজন আরব্ধ হয়, বর্ত্তমানে প্রায় ৬ সহস্র ফলছ্‌তিনি মুছলমান শামের লেব্‌নানে অবস্থান করিতেছেন। ফলছ্‌তিনি মুহাজেরিনের একাংশের জন্য আরবের নজ্‌দ রাজ্যে পুনর্বাসনের প্রস্তাব চলিতেছে। নূতন সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিম ইউরোপ হইতেও মুছলমানগণ বিতাড়িত হইতেছেন। তুর্কী ইতোমধ্যেই পশ্চিম ইউরোপের ৩ সহস্র মুহাজেরিনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছেন এবং আরো শত সহস্র মুহাজের যাহারা ক্যাম্পে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা তুর্কীতে অবলম্বিত হইতেছে। এইরূপ বিশ্বজনীনভাবে যদি মুছলমানগণ গৃহ-বিতাড়িত হইতে থাকেন, তাহা—হইলে ইহার পরিণামফল কি হইবে ? দুঃখের বিষয় যে, ইহার গুরুত্বের প্রতি মুছলিম জগতের সমষ্টিগত মনোযোগ এখনো যথোচিতভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। পৃথিবীর সমগ্র মুছ্‌লিমজাতির পক্ষে এই চাঞ্চল্যকর অবস্থার প্রকৃত কারণ আবিষ্কারকরা এবং আন্তর্জাতিক ভাবে ইহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য।

উযিরে আ'যমের আমেরিকা ছফর :

পাকিস্তানেব প্রধানমন্ত্রী আলিজনাব লিয়াকৎ আলি খান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া আমেরিকা গমন করেন। প্রধানমন্ত্রী এই ছফরে আকাশ ও সমুদ্র পথে ৯ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছেন। আমেরিকার ৮ টী স্টেটের কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় ৩১টী আর উর্দ্দু ভাষায় ২টী সুদীর্ঘ বক্তৃতা এবং ৮টী প্রেস কন্‌ফারেন্সকে সম্বোধন করিয়াছেন। চারিবার বেতার সূচীতে অংশ লইয়াছেন।

কলম্বিয়া ও কনসাস বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পাকউযিরে আ'যমকে ডক্টর-অফ্‌-ল উপাধিতে ভূষিত করেন, তিনি আমেরিকায় যে বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার উপযোগী হইয়াছে।—ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান, লণ্ডনটাইম্‌স, ওয়াশিংটন-পোস্ট, ওয়াশিংটনস্টার নিউইয়র্ক হেরল্ড ও ট্রিবিউন প্রভৃতি ইংলণ্ড ও আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি একবাক্যে তাঁহার যোগ্যতা, সৎসাহস, রাজনৈতিক-দূরদর্শিতা ও বাস্তববাদিতা প্রভৃতি গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা পরিভ্রমণের সুফল—স্বরূপ পাকিস্তান সম্পর্কে শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট প্রতিকূল ধারণাসমূহের বহুলাংশ তিরোহিত এবং আমেরিকার সহিত পাকিস্তানের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হইবে বলিয়া আশাকরা যায়। কিন্তু এই পরিভ্রমণের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সার্থকতা হইতেছে—পাকিস্তানরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিগৃহীত ইছ্‌লামি আদর্শের প্রচার! ইছ্‌লামিনীতি সমূহের বুনিয়াদে পাকিস্তানের গঠনতন্ত্র বিরচিত এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে, পাকগণপরিষদের এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত প্রাচ্য ও—প্রতীচ্য ভূখণ্ডে গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল। আধুনিক জগতের প্রয়োজনগুলি ইছ্‌লামিনীতির সাহায্যে মিটিতে পারে, এ কথা নূতন ও পুরাতন দুনিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, কারণ ধর্ম্মের প্রভাব বহু শতাব্দী যাবৎ সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন হইতে বিলুপ্ত হইয়া ব্যক্তিগত সংস্কারের কারাকূপে আবদ্ধ রহিয়াছে। ফলে ইছ্‌লামিরাজ্যকে সর্ব্বপ্রকার সাম্য ও সহিষ্ণুতা বিবর্জ্জিত, ইউরোপের মধ্যযুগীয় পুরোহিততন্ত্র বলিয়া ধরিয়া লইয়া আতঙ্ক-

www.ahlehadeethbd.org

গ্রস্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয় আর এই সুযোগে ইছ্‌লামের চিরশত্রুদলের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিতে ব্রতী হওয়াও অদ্ভুত ব্যাপার নয়। পাক প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার অধিবাসীবৃন্দকে পাকিস্তান কর্তৃক অবলম্বিত ইছ্‌লামি জীবনাদর্শের ব্যাখ্যা শুনাইয়া উল্লিখিত আতঙ্ক বিদূরিত এবং শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করিয়াছেন। অধিকন্তু ইছ্‌লামি জীবনপদ্ধতী সম্বন্ধে আমেরিকা ও ইউরোপ খণ্ডে ঐকান্তিক আগ্রহ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পাক প্রধানমন্ত্রীর এই কৃতিত্বের তুলনা মুছ্‌লিম জাতির আধুনিক ইতিহাসে মিলিবে না।

আলিজনাব লিয়াকৎ আলি খান ৪ঠা মে—তারিখে মার্কিন কংগ্রেসের সিনেটে এবং মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে ঘোষণা করেন যে,

জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক পাকিস্তান রাষ্ট্র তাহার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে। ইছ্‌লামের মূলনীতি গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে—আমরা রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব। আমাদের রাষ্ট্রে থিওক্রেসীর স্থান নাই, কারণ ইছ্‌লাম সকল ধর্ম্মমতকে শ্রদ্ধা করে, এখানে যবরদস্তি এবং পৌরহিত্যের স্থান নাই, জাতিভেদ প্রথাকে আমরা অবজ্ঞা করি।

উক্ত দিবস রাত্রিকালে ওয়াশিংটনের প্রেসক্লাবে আমারিকার একসহস্র সংবাদপত্রসেবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসী মুছলমান। আমরা ইছ্‌লামের নির্দ্ধারিত নীতিসমূহের বুনিয়াদে আমাদের রাষ্ট্রগঠন করার অভিলাষ রাখি। ইছ্‌লামি জীবনপদ্ধতীর কথা উচ্চারণ করায় মাঝে মাঝে যে সকল ভ্রান্তধারণার উদ্ভব—হইয়া থাকে তাহার নিরসনকল্পে উহার ব্যাখ্যা করা আমি আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। বহুবিধভাবে ইছ্‌লামি জীবনপদ্ধতীর অপব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে, ধর্ম্মীয় অসহিষ্ণুতা, পুরোহিত শাসন, মধ্যযুগীয় রীতির দিকে প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদি-দ্বারা উহার বিকৃত অর্থ প্রকাশকরা হয়। আমি পরিষ্কার ভাবে বলিতে চাই যে, থিওক্রেটিক স্টেট বা পুরোহিত শাসনতন্ত্রের কথা আমাদের কল্পনাতে নাই। আমাদের রাষ্ট্রে মুছলমানগণ নাগরিকতার বিশিষ্ট কোন সুবিধা উপভোগ করিবেন, এরূপ ধারণাও আমাদের মনে নাই। আমাদের রাষ্ট্রের অমুছ্‌লিম সম্প্রদায়সমূহের উপর কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মমত বা—সংস্কৃতি যবরদস্তি চাপাইয়া দিব, এরূপ ধারণাকে আমরা ঘৃণা করি। কিন্তু আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস যে ইছ্‌লাম আমাদিগকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও জন-কল্যাণের এমন কতকগুলি—মৌলিক সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়াছে যে, রাষ্ট্রশক্তির সমবায়ে ওগুলি প্রয়োগ করিতে পারিলে মানবজাতির কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী হইবে। ভ্রাতৃত্ব, সাম্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিসমূহের নাম ইছ্‌লাম। উহা মানবসমাজের হস্তে একটী সুনির্দ্দিষ্ট জীবনপদ্ধতী অর্পণ করিয়াছে। উহা কেবল কতিপয় সংস্কারের সমষ্টি নয়। ইছ্‌লামের অর্থ কখনই শুধু স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক নয়। উহা একটি কর্ম্মসূচীর নাম যাহা জীবনের প্রত্যেক বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত—করিয়া থাকে। অধিকন্তু ইছ্‌লামি মতবাদ অনুসারে ধনের ব্যক্তিগত অধিকারের নীতি এমন কতকগুলি বিধানের সমবায়ে স্বীকৃত হইয়াছে যাহারফলে শুধু আমাদের রাষ্ট্রে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র আর্থিক বৈষম্যের সুন্দরতম সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু যে, আমরা ইছ্‌লামি কর্ম্মসূচী অনুসারে আমাদের দেশ ও জাতির পুনর্গঠন করিতে চাই, আমরা উক্তি ও আচরণের স্বাধীনতা উপভোগ করিতে চাই, আমরা স্বয়ং আমাদের অদৃষ্টের অধিকারী হইতে ইচ্ছা করি। মধ্য প্রাচ্যের ইছ্‌লামি রাষ্ট্রগুলির সহিত আমাদের আকর্ষণের কারণ এই যে, তাহারা মুছলমান এবং পশ্চিমপাকিস্তানের প্রতিবেশী। অনুরূপভাবে আমরা ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গেও সৌহার্দ্দের বন্ধন দৃঢ় করিতে চাই তার কারণ উল্লিখিত দুইটী রাষ্ট্র পূর্ব্বপাকিস্তানের প্রতিবেশী এবং ইন্দোনেশিয়ার—অধিবাসীবৃন্দ মুছলমান।

৯ই মে তারিখে মার্কিন বৈদেশিকনীতির—সভার সম্মুখে পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পাক প্রধানমন্ত্রী বলেন,—

আমরা আল্লাহ কে মান্যকরি, তাঁহার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি এবং তাঁহার সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছি। গণতন্ত্রের দিক দিয়া আমরা ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যনীতির অনুসরণকারী!—আমাদের ইচ্ছা প্রত্যেকেই স্বস্ব শ্রমের ফল ভক্ষণ করুক, ধনিকরা দরিদ্রদিগকে মূলধন দিয়া সাহায্য করুক, বিদ্যানগণ মূর্খদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করুক। সকলেই পরস্পরের কাঁধের সহিত কাঁধ মিলাইয়া জীবনসংগ্রামের প্রত্যেক শাখায় কর্ম্মরত হউক এবং স্বীয় শ্রমের ফল উপভোগ করিতে থাকুক।

প্রধানমন্ত্রী চিকাগোতে ১১ই মে তারিখে 'ইছ্‌লামি জীবনপদ্ধতী'কে পাকিস্তানের আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলেন,—

www.ahlehadeethbd.org

ইছ্‌লাম কোন অভিনব মতবাদ নয়। ইহা এমন কতকগুলি বিশ্বাস ও চিরাচরিত আচরণের সমষ্টি, যাহা তেরশত বৎসরের অধিক কাল হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মানুষের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে ইছ্‌লামি আদর্শগুলি ব্যবহৃত হইলে মানব জাতির কল্যাণ সমধিক বর্দ্ধিত হইবে। মুছলমানগণ সর্ব্বপ্রথম আল্লাহকে এবং তাঁহার সার্ব্বভৌম প্রভুত্বকে বিশ্বাস করিয়া থাকে, কিন্তু এই বিশ্বাসের অর্থ ইহা নয় যে, এই মতবাদের ভিতর পুরোহিত-তন্ত্র বা মধ্যযুগীয়ভাব নিহিত আছে। আমরা পৌরহিত্য এবং জাতিভেদ বিশ্বাস করিনা, প্রথমটীকে আমরা এই জন্য অনাবশ্যক মনে করি যে, আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের নিকট তুল্যভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, দ্বিতীয়টিকে আমরা মানবত্বের কলঙ্ক মনে করি, কারণ সমস্ত মানুষ সমান! চেষ্টা এবং উদ্যম জীবনের বিধান। পাকিস্তানিরা যে গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করেন, তাহার তাৎপর্য্য এইযে, তাঁহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা শাসিত হইবেন। পাকিস্তানের নাগরিকগণ যে কোন ধর্ম্মে আস্থাপোষণ করুন না কেন, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং সুযোগ সকলেই সমান ভাবে ভোগ করিবেন।

১৬ই মে কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২৪শে মে নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, পাকিস্তানিগণের নিকট গণতন্ত্র শুধু রাজনৈতিক লক্ষ্য নয়, আল্লাহ এবং তাঁহার সার্ব্বভৌম প্রভুত্বের বিশ্বাসের ন্যায় গণতন্ত্রও তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

নিউইয়র্ক প্রেস কনফারেন্সে ইছ্‌লামি সমাজতন্ত্রবাদের (সোশ্যালিজ্‌ম) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ধরুন জনৈকব্যক্তি খয়রাৎ বিতরণ—করিতে চায় কিন্তু খয়রাৎ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক কোন মানুষ সে খুঁজিয়া পায় না। মোটকথা ইছ্‌লাম ব্যক্তিগত অধিকার এবং প্রাইভেট ব্যবসা ও কৃষি প্রভৃতির নীতিকে মান্যকরে কিন্তু অবৈধ উপায়ে ধনোপার্জ্জন করা আর যাহাতে ধন মুষ্টিমেয় লোকের হস্তগতহইয়া পড়িতে পারে এরূপ ব্যবস্থার অনুমতি প্রদান করেনা।

ইছ্‌লাম সাম্য, স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রভৃতির স্বতন্ত্রভাবে কোন আদর্শ পৃথিবীতে প্রচারিত করেনাই। মানবদেহ হইতে কোন একটী অঙ্গ কাটিয়া পৃথক করিয়া তাহার চিকিৎসা ও পরিপুষ্টি সাধনের চেষ্টা যেরূপ নিরর্থক, তেমনি ইছ্‌লামকে সামগ্রিকরূপে কার্য্যে পরিণত না করিয়া আংশিকভাবে তাহার কোন নীতিকে কার্য্যকরীভাবে প্রয়োগ করাও অসম্ভব অধিকন্তু মানবজাতির জন্য ঈপ্সিত কল্যাণ ও উন্নতিবিধানের সমুদয় প্রচেষ্টা আংশিক ইছ্‌লামের প্রবর্ত্তন ও পরিগ্রহণ দ্বারা নিষ্ফল হইয়া যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রহিয়াছে। তওহিদ ও রিছালতের আকিদা যথাযথভাবে স্বীকৃত ও মানব জীবনে রূপায়িত নাকরা পর্য্যন্ত গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, সাম্য ও স্বাধীনতার উদার ইছ্‌লামি নীতিগুলি নিরীশ্বরবাদী জগতের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের জ্বালা ও বিক্ষুব্ধ জীবনযাত্রা প্রণালীকে শান্ত ও শীতল করিতে পারিবে না। এসব সত্ত্বেও পাকিস্তানের মর্ম্মবাণী আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভাষার ভিতর দিয়া যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা এক সুমহান অতীত ও বিরাট ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর সৎসাহস ও তবলীগে ইছ্‌লামের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর পটভূমিকায় তিনি ইছলামের যতটুকু ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, পাকিস্তানের নেতৃমণ্ডলী ও নাগরিকগণের চরিত্রে তাহার সত্যিকার রূপায়ণ সাধিত হইলে তাঁহার শ্রম সার্থক ও আযাদ পাকিস্তান ধন্য হইবে।

کسیکه محرم باد صباست می داند
که باوجود خزاں بوئے یاسمن باقی است !

www.ahlehadeethbd.org

অজীর্ণ রোগী কখনও সুস্থ ও শক্তিশালী হইতে পারেনা। অথচ আজ পাকিস্তানের উন্নতি ও স্থায়িত্বের জন্য প্রত্যেকটি নাগরিককে শক্তিমান হইতেই হইবে।

হিপাটোন (লিভার টনিক)

যকৃতের যাবতীয় পীড়ায় অব্যর্থ মহৌষধ। যত পুরাতন এবং দুরারোগ্য অজীর্ণ রোগ হউক না কেন, ইহা সেবনে আরোগ্য হইবে, ইন্‌শা আল্লাহ। বয়স্ক এবং শিশু, প্রত্যেকেরই যকৃত সংক্রান্ত যাবতীয় রোগের নির্ভরযোগ্য ঔষধ।

ইষ্ট-পাকিস্তান ড্রাগস্ এণ্ড কেমিক্যালস্,
পাবনা।

কবি আবুল হাশেম সাহেবের কয়েকখানি ভাল বই—

কথিকা—ইসলামী ভাবধারাপুর্ণ অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ। দাম ১৷৷০

মাষ্টার সাহেব—এদেশের শিক্ষা সমস্যা সংক্রান্ত নাটক। এ বইখানি প্রত্যেকের পড়া উচিত। আমাদের দায়িত্ব কি? দাম ১।০

পাহাড়ের বন্দী—কিশোর উপন্যাস। দাম ১।০

বন্দিনী—অভিনব কাব্যনাটিকা (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান—**বেগম আতিকা খাতুন,**
হাশেমাবাদ, পোঃ বনওয়ারীনগর, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদিছ

(মাসিক)

আহ্‌লে হাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র

সম্পাদক : মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী।

প্রকৃত ইছলামি ভাবধারার সাহিত্যিকগণ কর্তৃক পরিপুষ্ট।

নিয়মাবলী—

১। তর্জুমানুলহাদিছ প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়।

২। বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০, ভি, পিতে ৬৸০।

৩। গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে এবং রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকেট না পাঠাইলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।

৫। গ্রাহকগণকে বৎসরের প্রথম মাস হইতে কাগজ লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

৬। শরিআৎ বিগর্হিত কোন বিষয় বা বস্তুর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে না।

৭। কভারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পৃষ্ঠা…মাসিক ১০০৲

" " " পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক " ৬০৲

" " " পৃষ্ঠার চতুর্থাংশ " ৩৫৲

" চতুর্থ পৃষ্ঠা মাসিক ১২৫৲

" " পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক " ৭০৲

" " " একচতুর্থাংশ " ৪০৲

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা——মাসিক———— ৬৪৲

" এক কলাম—— " ———— ৩৫৲

" অর্দ্ধ " —— " ———— ২০৲

" প্রতি বর্গ ইঞ্চি " ———— ২৷৷০

৮। বিজ্ঞাপনের খরচ অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

৯। মনি অর্ডার, ভিঃ পিঃ ও বিজ্ঞাপনের অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে।

লেখকগণের জ্ঞাতব্য

১০। তর্জুমানুল হাদিছের অবলম্বিত নীতির প্রতিকূল প্রবন্ধ গৃহীত হইবে না।

১১। তর্জুমানে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও আলোচনা গৃহীত হইবে।

১২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক।

১৩। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ লইতে হইলে রেজেষ্টারী খরচের ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

১৪। পরিশ্রমের সহিত লিখিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য প্রতি কলাম তিন টাকা হিসাবে ওযিফা দেওয়া হইবে।

১৫। সকল প্রকার রচনা সম্বন্ধে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

১৬। প্রবন্ধ ও রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিনীত—

ম্যানেজার,

আল্‌হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস।

পোঃ ও যিলা পাবনা, পাক বাঙ্গালা

আল্ হাদিছ পাবলিশিং হাউস

কয়েক খানি উপাদেয় পুস্তিকা

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল্ কোরায়শী প্রণীত

১। বাঙ্গলা ভাষায় কোর্‌আনি রাজনীতির শ্রেষ্ঠ অবদান

ইছলামি শাসনতন্ত্রের সূত্র।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

২। ইছলামের মূলমন্ত্র কলেমায় তৈয়েবার বিস্তৃত কোর্‌আনি ব্যাখ্যা। ইছলামি আকিদা, আদর্শ ও কর্ম্মযোগের বিশ্লেষণ—

কলেমায় তৈয়েবা।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

৩। মওলানা আবু সাইদ মোহাম্মদ কৃত—

মুছলিম সমাজে প্রচলিত কবর পূজার খণ্ডন ও যিয়ারতে কবরের মছনুন তরিকার বর্ণনা—

গোর যিয়ারৎ।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

ম্যানেজার,

আল্ হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস

পাবনা, পাক-বাঙ্গালা।

——০:০——

Printed & Published by M. A. Kafee al Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of All Be & Assam Jamiati Ahli Hadeeth, Pabna, Pak Bengal.